www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ ঃ http://www.alipurbarta.org

শুরু হল নতুন ধারাবাহিক

বিপন্ন গণতন্ত্র

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

রং বেরঙের গঙ্গাসাগর

তিনের পাতায়

কলকাতা ঃ ৪৯ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ২ মাঘ – ৮ মাঘ, ১৪২১ ঃ ১৭ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি, ২০১৫

Kolkata : 49 year : Vol No.: 49, Issue No.13, 17 January - 23 January, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

নেতাজি তথ্য উদ্ধারের দাবিতে দেশজুড়ে আলোড়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রে নতুন সরকার আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেতাজি সম্পর্কিত যাবতীয় গোপন ফাইল প্রকাশ করতে পারবেন না বলে জানিয়েছিলেন। প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হবে এই অজুহাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রাজনাথ সিংও বিগত কংগ্রেস মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত মতোই ফাইল প্রকাশে অনীহা প্রকাশ করেছেন। উল্লেখ্য, মোদি এবং রাজনাথ সিং দু'জনেই লোকসভা ভোটের আগে নেতাজির ফাইল প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। দক্ষিণ ভারতের ভাইকোর এমডিএমকে পার্টি এর প্রতিবাদে ইতিমধ্যেই বিশাল র‍্যালি করে পথে নেমেছে। এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীও সেই দাবি আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে নানা রাজ্যে ফাইল প্রকাশের দাবিতে ক্রমশ আন্দোলন দানা বাধছে। রাজধানী দিল্লিতে এই দাবিতে অনশন হয়েছে। অসমে, মথুরায়, ওড়িশায় এবং পশ্চিমবঙ্গেও এই দাবিতে বিক্ষিপ্তভাবে আন্দোলন শুরু হয়েছে। দশটি অরাজনৈতিক সংগঠনের ডাকে আগামী ২০ জানুয়ারি ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে এক দিনের প্রতীকি অনশন ও অবস্থান কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে জেল ভরো আন্দোলন চলছে। কটক থেকে ইম্ফল একটি 'চেতনা যাত্রা' এই উপলক্ষ্যে ২৩ জানুয়ারি রওনা হচ্ছে। দিল্লিতেও বিভিন্ন সংগঠন এই ইস্যুতে কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য সভা সমাবেশের আয়োজন করছে। বিভিন্ন রাজ্যে বুদ্ধিজীবীরা সর্বভারতীয় স্তরে এই আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন।

সপুত্র মঞ্জুলকৃষ্ণের দলত্যাগে তৃণমূলের ভাঙন রাজ্যে অকাল নির্বাচনের প্রেক্ষাপট তৈরি করছে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

মূলত সারদা–কাণ্ডকে কেন্দ্র করে অনেকদিন ধরেই তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। বৃহস্পতিবার এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও চরম আকার নিল গাইঘাটার বিধায়ক তথা রাজ্যের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর মন্ত্রীপদ ও দলত্যাগ করায়। মঞ্জুলকৃষ্ণ শুধু দল ও মন্ত্রীত্বই ত্যাগ করেননি। এদিন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদানও করেন। মঞ্জুলপুত্র সুব্রত ঠাকুরের বিজেপিতে যোগদান সম্ভাবনা প্রবল বলে কয়েকদিন আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। মঙ্গলবার তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রয়াত সাংসদ কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের স্ত্রী মমতাবালা ঠাকুরকে বনগাঁর সাংসদ উপনির্বাচনে, তৃণমূলের পক্ষ থেকে প্রার্থী করার দলীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পর কাল বিলম্ব না করে মঞ্জুলকৃষ্ণ ও তাঁর পুত্র সুব্রত উভয়েই বিজেপিতে যোগদান করেন। কারণ এই লোকসভা কেন্দ্রে বিগত লোকসভা নির্বাচনের শুরু থেকেই সুব্রত ঠাকুরের প্রার্থী হবার প্রবল বাসনা ছিল। কপিলকৃষ্ণ প্রার্থী হওয়ায় তা সম্ভব হয়নি। এরপর উপনির্বাচনেও সুব্রতকে বাদ দিয়ে কপিল–পত্নী মমতাবালাকে তৃণমূল প্রার্থী ঘোষিত হওয়ায় সুব্রতর আশা মাঠে মারা যায়। এই উপনির্বাচনে এধরনের একটা ঘটনা ঘটতে পারে এরকম আশঙ্কা করে সম্প্রতি 'আলিপুর বার্তা'য় এই মর্মে এই প্রতিবেদকের একটি প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছিল, ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করানোয় মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়।

মতুয়াদের একাংশের অভিযোগ, এই ধর্মীয় স্থানে রাজনীতির কালির ছিটে লাগুক, এটা কখনও কাম্য ছিল না। এই ঠাকুরবাড়ি তৈরি হবার পর থেকেই এটা ধর্মীয় স্থান হিসেবেই তাদের কাছে পরিচিত ছিল। কিন্তু ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মতুয়াদের এই প্রথম ধর্মীয় আখড়া আজ চূড়ান্ত রাজনীতির আখড়ায় পরিণত। ঠাকুরবাড়ির রাজনীতিকে কেন্দ্র করে মতুয়ারা আজ দ্বিধাবিভক্ত। যা আগামী দিনে এই সম্প্রদায়ের কাছে রীতিমত অশনি সংকেত বলে মনেকরেছেন তাঁরা। তাঁরা জানালেন, মঞ্জুলকৃষ্ণ ও প্রয়াত কপিলকৃষ্ণের বাবা প্রয়াত প্রমথরঞ্জন ঠাকুর, যিনি পি আর ঠাকুর হিসেবে পরিচিত এবং বড়মা বীণাপাণিদেবীর স্বামী, এই ঠাকুরনগর রেল স্টেশনটি তাঁর নামেই তৈরি হয়। স্বাধীনোত্তর ভারতে একসময়ে এই পি আর ঠাকুর কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেরকম রাজনীতি আজকের মত এতখানি নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় রাজনীতি আজকের মতোম ছিল না। ফলে পি আর ঠাকুর সাংসদপদে তখন দাঁড়ালেও ঠাকুরবাড়ির ধর্মীয় ক্ষেত্রে তার প্রভাব পড়েনি। আজ ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য যে ন্যাক্কারজনক প্রতিযোগিতা, তা সমগ্র মতুয়া সম্প্রদায়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ২০১১ সালে মঞ্জুলকৃষ্ণ ঠাকুর তৃণমূলের মন্ত্রী হবার জন্যে ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দেন বলে বিক্ষুব্ধ মতুয়ারা জানান। তাঁদের অভিযোগ, বামফ্রন্টের মধ্যে স্বজনপোষণ সহ বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ থাকলেও দলের অভ্যন্তরে একটা নিয়ন্ত্রণ ছিল। কিন্তু তৃণমূলে তা নেই। অন্যদিকে বিজেপিও সেই একই গড্ডালিকায় গা ভাসাচ্ছে বলেও মনে করছেন তারা। সব মিলিয়ে ক্ষমতা দখলের রাজনীতি আজ যে পর্যায়ে পৌঁছেছে তা সমগ্র ভারতবাসীর কাছেই এক অশনি সংকেত বলে মনে করছেন রাজনৈতিক তথ্যাভিজ্ঞ মহল। এ থেকে রাজ্যে বিজেপি যে ক্রমশঃ অগ্রণী ভূমিকা নিতে চলেছে তাই পরিষ্কার হয়ে উঠছে বলেও তাঁদের মন্তব্য। তবে এইভাবে তৃণমূল ভাঙতে থাকলে রাজ্যে অকাল নির্বাচন ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়, বলেও রাজনৈতিক মহলের অভিমত।

কিষাণ বাজারের স্বপ্ন ক্রমেই বিলীন হচ্ছে

ওঁকার মিত্র

কেউ স্বীকার করুক বা না করুক একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় আজও যে কজন বাংলাকে নিয়ে ভাবেন তার মধ্যে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন। এখনও তিনি স্বপ্ন দেখেন বাংলা সবার সেরা হবে যার পথ প্রদর্শক হবেন তিনি। এমন নানা স্বপ্ন দেখিয়েই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন দীর্ঘ এক জোটবদ্ধ অপশাসন থেকে মুক্তি পেতে। কিন্তু স্বপ্ন দেখা ও বাস্তবে রূপদান করার মধ্যে যে দক্ষতা লাগে তার অভাব অনেক ক্ষেত্রেই প্রকট হয়ে পড়ছে আমলাদের কার্য্যকারিতায়। যার প্রতিফলন দেখা গেল কিষাণ বাজার যা কৃষি মান্ডি প্রকল্পে।

ক্ষমতায় আসার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে সব প্রকল্পের স্বপ্ন দেখেছিলেন তার মধ্যে সেরা কিষাণ বাজার তৈরি। উদ্দেশ্য বাংলার কৃষকদের ফড়ে বা দালালদের হাত থেকে বাঁচানো। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি ব্লকের কৃষিজীবী মানুষ ধন্য ধন্য করে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন এবার তাদের সুদিন আগত। নিজেরাই তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারে গিয়ে বিক্রি করতে পারবেন। সরাসরি ক্রেতাদের কাছে। অথচ বাস্তব বড় কঠিন। যত দিন যাচ্ছে এই উৎসাহ উদ্দীপনা মিলিয়ে যাচ্ছে দিবাস্বপ্নের মত। তিন বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মুখ্যমন্ত্রী বুঝতে পারেন নি দীর্ঘদিন ধরে কৃষকদের রক্ত চোষায় যারা হাত পাকিয়েছে তারা চুপ করে বসে থাকবে। যেখানে কোটি কোটি টাকার অর্থনীতি প্রতিদিন অন্ধ গলিতে পাক খায় সেখানে কোন বাধা ছাড়াই কৃষকদের হাসি ফুটে উঠবে একথা ভাবা পোড় খাওয়া রাজনীতিক বা আমলাদের অদক্ষতার পরিচায়ক।

আর এই জন্যই নানা মহলের হাতছানিতে কিষাণ বাজার বিল বিনা বাধায় অতিক্রম করতে পারল না বিধানসভার গন্ডি। চলে গেল সিলেক্ট কমিটিতে। আদৌ তার কোনদিন সেই বিল বেরোবে কিনা তা নির্ভর করছে রাজনীতি ও প্রশাসনে দালালরা কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে তার উপর। ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের কিষাণ বাজার আজ অর্ধনগ্ন অবস্থায় পড়ে রইল।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর ব্লকে জোর কদমে তৈরি কিষাণবাজারের কাঠামো আদৌ প্রাণ পাবে তো? ছবি: মধুশ্রী আচার্য্য

১০০০ কোটি টাকা খরচ করে ৪৮টি তৈরি হয়েছে কিন্তু চালু হতে পারল না বিল পাস হয়ে নীতি তৈরি না হওয়ায়। আরও ১৭৬টি মান্ডি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বহু ব্লকে অর্ধেক কাজ হয়ে পড়ে রয়েছে মান্ডির কাঠামো। সরকার পরিকল্পনায় বলেছে পরিচালন কমিটি ছাড়া কিষাণ বাজার চালানো যাবে না। কমিটিতে থাকবেন স্থানীয় বিধায়ক। দুজন সরকারি আধিকারিক, পাঁচজন চাষি। তিনজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। ব্যাঙ্ক ও সমবায় সমিতির একজন করে প্রতিনিধি। বিল পাশ হল না। কমিটির প্রস্তাব বিশ বাঁও জলে। সম্পূর্ণ হওয়া ৪৮টি মান্ডির ভবিষ্যত চলে গেল গভীর অন্ধকারে। এর উপর সরকার আর্থিক অনটনে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সব বাজারে সরকার হিমঘর তৈরি করবে না। বেসরকারি সংস্থা ইচ্ছা করলে হিমঘর তৈরি করে ব্যবসা শুরু করতে পারে। এর অর্থ বাজারে মুনাফা লোভী ব্যবসায়ীর প্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়ে রইল।

এরপর পাঁচের পাতায়

রাজ্যের উদাসীনতায় বিড়লাপুর শিল্পাঞ্চল মৃতপ্রায়

কুনাল মালিক

দক্ষিণ শহরতলির বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত বিড়লাপুর শিল্পাঞ্চল নানা সমস্যায় জেরবার। একদা এই এলাকায় বিড়লা গোষ্ঠীর একাধিক কলকারখানা প্রজেক্ট চলত। হাজার হাজার লোক এই এলাকায় জীবিকা নির্বাহ করত। এই এলাকার বাজার, সিনেমাহল, রাস্তাঘাট ঝাঁ চকচকে ছিল। বিশ্বকর্মা পুজোর সময় এই এলাকায় মানুষের ঢল নামত। এখন অধিকাংশ কারখানাই বন্ধ। বিশাল বিশাল কারখানার কঙ্কাল জরাজীর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে। শুধুমাত্র জুটের কারখানা খোলা আছে। তৃণমূল সমর্থিত জুট শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সচিন্দর সিং জানালেন, বিড়লা ম্যানেজমেন্ট নানা অজুহাতে শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে। ২০১২ সালে কাউকে না জানিয়ে বিড়লা কর্তৃপক্ষ মিল লক আউট করে দিয়েছিল। শ্রমিকরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। ক্যালসিয়াম, লিনোনিয়াম, বিড়লা সিন্থেটিক, পাওয়ার হাউস, অটোটিম প্ল্যান্ট অনেকদিন আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কোনরকমে টিম টিম করে জুট মিল চলছে। পাঁচ হাজার লোক এর ওপর নির্ভরশীল। এলাকার শিক্ষক সওকত জোনপুরী জানালেন, বিড়লাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা গত ৯ বছর ধরে বেতন পাচ্ছে না। সরকারের উচিত শিল্পাঞ্চলকে আবার নতুনরূপে পুনর্গঠন করা। বিশাল জায়গা জুড়ে বিড়লাপুরে এম পি বিড়লা ফাউন্ডেশন নামে একটি হাসপাতাল আছে। আগে এখানে সব ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা পাওয়া যেত। রোগীও ভর্তি থাকত। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ছিল। কিন্তু ১৯৯৮ সালে এক ডাক্তারের সঙ্গে এক রোগীর বাড়ির লোকের গন্ডগোলের জেরে হাসপাতালের সব পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। এখন শুধু সপ্তাহে একদিন ১০ টাকা টিকিটের বিনিময়ে চক্ষু বিভাগে ডাক্তার দেখানো যায়। অথচ এই হাসপাতালটির সংস্কার করে যদি পুনরায় চালু করা যায়, তাহলে এই এলাকার মানুষদের ভীষণ উপকার হয়। রাস্তাঘাটের অবস্থাও ভালো নয়।

বিড়লাপুর শিল্পাঞ্চলের হতদরিদ্র অবস্থা

এই প্রসঙ্গে বজবজের বিধায়ক অশোক দেব জানালেন, বিড়লাপুর শিল্পাঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়ে তিনি রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বিড়লা ম্যানেজমেন্টের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিক জানালেন, সরকার এগিয়ে এলে আমরাও সংস্কারে রাজি আছি।

সাগরে মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নানে রেকর্ড ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, গঙ্গাসাগর : অবশেষে সেই মাহেন্দ্রক্ষণের যোগ এল। ভোর থেকে শুরু হয়ে গেল মকরস্নান। প্রায় ৭ লক্ষ পুণ্যার্থীদের নিয়ে জমজমাট গঙ্গা সাগর মেলা। মঙ্গলবার সকাল থেকে টানা ২৪ ঘন্টা স্নানের যোগ ছিল বলে কপিলমুনির আশ্রম সূত্রে জানানো হয়েছিল। এছাড়াও জানানো হয় সাতষট্টি বছর পর এই বিশেষ যোগ ফিরে এসেছে। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বেড়েছে পুণ্যার্থীদের। কুম্ভ বা অর্ধকুম্ভ না থাকায় মকর স্নানের অপেক্ষায় ছিল প্রহর গোণা। তাই বুধবার থেকে সাগরস্রোতের মতো পিল পিল করে ঢুকেছে পুণ্যার্থীর দল। বাবুঘাট থেকে লট ৮ পর্যন্ত পাঁচটি অস্থায়ী যাত্রী শিবিরে ভিড়ে ভিড়াক্কার সকাল থেকে। বাসে ট্রামে ঢুকেছে দলে দলে পুণ্যার্থী। হরিয়ানার পাশে হেঁটেছে হরিদ্বার। আবার ক্যানিং থেকে কন্যাকুমারী মিলেমিশে একাকার। সোমবার দুপুরে মেলার ব্যবস্থা ঘুরে দেখেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। বেশ কয়েকজন পুণ্যার্থীর সঙ্গে তিনি কথাও বলেন অভাব অভিযোগ শোনেন এবং সেইমত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেন। মঙ্গলবার ফিরহাদ হাকিম, মনীশ গুপ্ত, সুব্রত মুখোপাধ্যায় সহ আরও মন্ত্রীরা পরিদর্শন করেন সাগরপ্রাঙ্গণ। বুধবার বেলা যত পড়েছে তত ভিড় বেড়েছে। অস্থায়ী যাত্রীশিবির থাকা সত্ত্বেও প্রচুর পুণ্যার্থীরা খোলা আকাশের নীচে রাত কাটিয়েছে। কেউ আবার চড়া দামে হোগলা আর খড় কিনে মাথা গুঁজেছিল। সারা রাত পুলিশ, সিভিল ডিফেন্স–এর ভলান্টিয়ার ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা টহল দিয়েছেন মেলা জুড়ে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি ভাষণের সিডি দেখানো হয় সেখানে তিনি পুণ্যার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন জানান। ধূপ ধুনো গাঁজার গন্ধ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায় মেলার প্রঙ্গণে। তট জুড়ে অসংখ্য প্রদীপের আলোয় তৈরি হয় মায়াময় পরিবেশ। সঙ্গে ভাসে হরিয়ানার দেহাতি বধূদের গুণগুণ কিংবা গুজরাটের গঙ্গা আরাধনার কোরাস। এরই মধ্যে মেলায় চুরি ছিনতাই ও প্রতারণার অভিযোগে ৩৭ জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ২০০ লিটার চোলাই মদ সহ ৬ জনকে গ্রেপ্তারও করা হয়। তাদেরকে তোলা হয় মেলার অস্থায়ী আদালতে। হরিয়ানার এক পুণ্যার্থী সরমী রামের মৃত্যু হয়। বেশ কয়েকজন ডাইরিয়া ও ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তবে চিকিৎসার জন্য মেলা হাসপাতালও তৎকালীন ব্যবস্থা সুদক্ষভাবে পালন করে। সেন্ট জনস অ্যাম্বুলেন্স ও অন্যান্য অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা তৎপরতার সঙ্গে দেখা যায় সারা মেলা জুড়ে।

আরও খবর তিনের পাতায়।

বাজারের প্রতি পতনে কেনা অভ্যাস করতে হবে

বড় বুল রানের আগের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে

শুদ্ধাশিস গুহ

শেয়ার বাজারে কেউ কখনও একটানা ভালো মেজাজে থেকেছেন এমন যেমন নয়, তেমনই এই মার্কেট

কিন্তু বেশ কিছুজনের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পালটে দিয়েছেন। মানুষের জীবনে যেমন লাগাতার ভালো বা মন্দ সময় থাকতে পারে না এই বাজারের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা তাই। তবে একথা ঠিক যদি কেউ নিষ্ঠাভাবে পড়াশুনা করে এই অর্থবাজারে লগ্নি করেন তবে তার বা তাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। এবং এই বাজার থেকে ভালো অর্থ উপার্জন করাও সম্ভব হবে। সেক্ষেত্রে শেয়ার বাজারকে আর পাঁচটা ব্যবসার সঙ্গে মেলালে চলবে না। বরং এই বাজারের নিয়মকানুন অনেক সময় সাধারণ মানুষকে চমকৃত করতে পারে।

মানে দামের ক্ষেত্রে এই বাজারে এমন সব নিত্যনতুন দৃষ্টান্ত দেখা যায় যা তাজ্জব করে দেবে অনেককেই। এই তো কিছুদিন আগে ভারতীয় শেয়ার বাজার যখন ব্যাপক সংশোধনীর মুখে পড়েছিল, একদিনে প্রায় সাড়ে আটশো পয়েন্ট খুঁয়েছিল সেনসেক্স এবং নিফটি প্রায় ২৫০ পয়েন্ট সেসময়ে বেশ কিছু শেয়ার এত কম দামে চলে এসেছিল যা কল্পনাও করা সম্ভব নয়। অনেকে হয়তো ভয় পেয়েছিলেন যে বাজার বোধহয় আরো নিচে চলে আসবে ভেবে। আসলে ওদিন পরিস্থিতি এইরকম ভীতি ধরিয়ে দিয়েছিল সাধারণ ট্রেডারদের মধ্যে। বিশেষ করে ২০১৪ সালে কখনই একদিনে এতটা পড়ে যেতে দেখা যায়নি সূচককে। এমন মনে হচ্ছিল যে ২০০৮–০৯ এর সেই রিসেশনের দিন বুঝি বা ফিরে এল।

কারণ যারা ঘর পোড়া গরু তারা মোটামুটি ভালো জানেন দুঃসময় কাকে বলে। আগে একদিনে এতটা পতন হলে মার্কেট সেলিং ফ্রিজ মারার দিকে ধাবিত হত। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেখানে ভারতীয় শেয়ার বাজার ব্যাপক আকারে পড়ে গিয়েছিল মানে সেলিং ফ্রিজ মেরেছিল। এর পিছনে অবশ্য অনেক সময়ে কারণ হয়ে দাঁড়াতো দেশের বুকে কোনো বড় জঙ্গি আক্রমণ বা অন্য কোনও খারাপ সংবাদ। এই প্রবণতা বেশ কিছুদিন বাজারে লক্ষ্য করা যায়নি। ২০১৫ –র শুরু থেকেই তা আবার বেশ ভালোভাবে আবির্ভূত হয়েছে অর্থ বাজারে। শুধু ভারত বলে নয়, এখন একটা অস্থির পরিবেশ বিরাজ করছে নানা দেশের ওপর।

এই তো আমেরিকার সূচকত্রয় ডাও–জোন্স, ন্যাসড্যাক কিংবা এস অ্যান্ড পি এই অস্থির আবহে কখনো বিশালভাবে বেড়ে যাচ্ছে তো পরেরদিনেই পাততাড়ি গুটিয়ে ধস নেমে যাচ্ছে সেইসব বাজারে।

অর্থনীতি

ভারতীয় বাজারেও এই ধরণের ছবি লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রায়শই। ফলে নিফটি বা সেনসেক্স কিছুতেই স্থিরতা পাচ্ছেনা। এই যেমন নিফটি নিচের দিকে আট হাজারের কাছে মাঝেমধ্যে চলে আসছে। আবার বুড়ি ছোঁয়া দিয়ে পৌঁছে যাচ্ছে ৮৪০০–র কাছেপিঠে। সাধারণ লগ্নিকারীর পক্ষে অনুমান করা খুব কঠিন কখন কি আচরণ করবে মার্কেট। এ তো আলু–পটল কিংবা মাছ–মাংসের বাজার নয়। এখানে একটা বড় ভুল সর্বনাশের বীজ বয়ে আনতে পারে। তবে অনেকটা কারও সর্বনাশ, আবার কারও পৌষমাস তত্ত্ব মেনে এই পড়তির সময়ে যদি ভালো কোম্পানির শেয়ার নিচের দামে ধরা যায় তবে খুব অল্প দিনে ভালো অর্থ উপার্জন করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে।

সর্বোপরি মনে রাখতে হবে আমরা এমন একটি সময়ে দিয়ে অতিবাহন করছি যখন ভারত বেশ বড়সড় একটা বুল রান–এর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এর প্রাথমিক কাজটাই এখন চলছে বাজারে। কিছু বিশেষজ্ঞ একে ব্যাঙ্গার্থে বলছেন ছবি শুরুর আগের ট্রেলার পর্ব। এদের রসিকতা, পিকচার আভি বাকি হ্যায়। তা এই ট্রেলার পর্বে সংশোধন হয়ে নিফটি ৭ হাজারের কাছেও এসে যেতে পারে বলে অভিমত কিছু এক্সপার্টের। এদের সংখ্যা অবশ্য তুলনামূলকভাবে কম। অধিকাংশ আর্থিক বিশেষজ্ঞের বক্তব্য আট হাজারের কাছেই রয়েছে নিফটির চূড়ান্ত দীর্ঘমেয়াদি সাপোর্ট। সুতরাং এর কাছে যখন নিফটি আসবে তখন লগ্নিকারীদের উচিত ব্লু–চিপ বা ভালো সংস্থার শেয়ার খরিদ করা। তাহলে অদূর ভবিষ্যতে গিয়ে বড়সড় লাভ ওঠানো সম্ভব হবে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে আবেগের বহিঃপ্রকাশ লক্ষিত হয় বেশ ভালো রকম। এই কথা মাথায় রেখেই কিছুদিন আগে এক সাক্ষাতকারে দেশের অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি বলেছেন যে গুণাগুণ বিচারের থেকেও ভারতের লগ্নিকারীরা শোনা কথা বা গুজবের দ্বারা বেশি প্রবাবিত হন। এখানে অনেকটাই ব্যাতিক্রম এফআইআই বা বিদেশি নিবেশকরা। এদের কাছে সর্বাধিক গুরুত্ব পায় সংস্থার অডিট রিপোর্ট বা সাম্প্রতিক কাজকর্ম। তাই

এই বুল বাজারের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে উচিত পরিস্থিতি বুঝে বিনিয়োগ করা, এবং অতি অবশ্যই অর্থবান হয়ে ওঠার রাস্তা প্রশস্ত করা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি, ২০১৫

মেষ: সময় সময় ক্রোধ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়বে এবং যার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা অধিক। হঠাৎ স্বাস্থ্যহানি হয়ে যেতে পারে। মানসিক আঘাত মনকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। ক্রয়–বিক্রয় বিষয়ে এগিয়ে যেতে পারেন, ফল শুভ হবে। লেখাপড়ার জন্য মনোনিবেশে আগ্রহী হবেন। সাবধানে চলুন।

বৃষ: দুর্দান্ত গতিবেগে ঝড় এখনও অব্যাহত থাকবে। কথাবার্তায়, চলাফেরায় সকল সময় সংযতভাব অবলম্বন করা প্রয়োজন। আর্থিক বিষয়ে টানাপোড়েনের মধ্যেও এগিয়ে যেতে পারবেন। দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়ে বড়ই ভাবনা চলবে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে।

মিথুন: এভাবে কষ্ট কোরো না একদম, মাঝে মাঝে এমন আঘাত আসবে যা সহ্য ক্ষমতার বাইরে। এই সময় শুভ পরিণয়ে আবদ্ধ হবেন না। যদি হন তবে সাংসারিক অশান্তির মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। দেবগুরু কিছু কিছু সাহায্য করবে। শিক্ষায় বাধায়।

সিংহ: কিছুটা ভাল হলেও আবার খারাপের দিকে এগিয়ে যাবেন। লোকের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। বড় থেকে ছোট পর্যন্ত কর্মক্ষেত্রে কর্মচারীরা পেছনে লাগবে চেষ্টা করবে। ব্যবসায় বাধার মধ্যেও লাভযোগ রয়েছে।

কর্কট: সময়টা ভাল হয়েও ভাল হতে চাইছে না। অনেক কষ্টে পারিপার্শ্বিক বাধাগুলি থেকে কিছুটা শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তন হওয়া বিচিত্র নয়। মেয়েরা প্রদরজনিত পীড়ায় বেশ কষ্ট পাবে। সমস্ত কাজের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ থাকবে।

কন্যা: দম্ভ করে কোন কাজ করতে যাবেন না। অগ্নিভয়ের সম্ভাবনা আছে। বিপদকে কাটিয়ে উঠতে পারবেন না। শিক্ষা ক্ষেত্রে গোলযোগ দেখা যাবে। ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করলে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। বিরোধপূর্ণ পরিবেশের সৃষ্টি হবে সাবধান থাকবেন।

তুলা: ব্যয় মাঝে–মাঝে মাত্রা ছাড়িয়ে যাবে। আত্মীয়–স্বজনের সঙ্গে সম্ভার রক্ষা করা কঠিন। সঙ্গে সাংসারিক জীবনে অশান্তির ভাব ফুটে উঠবে। চুরি বা প্রতারণার দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। শিক্ষায় আশানুরূপ ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্র শুভ।

বৃশ্চিক: শরীর সম্পর্কে সচেতন থাকা দরকার। ক্ষতি না হলেও রক্তপাত সম্ভাবনা হয়েছে। উচ্চ আদর্শের লড়াইয়ে সাফল্য লাভ করবেন। সহজেই মনকে চঞ্চল হতে দেবেন না। স্বাধীন পেশাজীবীর পক্ষে সময়টি শুভ হবে। ভ্রমণের ক্ষেত্রে বাধা রয়েছে।

ধনু: রুদ্র, রুদ্ররূপ ধারণ করে এগিয়ে যেতে চাইবে। সংযত না হলে বিপদের বোঝা বাড়বে। লেখাপড়া নিয়ে সমস্যার সৃষ্টি হবে। ব্যবসার বিষয়ে বহু প্রস্তাব আসবে। কর্মযোগ শুভ। আয় মনের মতো হবে না। বাতের–পীড়ায় অনেক ভীষণ কষ্ট পাবেন। অন্যের মতামত নেবেন না।

মকর: দায়িত্বপূর্ণ কাজে লাগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। নিত্য, গীত, শিল্প ও সাহিত্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম ও অগ্রগতির যোগ রয়েছে। যানবাহন, গৃহভূমি বিষয়ে শুভ ফল পাওয়া যাবে। বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ।

কুম্ভ: কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এখনও হবে না। বিচার বিবেচনা করে এগিয়ে যেতে হবে। শুভ কাজ যতই করুন না কেন ফল শুভ হবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকে ভাল ফল করতে সক্ষম হবেন। পিতাপুত্রের দ্বন্দ্ব চলবে।

মীন: নিজের জীবনকে তৈরি করার জন্য বহু সুযোগ আসবে তাহলে অবশ্যই জয়লাভ করবেন। শত্রুরা ঈর্ষাজনিত হয়ে পিছনে লাগার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় উৎসাহ বৃদ্ধি পাবে। স্নেহ–প্রীতিলাভের যোগ রয়েছে।

কৃতী খেলোয়াড়দের জন্য পূর্ব রেলে ৬৫

পূর্ব রেলে স্পোর্টস কোটায় ৬৫ জন পুরুষ–মহিলা কৃতী খেলোয়াড় নিয়োগ করা হবে। এই নিয়োগের এমপ্লয়মেন্ট নোটিস নম্বর ERSA/Recruitment/Advt./2014-15। নিচের যোগ্যতায় যে–কোনও ভারতীয় আবেদন করতে পারবেন। হেডকোয়াটার্সে ক্যাটেগরি ওয়ানের শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১–আর্চারি–পুরুষ ও মহিলা (রিকার্ভ/কম্পাউন্ড) : শূন্যপদ ৩। ক্রমিক সংখ্যা ২–অ্যাথলেটিক পুরুষ (যে–কোনও ইভেন্ট) : শূন্যপদ১। ক্রমিক সংখ্যা ৩–অ্যাথলেটিক্স মহিলা (যেকোনো ইভেন্ট) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ৪–ওয়েটলিফ্টিং মহিলা (যে কোনও ওয়েট ক্যাটেগরি) : শূন্যপদ ১। মূল মাইনে পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০–২০,২০০ টাকা গ্রেড পে ২,৮০০/২,৪০০ টাকা।

হেডকোয়াটার্সে ক্যাটেগরি টু–এর শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১– আর্চারি পুরুষ (রিকার্ভ/কম্পাউন্ড): শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ২–আর্চারি মহিলা (রিকার্ভ/কম্পাউন্ড) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ৩–অ্যাথলেটিক্স মহিলা (লং জাম্প/ট্রিপল জাম্প/হেপট্যাথলন) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৪ ব্যাডমিন্টন মহিলা : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ৫ বাস্কেটবল মহিলা (বল হ্যান্ডলার/ফরওয়ার্ড) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৭ সাইক্লিং পুরুষ (এনডিওরেন্স) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৮–জিমন্যাস্টিক্স পুরুষ (অল রাউন্ডার) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ৯–হকি পুরুষ (গোলকিপার/হাফ ব্যাক/অল রাউন্ডার) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ১০ কবাডি – পুরুষ (অল রাউন্ডার) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ১১ — কবাডি মহিলা (রাইড কভার/রেইডার) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ১২ — শ্যুটিং পুরুষ/মহিলা (০.২২ প্রোন/থ্রিপি) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ১৩ ওয়াটার পোলো–পুরুষ (লাইন) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ১৪ ওয়েটলিফ্টিং পুরুষ (ক্যাটেগরি–৮৫ কেজি) শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ১৫ ওয়েটলিফ্টিং মহিলা (ক্যাটেগরি ৭৫ কেজি) : শূন্যপদ ১। বেতনক্রম ৫,২০০–২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ২,০০০/১,৯০০ টাকা।

হেডকোয়াটার্সে ক্যাটেগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১ বাস্কেটবল পুরুষ (পয়েন্ট গার্ড/গার্ড/পিভট) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ২ বক্সিং পুরুষ (লাইন ফ্লাই) ৪৯ কেজি ও ফ্লাই ৫২ কেজি ওয়েট) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৩ কিউ স্পোর্টস পুরুষ (বিলিয়ার্ড/স্নুকার/৮ বল ও ৯ বল পুল) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ৪ ক্রিকেট মহিলা (ওপেনিং ব্যাটসম্যান/অল রাউন্ডার) : শূন্যপদ ১। ক্রমি সংখ্যা ৫ জিমন্যাস্টিক্স পুরুষ (অল রাউন্ডার) শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ৬ পাওয়ারলিফ্টিং পুরুষ (ক্যাটেগরি ৬৬ কেজি) : শূন্যপদ১। ক্রমিক সংখ্যা ৭ পাওয়ার লিফ্টিং মহিলা (ক্যাটেগরি ৭২ কেজি/৪৭ কেজি) শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৮ শ্যুটিং পুরুষ/মহিলা (এয়ার রাইফেল/প্রোন) : শূন্যপদ ১। বেতনক্রম পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০–২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা। আসানসোল ডিভিশনে ক্যাটেগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১–ব্যাডমিন্টন পুরুষ শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ২ ফুটবল পুরুষ (ডিফেন্ডার ১, গোলকিপার ১)। শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৩ ক্রিকেট পুরুষ (অল রাউন্ডার স্পিনার) : শূন্যপদ ১। ক্রমি সংখ্যা ৪–ওয়েটলিফ্টিং পুরুষ (ক্যাটেগরি ৬২ কেজি) : শূন্যপদ ১। বেতনক্রম পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

হাওড়া ডিভিশনে ক্যাটগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১–ক্রিকেট পুরুষ (অল রাউন্ডার) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ২ হকি পুরুষ (অল রাউন্ডার) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৩ ভলিবল মহিলা (অ্যাটাকার) : শূন্যপদ ২। বেতনক্রম পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০–২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

মালদা ডিভিশনে ক্যাটেগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১ ফুটবল পুরুষ : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ২ ক্রিকেট পুরুষ : শূন্যপদ ২।ক্রমিক সংখ্যা ৩ টেবিল টেনিস পুরুষ : শূন্যপদ ১।বেতনক্রম পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০–২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

শিয়ালদহ ডিভিশনে ক্যাটেগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিসংখ্যা ১ ক্রিকেট পুরুষ (অলরাউন্ডার ১, ব্যাটসম্যান ১) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ২ ফুটবল পুরুষ (গোলকিপার ১, হাফ–কাম অফেন্ডার ১) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ৩ ওয়েটলিফ্টিং পুরুষ (ক্যাটেগরি ৬২ কেজি) : শূন্যপদ ১।

জামালপুর ওয়ার্কশপে ক্যাটেগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১–ফুটবল পুরুষ (ফরওয়ার্ড ১, ডিফেন্ডার ১) : শূন্যপদ ২। ক্রমিক সংখ্যা ২ ক্রিকেট পুরুষ (ফাস্ট বোলার) : শূন্যপদ ১। বেতনক্রম পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০–২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপে ক্যাটেগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১ অ্যাথলেটিক্স পুরুষ (৪০০ মিটার) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ২– টেবল টেনিস পুরুষ, শূন্যপদ ২। বেতনক্রম পে ব্যান্ড ওয়ান অনুযায়ী ৫,২০০–২০,২০০ টাকা, গ্রেড পে ১,৮০০ টাকা।

লিলুয়া ওয়ার্কশপে ক্যাটেগরি থ্রি–র শূন্যপদ ও বেতনক্রম : ক্রমিক সংখ্যা ১ ফুটবল পুরুষ (ডিফেন্ডার/ফরওয়ার্ড) : শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ২– ভলিবল পুরুষ (অল রাউন্ডার) শূন্যপদ ১। ক্রমিক সংখ্যা ৩ সুইমিং পুরুষ (৫০/১০০ মিটার, ফ্রিস্টাইল, ব্যাক স্ট্রোক, ব্রেস্ট স্ট্রোক) : শূন্যপদ ১।

ওপরের সবক্ষেত্রেই মূল বেতনক্রমের সঙ্গে অন্যান্য ভাতাও আছে।

ক্যাটেগরি ওয়ানের শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি বা সমতুল। খেলার যোগ্যতা : ১) অলিম্পিকে (সিনিয়র ক্যাটেগরি) দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব অথবা ২) ওয়ার্ল্ড কাপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা এশিয়ান গেম (সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা কমনওয়েলথ গেমস–এ (সিনিয়র ক্যাটেগরি) অন্তত তৃতীয় স্থান অধিকার।

ক্যাটেগরি টু–এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা : ১) মাধ্যমিক পাশ বা সমতুল অথবা ২) অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ/আইটিআই পাশ (এসসিভিটি/এনসিভিটি স্বীকৃত অ্যাক্ট অ্যাপ্রেন্টিসশিপ/আইটিআই হতে হবে)। ক্রীড়াগত যোগ্যতা : ওয়ার্ল্ড কাপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা এশিয়ান গেমস (সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা এশিয়া কাপ (সিনিয়র ক্যাটেগরি) দেডোর হয়ে প্রতিনিধিত্ব অথবা ২) কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ/এশিয়া কাপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন গেম (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা ইউএসআইসি (ওয়ার্ল্ড রেলওয়ে) চ্যাম্পিয়নশিপে (সিনিয়র ক্যাটেগরি) অন্তত তৃতীয় স্থান অধিকার অথবা ৩) সিনিয়র/ইয়ুথ/জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে অন্তত তৃতীয় স্থান অথবা ৪) ইন্ডিয়ান অলিপিক অ্যাসোসিয়েশনের ন্যাশনাল গেমসে অন্তত তৃতীয় স্থান অথবা ৫) অল ইন্ডিয়া ইন্টার ইউনিভার্সিটি চ্যাম্পিয়নশিপে অন্তত তৃতীয় স্থান অথবা ৬) ফেডারেশনে কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে (সিনিয়র ক্যাটেগরি) প্রথম স্থান

ক্যাটেগরি থ্রি–র শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক পাশ বা আইটিআই বা এনসিভিটির ন্যাশনাল অ্যাপ্রন্টিসশিপ সার্টিফিকেট। ক্রীড়াগত যোগ্যতা : ১) কমনওয়েলথ চ্যাম্পিয়নশিপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ/এশিয়া কাপ (জুনিয়র/সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা সাউথ এশিয়া ফেডারেশন গেম (সিনিয়র ক্যাটেগরি)

কাজের খবর

অথবা ইউসিআইসি চ্যাম্পিয়নশিপে (সিনিয়র ক্যাটেগরি) দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব অথবা ২) ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে (সিনিয়র ক্যাটেগরি) বা সিনিয়র/ইউথ/জুনিয়র ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান অধিকার অথবা ৩) রাজ্যের হয়ে সিনিয়র স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় স্থান।

ক্রীড়াগত যোগ্যতার আরও খুঁটিনাটি নিচের ওয়েবসাইটে জানা যাবে।

বয়সসীমা : ১ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ অনুযায়ী বয়স হতে হবে ন্যূনতম ১৮ বছর ও সর্বোচ্চ ২৫ বছর।

আবেদনের ফি: আবেদনের ফি ১০০ টাকা। ডিমান্ড ড্রাফট বা ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডারের মাধ্যমে ফি দিতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফট কাটতে হবে, FA&CAO/Eastern Railway/Kolkata–র অনুকূলে অথবা ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার কাটতে হবেFA&CAO/Eastern Railway/Kolkata–র অনুকূলে, প্রদেয় হবে কলকাতায়। তপশিলি জাতি/উপজাতি, মহিলা, সংখ্যালঘু, আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া প্রার্থী যাঁদের বার্ষিক আয় ৫০,০০০ টাকার কম তাঁদের আবেদনের ফি দিতে হবে না। **আবেদনের পদ্ধতি:** আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে।www.er.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকে দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করা যাবে। সম্প্রতি তোলা পাসপোর্ট মাপের ছবি প্রত্যয়িত ছবি (গেজেটেড অফিসারকে দিয়ে প্রত্যয়িত) আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দিতে হবে। নির্দিষ্ট স্থানে কালো কালি দিয়ে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে হবে। দরখাস্ত ভরা খামের উপরে লিখতে হবেAPPLICATION FOR SPORTS QUOTA RECRUITMENT। পূরণ করা দরখাস্ত ডাকযোগে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছতে হবে ৭ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখ বিকাল ৫.৩০ মিনিটের মধ্যে। পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে সমস্ত শিক্ষাগত ও খেলার যোগ্যতার প্রমাণপত্রাদির প্রত্যয়িত কপি, নিজের নাম ঠিকানা লেখা দুটি ১৫x৫ মাপের খাম ও অন্যান্য জরুরি নথির প্রত্যয়িত কপি দিতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: হেডকোয়ার্টার্সে ক্যাটেগরি ওয়ান, টু ও থ্রি–র ক্ষেত্রে আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা Chief Personnel Officer, Eastern Railway Headquarters, 17, Netaji Subhas Road, Fairlie Place, Kolkata-700001. এছাড়া উল্লেখিত ঠিকানায় গিয়ে ড্রপ বক্সেও আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে। ক্যাটেগরি থ্রি–র বিভিন্ন ডিভিশনের ক্ষেত্রে হেডকোয়ার্টার্সের ঠিকানা অথবা ডিভিশনের ঠিকানা যে কোনো একটিতে আবেদনপত্র পাঠানো যাবে। আসানসোল ডিভিশনের ঠিকানা Divisional Railway Manager, Eastern Railway, DRM's Office, Asansol-713303, West Bengal'। হাওড়া ডিভিশনের ঠিকানা Divisional Railway Manager, Eastern Railway, DRM's Office, Howrah-711101, West Bengal'। মালদা ডিভিশনের ঠিকানা Divisional Railway Manager, Eastern Railway, DRM's Office, Jhaljhalia, Malda Town-732102। শিয়ালদহ ডিভিশনের ঠিকানা Divisional Railway Manager, Eastern Railway, DRM's Office, Sealdah, Kolkata-700014, Bengal। জামালপুর ডিভিশনের ঠিকানা Cheif Works Manager, Eastern Railway, Jamalpur Locomotive Workshop, Jamalpur, Munger-811214, Bihar। কাঁচড়াপাড়া ডিভিশনের ঠিকানা, Chief Works Manager, Eastern Railway, KANCHRAPARA Workshop, KANCHRAPARA, 24 Parganas (N)-743145, West Bengal। লিলুয়া ডিভিশনের ঠিকানা Chief Works Manager, Eastern Railway, C & W Workshop, Liluah, Howrah-711204। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্য জানা যাবে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে।

২১৬ কনস্টেবল শিল্পনিরাপত্তায়

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে মাধ্যমিক যোগ্যতায়

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডে কনস্টেবল/ফায়ার পদে ২১৬ জন তরুণকে নিয়োগ করবে সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স। কেবলমাত্র পুরুষ প্রার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।

বেতনক্রম : পে ব্যান্ড ১ অনুযায়ী মূল বেতনক্রম ৫২০০ থেকে ২০২০০ টাকা। সঙ্গে ২০০০ টাকার গ্রেড পে ও অন্যান্য ভাতা। শূন্যপদের বিন্যাস : (১) পশ্চিমবঙ্গের জন্য : ৩৭ (সাধারণ : ১২, তপশিলি জাতি : ৭, তপশিলি উপজাতি : ২, ওবিসি : ১৬)। নকশাল উপদ্রুত বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও পুরুলিয়া জেলার জন্য : ২৪ (সাধারণ : ৭, তপশিলি জাতি : ৭, তপশিলি উপজাতি : ১, ওবিসি : ৯)

(২) ওড়িশার জন্য : ২১ (সাধারণ : ৬, তপশিলি জাতি : ৪, তপশিলি উপজাতি : ০৬, ওবিসি : ০৫)। নকশাল উপদ্রুতমালকানগিরি, গঞ্জাম, কোরাপুট, গজপতি, রায়গাদা, নবরঙ্গপুর, ময়ূরভঞ্জ, সুন্দরগড়, কেওনঝাড়, সম্বলপুর, নয়াগড়, কন্ধমাল, দেওগড়, জয়পুর, ঢেনকানাল–এর জন্য : ২৭ (সাধারণ : ১০, তপশিলি জাতি : ৭, তপশিলি উপজাতি : ৪, ওবিসি : ৬)।

(৩) ঝাড়খন্ডের জন্য : ১৩ (সাধারণ : ৫, তপশিলি জাতি : ২, তপশিলি উপজাতি : ৩, ওবিসি : ৩)। নকশাল উপদ্রুত হাজারিবাগ, লোহারডাঙ্গা, পালামৌ, ছাতরা, গাড়ওয়া, রাঁচি, গুমাল, সিমডেগা, লাতেহার, গিরিডি, কোডার্মা, বোকারো, ধানবাদ, পূর্ব ও পশ্চিম সিংভূম, সরাইকেল্লা–খাড়াসোয়ান, খুন্তি ও রামগড়–এর জন্য : ২৯ (সাধারণ : ১১, তপশিলি জাতি : ৫, তপশিলি উপজাতি : ৬, ওবিসি : ৭)।

(৪) বিহারের জন্য : ১২ (সাধারণ : ১৫, তপশিলি জাতি : ৬, ওবিসি : ১২)। নকশাল উপদ্রুত ঔরঙ্গাবাদ, গয়া, জেহানাবাদ, রোহতাস, নালন্দা, পাটনা, ভোজপুর, কইমুর, পূর্ব ও পশ্চিম চম্পারন, সীতামারি, আরোয়াল, নোয়দা, জামুই ও মুঙ্গেরের জন্য ৫৩ (সাধারণ : ১৯, তপশিলি জাতি : ৯, তপশিলি উপজাতি : ১, ওবিসি : ২৪)

শিক্ষাগত যোগ্যতা : বিজ্ঞান সহ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ বা তার সমতুল হতে হবে। রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের পর্ষদ ছাড়া অন্যান্য 'সমতুল' কোর্সের ক্ষেত্রে সেটি সমতুল হিসাবে গণ্য হওয়ার সপক্ষে রাজ্য বা কেন্দ্র সরকারের প্রমাণপত্র থাকতে হবে।

বয়সসীমা : ১৯.০১.২০১৫ তারিখের হিসাবে বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ২৩ বছর। কেন্দ্র সরকারের নিয়ম অনুযায়ী সংরক্ষিত শ্রেণির প্রার্থীরা বয়সের ছাড় পাবেন।

দৈহিক মাপজোক : সাধারণ, তপশিলি জাতি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে উচ্চতা থাকতে হবে নূন্যতম ১৭০ সেমি (তপশিলি উপজাতর ক্ষেত্রে উচ্চতা ১৬২.৫ সেমি ও বুকের ছাতি ৭৬ সেমি)। বুকের ছাতির মাপ থাকতে হবে ৮০ সেমি এবং তা অন্তত ৫ সেমি ফোলাতে হবে। উত্তর–পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে উচ্চতা এবং বুকের ছাতির মাপে ছাড় পাওয়া যাবে। দৃষ্টিশক্তি থাকতে হবে ৬/৬ এবং ৬/৯। ওজন : উচ্চতা এবং বয়সের সামঞ্জস্য অনুযায়ী ওজন হতে হবে। ভাঙা হাঁটু, চ্যাটালো পায়ের পাতা, শিরা স্ফীতি এবং ট্যারা চাউনি প্রভৃতি কোনো শারীরিক প্রতিবন্ধকতা তাকলে আবেদন করবেন না।

প্রার্থী বাছাই : প্রার্থী বাছাই করা হবে উচ্চতা নির্ণয়, দৌড়, শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা, পরিচিতপত্র যাচাই, নথিপত্র যাচাই, লিখিত পরীক্ষা, মেধাতালিকা, চূড়ান্ত বাছাই ও ডাক্তারি পরীক্ষার মাধ্যমে। শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষায় ২৪ মিনিটে ৫ কিলোমিটার দৌড়াতে হবে। লিখিত পরীক্ষা হবে ১০০ নম্বরের। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সময় ১২০ মিনিট। ইন্টারভিউয়ের সময় সমস্ত নথিপত্র যাচাই করা হবে।

ফি : আবেদন ফি ৫০ টাকা। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান–নিকোবর ও উত্তর–পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে Asstt. Comdt (DDO), CISF, NEZ, Kolkata–র অনুকূলে, প্রদেয় হবে জিপিও, পাটনাতে। তপশিলি জাতি, তপশিলি উপজাতি এবং প্রাক্তন সেনাকর্মীদের কোনও ফি লাগবে না।

আবেদন পদ্ধতি : আবেদন করতে হবে নির্ধারিত বয়ানে। বয়ান পাবেন ওয়েবসাইটে www.cisf.gov.in। নিজের হাতে সঠিক ভাবে পূরণ করা ফর্ম খামে ভরে পাঠাবেন নিচের ঠিকানায়। ফর্মের নির্দিষ্ট জায়গায় সম্প্রতিকালের তোলা একটি স্বপ্রত্যায়িত পাসপোর্ট মাপের ছবি সাঁটিয়ে দেবেন। অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গাতেও অনুরূপ একটি ছবি সাঁটাবেন। স্বপ্রত্যায়িত অনুরূপ আরও দুটি ছবি ফর্মের সঙ্গে ক্লিপ দিয়ে আটকে দেবেন। সঙ্গে দেবেন নিজের ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে২২ টাকা করে ডাক টিকিট সাঁটানো ৮×১৯ মাপের দুটি খাম।

তাছাড়া দিতে হবে অ্যাপেন্ডিক্স–বিতে দেওয়া বয়ানে পূরণ করা প্রশ্নপত্র। কোনও প্রমাণপত্রের কপি এখন দিতে পারে না। খামের উপরে লিখবেন "APPLICATION FOR THE POST OF CONSTABLE/FIRE-2014"। ফর্ম পৌঁছতে হবে ১৯.০১.২০১৫ তারিখের মধ্যে। উত্তরপূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ২৭.০১.২০১৫–র মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, আন্দামান–নিকোবর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা : DIG, CISF (North East Zone), Premises No. 553, East. Kolkata-Township Kasba, Kolkata, West Bengal 700 107. বিহার, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা রাজ্যের প্রার্থীদের আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা : DIG, CISF (East Zone), Patliputra Near Raj Chikitsa, Boring Road, Patna, Bihar – 800013. বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি সহ এ ব্যাপারে যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাবে http://www.cisf.gov.in এই ওয়েবসাইটে।

গঙ্গাসাগর ২০১৫

হ্যামলিন নয়, কাঁথির পঞ্চানন বাঁশিওয়ালার সুরে মাতল সাগর

মেহবুব গাজি

গঙ্গাসাগর: হ্যামলিনের কথা কখনও শোনেন নি তিনি। শোনার কথাও নয় কাঁথির অযোধ্যাপুরের বাঁশিওয়ালা পঞ্চানন সাঁতরার। কারণ গরীব বাবা পরেশ সাঁতরা তাঁকে স্কুলের চৌকাঠ পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারেন নি। তবে স্কুলের পাঠ না হলেও বাবার কাছে বাঁশি বাজানো শিখেছিলেন পঞ্চানন। বছর ছাপান্নর ধ্যান–জ্ঞান বাঁশি। পঞ্চাননের ভাষায় 'সানাইয়ের বাঁশি'। মঙ্গলবার সকাল সকাল মেলার তিন নম্বর রাস্তার তটে বাঁশির আওয়াজ শুনে থমকে যেতে হল। হরেক কিশিমের এই মেলায় বাঁশির ধুনে সানাইয়ের আওয়াজে খটকা লাগল। পঞ্চাননের পরণে রঙচটা ফুল হাতা শোয়েটার। মাথায় লাল রঙের পাগড়ি। কপালে লাল রঙের লম্বা তিলক। গলায় প্লাস্টিকের তৈরি মাথার খুলির আদলে তৈরি মালা। পিচুটিভরা চোখ দুটো বেশ ঝিমু ঝিমু। বোঝাই যাচ্ছে রাতের গঞ্জিকা সেবনের হ্যাং ওভার তখনও কাটেনি। তবে গোঁফটা বেশ পরিপাটি। পঞ্চাননের সামনে সাদা বালি মাখামাখি কাপড় বেছানো। তার ওপর একটা স্টিলের থালা। তাতে পুণ্যার্থীরা চাল, ডাল, আধুলি ছুঁড়ে দিচ্ছেন। তবে তাতে খুব একটা ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। সামনে পড়ে আছে একটি ফুট তিনেকের ঘটি বাঁশের লাঠি। ডান দিকে দু'টি কঙ্কালের মাথার খুলি। খুলি দুটিতে সিঁদুর লেপা। বোঝাই যাচ্ছে মানুষের কঙ্কাল নয়। পঞ্চানন নিজেই জানালেন দুটিই বাঁদরের কঙ্কাল। তাঁর কথায় কঙ্কাল দুটি রাজা–রানি। হনুমানকে দেবতা মেনে এই পুজো করেন তিনি। আসলে পেটের দায়ে কিছু জড়ি–বুটি বেচেন গ্রামে। তাই মেলায় নিয়ে এসেচেন। কিন্তু সানাইয়ের বাঁশির সঙ্গে বিরোধ হয়না? এবার সামনের বালিতে বসিয়ে দিয়ে গড় গড় করে বলতে শুরু করলেন পঞ্চানন। সাঁতরা পরিবারের তিন পুরুষ ধরে বাঁশি বাজানোর রেওয়াজ। পঞ্চাননের ঠাকুরদা ঝাড়েশ্বর বাঁশি বাজিয়ে উপার্জনের চেষ্টাও করেছেন যৌবনে। পরে স্ত্রী মারা গেলেন। চলে গেলেন বাবা–মাও। পঞ্চাননের চার ছেলে। নিজে স্কুলে না গেলেও ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়েছেন। দুই ছেলে উচ্চমাধ্যমিক পর্যত পড়াশুনোও করেছেন। তবে তাঁরা বাবাকে দেখেন না। সবাই আলাদা করে সংসার পেতেছেন। পঞ্চানন অনেক চেষ্টা করেও কোন ছেলেকে বাঁশি বাজানো শেখাতে পারেন নি। সেই থেকে বাঁশিকে আরও আকড়ে ধরেছেন পঞ্চানন। কাঁথি এলাকায় পঞ্চাননের বাঁশিওয়ালা পঞ্চাননের খুব কদর। বিয়ে বাড়ি, পুজোবাড়ি থেকে মহরমের বাজনার সঙ্গে তাঁর ডাক পড়ে বাঁশি বাজানোর জন্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য বাঁশি বাজানোর ধরণও আলাদা। বাঁশি বাজালে দিন প্রতি আড়াইশো থেকে তিনশ টাকা উপার্জন হয়। কিন্তু উপার্জিত টাকা রাখতে পারেন না। তাই বাঁশি বেশ হাসি হাসি মুখে জানালেন, সঙ্গীরা ধরে নেশার জন্য বেশিরভাগ টাকাটা নিয়ে নেয়। কিছু বলি না। সবাই একসঙ্গে বাজাই তো' গত শুক্রবার কাঁথর রসুলপুরের ঘাট থেকে লঞ্চে চেপে প্রথমবার মেলায় এসেছেন। স্থানীয় তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান স্নেহাশিস পাহাড়ি তাঁকে মেলায় আসার জন্য কিছু টাকাও দিয়েছিলেন। পঞ্চাননের সঙ্গে এসেছেন গ্রামে এক প্রতিবন্ধী। তাঁকে আর নিজের খাওয়াদাওয়ার পেছনে প্রধানের দেওয়া কয়েকশো টাকা খরচ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে সাগরতটে উপার্জনের জন্য বাঁশি নিয়ে বসে যেতে হয়েছে পঞ্চাননকে। তাঁর কথায়, 'বিশ্বাস করুন, কোনওদিন এভাবে বসে ভিক্ষে করিনি। কিন্তু যে টুকু টাকা ছিল সব খরচ হয়ে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে বসে পড়লাম।' কথাগুলো বলে অন্তত বার চারের পঞ্চানন বলতে থাকেন, 'বিশ্বাস করুন'। আসলে বাঁশি বাজিয়ে যে পঞ্চানন ভিক্ষে করেন না তা খুব জোর দিয়ে বলতে চাইলেন। এই প্রথমবার মেলায় এসেছেন তিনি। কিন্তু কেন? পঞ্চানন জানায়, 'আমার অনেকদিন ধরে আসার ইচ্ছে ছিল কপিলমুনির কাছে। মকর সংক্রন্তির দিন স্নান করে মা গঙ্গার কাছে একটা প্রার্থনা করব। পরের জন্মে আবার বাঁশিওয়ালার ঘরে জন্মগ্রহণ করব বলে।' বলেই গলার শির ফুলিয়ে পঞ্চানন বাঁশি বাজাতে লাগলেন। চোখ দিয়ে ঝরছে জল। বাঁশির আওয়াজ শুনে ভিড়ও বাড়ছে। হ্যামলিনের কথা না শোনা পঞ্চানন তখন যেন সত্যি হ্যামলিনের সেই বাঁশিওয়ালা।

এই বংশী বাদনেই হার মানে হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালাও। *ছবি : অরিজিৎ নাইয়া*

মেলায় লোক বাড়লেও অন্য বছরের তুলনায় অপরাধ অনেক বেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারানসী থেকে একদল তীর্থযাত্রী এসেছিল গঙ্গাসাগর কপিল মুনির আশ্রমে পূজো দিতে, পুজো দেবার আগে তার পকেট ফাঁকা হয়ে যায়। সমস্ত কিছু ছিনতাই হয়ে যায়। অবশেষে কপিল মন্দিরে পুজো না দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হয় ওই মহিলাকে। এবার গঙ্গাসাগর মেলায় অন্য বছরের তুলনায় ভিড় অনেক বেশি। প্রশাসনের মতে এবার তীর্থযাত্রী এসেছে ৮ লাখ এর মতো। এখনো তীর্থযাত্রী আসছে, বৃহস্পতিবার ৪টে পর্যন্ত চলবে পুণ্যস্নান। কিন্তু তীর্থযাত্রীদের অভিযোগ পূজো দিতে গিয়ে তাদের নানা রকম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিভিন্ন পয়েন্ট এ পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী আটকে দিচ্ছে। ফলে কপিল মুনির মন্দিরে পৌঁছাতে অনেক দেরি হচ্ছে। এই ব্যাপারে তীর্থযাত্রীদের মনে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে, যত রাত হচ্ছে তীর্থযাত্রীদের ভিড় একটু একটু বেড়েই চলেছে। অনেকে মেলায় অস্থায়ী যাত্রী নিবাস এর খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরছে। রাজ্যের দুই মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও ফিরহাদ হাকিম মেলা পরিদর্শনে এসেছিলেন। অন্য দিকে সাধুদের মধ্যে দলতন্ত্র দেখা দিচ্ছে। সাধুদের অস্থায়ী আখড়ায় বিজেপি তৃণমূলের পতাকা দেখা দিয়েছে। বারানসী থেকে অনেকে বলছে আমরা এসেছি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের হয়ে। মেলার মধ্যে সাধুদের দলতন্ত্র প্রকট হয়ে উঠেছে। অনেক আখড়ায় মোদিজির ফোটো দেখা যাচ্ছে। অন্যদিকে হেলিকপ্টার দেখার জন্য ৫ নং রাস্তায় অনেক তীর্থযাত্রীদের ভিড় জমেছে। এ বছরই প্রথম সাগর মেলায় হেলিকপ্টার সার্ভিস চালু হয়েছে। যাত্রী নিবাস না থাকার জন্য অনেকে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিয়েছে। মেলায় বিভিন্ন অপরাধের জন্য ৪০ জন পকেটমার ছিনতাইবাজকে আটক করেছে পুলিশ। এর পাশাপাশি হোভারক্র্যাফ্ট দেখার জন্য ভিড় জমিয়েছিলেন অনেকেই। হরিয়ানা থেকে আসা মনোজ ত্রিপাঠি বললেন এই রকম অভিনব জিনিস তারা প্রথম বার দেখছেন। অনেক ফটোও তুলছিলেন।

গঙ্গাসাগর মেলায় ইসকন মায়াপুরের সেবা

সুদীপ কুমার দাস

''পৃথিবীর ২০টি দেশ থেকে প্রায় ১০০ জন বিদেশি ভক্ত স্বেচ্ছায় গঙ্গাসাগর মেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন এবং আমি নিজে খুব আনন্দিত যে তীর্থ যাত্রীদের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি বলে জানালেন রমেশ মহারাজ ইসকন, শ্রীমায়াপুর, নদিয়া। মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে ১২ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলায় ইসকনের শ্রীধাম মায়াপুর দ্বারা তীর্থযাত্রীদের জন্য প্রসাদ বিতরণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা শিবির বস্ত্র বিতরণ ও গীতা দান করা হয়। বিশ্বশান্তি ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব বোধ জাগরণের উদ্যেশ্যে আন্তর্জাতিক ভক্তবৃন্দ ও গুরুকুল ছাত্রবৃন্দ নিয়ে মেলাপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় হরিনাম সংকীর্তন, ভগবৎ কথা ও ধর্মমূলক সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ক্যামেরার লেন্সে

ভগবানের শ্রীচরণতলে আহুতি প্রদান এক ভক্তের

ঝঞ্ঝা হোক আর মেলাপার্বণ সবেতেই প্রসারিত ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাহায্যের হাত

নাগাবাবা স্মরণে ভক্তদের ভক্তিপ্লাবনে মাতোয়ারা একটি মুহূর্ত

গঙ্গাস্নানের পুণ্য অর্জনে সদা তৎপর সতীস্বাধ্বীরা

সাধুভাণ্ডারা

সনাতন ব্রহ্মচর্য্য সেবাশ্রম সংঘ গঙ্গাসাগর শাখার সাধুভাণ্ডারা

সাধুভাণ্ডারার আয়োজন করে শ্রীগুরু সংঘের ভক্তরা

সম্প্রীতির রঙে রং বেরঙের সাগরসঙ্গম

মেহবুব গাজি

গঙ্গাসাগর : সাগরতটের ২ থেকে ৩ নং রাস্তা বরাবর সারি দিয়ে বসে ভিক্ষুকের দল। সাগর স্নানের পর পুণ্যার্থীদের দেওয়া চাল, পয়সা, বস্ত্র কিংবা নানাবিধ উপকরণের আশায় হাজির ওঁরা। ওদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মুসলমান ধর্মের প্রৌঢ়, প্রৌঢ়াকে খুঁজে পাওয়া গেল। যেমন বছর পঞ্চান্নর শেখ সিরাজ। সাগর বিধানসভা এলাকার মৌসুনির বাসিন্দা সিরাজ। গতকাল রাতে গ্রামের জন চল্লিশের সঙ্গে চলে এসেছেন। যাদের বেশিরভাগ সিরাজের ধর্মের মানুষ। মকর সংক্রান্তির ভোর থেকে ৩ নং রাস্তার তটের পাশে বসে পড়েছেন। তাঁর সামনে মেলা থেকে কিনে নেওয়া একটি গঙ্গাঠাকুরের ফটোফ্রেম।

সাধু, সন্ন্যাসীদের ভিড়ে দিব্যি মানিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। প্রতিবেদকের কাছে কোনও লুকোছাপা করলেন না তিনি।' পেট বড় বালাই। পেটের কোন ধর্ম হয়না। তাই দল বেঁধে চলে এসেছি। আর মেলাতো মিলনস্থল। ধর্মের গণ্ডিতে কি তা বাঁধা যায়। সারাবছর গ্রামে জনমজুরের কাজ করা সিরাজের গলায় প্রত্যয়ের সঙ্গে উচ্চারিত হল। প্রতিবছর মেলায় চলে আসেন দল বেঁধে। এবার দুদিন আগে পৌঁছেছেন। সিরাজের থেকে কিছুটা দূরে বসে বছর সত্তরের রুমেশন বেওয়া। সঙ্গে বছর কুড়ির বোবা, কালা নাতনি। মেলার ঠিক পাশে তপোবন গ্রাম থেকে ওঁরা এসেছেন।

তবে তাঁরা কেবলমাত্র দু'দিনের জন্য ভিক্ষে করেন না। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে সাগরতটে বসেন। রুমেশান কিছু বলার আগে পাশে বসা প্রতিবেশি প্রৌঢ়া কমলা করণ খেই ধরে বলেন, 'জানি ওঁরা মুসলমান। কিন্তু গ্রামে আমরা পাশাপাশি থাকি। তাই আমিই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি। বাড়িতে অভাব। সারাবছর যা পায় তাতে ওঁদের ঠাকুমা–নাতনির চলে যায়।' সংক্রান্তির পুণ্যক্ষণে লাখ লাখ পুণ্যার্থী সাগর স্নান করছেন। সাগরে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আধুলি, শাড়ি, ফল। আর সাগরে ফেলামাত্র তা তুলে নিচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দা। এই দলে ছেলে–ছোকরা থেকে গৃহবধূকে পাওয়া গেল।

সেখানে মনসাবাজারের তিন বধূকে পাওয়া গেল চুম্বকের তৈরি চাকতি নিয়ে জলের মধ্যে চক্কর দিতে। আর সেই চুম্বক মালায় উঠে আসছে আধুলি, সিকি। তিন বধূ হলেন জাহানারা, রোশনারা ও ফতেমা। এরকম অসংখ্য বধূ এই কাজ করে চলেছেন। মেলার অন্যতম আকর্ষণ নাগা সাধুদের দল। কপিলমুনি মন্দিরের পাশে ওদের আস্তানা। দীপাবলির পর থেকে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে চলে আসেন নাগা সাধুদের দল। প্রতিবছর হোগলা, মাটি ও খড় দিয়ে তৈরি করা হয় ওঁদের আস্তানা। দীর্ঘ বছর ধরে এই হোগলার ঘর বানিয়ে আসছেন সাগরের বাসিন্দা দানিশ শেখ।

নব্বই বছরের দানিশ অসুস্থ থাকায় এবার মেলায় আসতে পারেন নি। কিন্তু দানিশ না পারলেও তাঁর ছেলে নাতিরা বানিয়ে দিয়েছেন নাগা সাধুদের ডেরা। কোন ছেদ পড়েনি। হরিদ্বার থেকে আসা নাগা পুরুষোত্তম গিরি বলেন, 'আরে দানিশ ছাড়া আমাদের ছাউনি হয় না। ওঁর ফোন নম্বর আছে আমাদের সবার কাছে। বয়স হওয়ায় এবার অসুস্থ। কিন্তু ওঁর ছেলে, নাতিরা এসে বানিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। আর এ মেলায় ধর্মের কোন ভাগাভাগি নেই। সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।' পুরুষোত্তম গিরির কথা শোনার পর সেখ সিরাজের একটা কথা আবার কানে বাজল।' জানেন আজ ফতেয়াদোহাজ।

ছবিগুলি তুলেছেন প্রিয়ম গুহ ও মেহবুব গাজি

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৪৯ বর্ষ, ১৩ সংখ্যা, ১৭ জানুয়ারি – ২৩ জানুয়ারি, ২০১৫

নেতাজি সম্পর্কে অস্বচ্ছতা রেখে 'স্বচ্ছ ভারত' কি সম্ভব?

সম্প্রতি কলকাতায় এসে বিজেপি নেতা সুব্রমনিয়ম স্বামী কোনও তথ্য প্রমাণ ছাড়াই জানিয়েছেন সোভিয়েত রাশিয়ার জোসেফ স্ট্যালিন নেতাজিকে ফাঁসি অথবা গ্যাস চেম্বারে হত্যা করেছেন ১৯৫৩ সালে। রাজনীতিকদের ভোল বদলানো, রঙ বদলানো এবং মত বদলানো নতুন নয়। প্রবীণ এই বিজেপি নেতা জানেন নেতাজিকে নিয়ে এদেশের শাসকদের কেলেঙ্কারির ধারাবাহিকতা অব্যাহত। মোদি–রাজনাথ সিং পূর্বসুরী সদ্য ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর মতো পাল্টি খেয়ে এখন ক্ষমতায় এসে নেতাজি সংক্রান্ত সমস্ত নথি প্রকাশে আর আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। নেহেরু গান্ধি পরিবারের কাছে যা একান্ত বাধ্যবাধকতা ছিল আজ প্যাটেলপন্থী দলের শীর্ষনেতাদেরও সেই অঙ্গীকার মান্য করার দায় বর্তেছে।

একদা প্রয়াত বিজেপি নেতা তপন শিকদার কংগ্রেসের নেতাজি নীতির বিরুদ্ধে পথে নেমেছিলেন। আজ রাজ্য বিজেপির তাত্ত্বিক নেতারা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। কমিউনিস্ট বিরোধী জিগির তুলতে ও স্ট্যালিনকে কাঠগড়ায় তুলতে রুশ দেশে নেতাজি হত্যার গল্প ফেরি করতে আগামী দিনে আরও কিছু বঙ্গজ রাজনীতিককে ময়দানে দেখা যেতে পারে। বাংলার কংগ্রেস নেতারা দিল্লির নেতৃত্বকে অনুসরণ করে চলেছে, বাংলার দাবি তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। পারিবারিক প্রথায় আস্থাশীল কংগ্রেস এর পক্ষে সম্ভব নয় ব্যতিক্রমী পথে হাঁটা। বামপন্থীরা নেতাজির ব্যাপারে খুব সোচ্চার না হলেও তাদের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে। তৃণমূলের সাংসদ সুখেন্দু শেখর রায় ও মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় নেতাজি ফাইল প্রকাশের দাবি জানালেও দলীয়স্তরে সার্বিকভাবে বাংলার এই দাবিকে তুলে ধরা বা লোকসভায় ঐক্যমত গড়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। তৃণমূলের সাংসদ ও ভোটের সময় নেতাজির বংশপরিচয় দিয়ে দেওয়াল লিখন করা সুগত বসু নেতাজির তথাকথিত ছাইভস্ম ভারতে নিয়ে আসার জন্য নানা সময়ে নানা পন্থা অবলম্বন করে থাকেন তাঁর পক্ষে নেতাজি ফাইল প্রকাশের সততা প্রকাশ অসম্ভব।

যেখানে নানা নির্ভরযোগ্য সূত্রে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সোভিয়েত দেশ থেকে নেতাজি উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে অতিগোপনে দীর্ঘদিন অবস্থান করেছিলেন। প্রকৃত রক্তের টান থাকলে বোসবাড়ির তরফে অন্তত এই বিষয়ে দাবি উঠত। দলগঠন কিংবা পদ দখলের মোহে নেতাজিকে নিয়ে রাজনীতি কিংবা ব্যবসা চলতে পারে কিন্তু ভারতের শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিকের প্রতি উপেক্ষার মাশুল আগামীদিনে নিশ্চয় দিতে হবে। ইতিহাসের বিচারে সেদিন আজকের অকৃতজ্ঞদের বিশ্বাসঘাতক হয়ে চিহ্নিত হতে হবে। দিনের পর দিন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সহায়তায় শাসকরা তাঁদের মর্জিমাফিক ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। নানা প্রকল্প, নানা পরিকল্পনা সর্বত্রই দু'একজন ব্যক্তির নামের ছড়াছড়ি। বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সর্বত্যাগী বিপ্লবীদের 'সন্ত্রাসবাদী' তকমা দিয়ে ইতিহাসের বইতে চির দিনের জন্য অপমানের ছাপ দেওয়ার অপচেষ্টা দিনের পর দিন চলেছে। নেতাজির প্রতি এবং দেশের মুক্তি সংগ্রামীদের প্রতি শাসককূলের উপেক্ষা করে কোনওদিন স্বচ্ছভারতের স্বপ্ন প্রকৃত অর্থে সফল হতে পারে না।

অমৃত কথা

৪২৫ তিনি ছুঁচের ছিদ্র দিয়ে হাতি চালান। (অর্থাৎ ভগবান মনে করলে সব করতে পারেন।)

৪২৬ কোনও লোক এক সাধুর কাছে গিয়ে অতি দীনভাবে বললে, 'আমি অতি অধম, আমি আপনাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করি।' সাধু বললেন, 'আচ্ছা তোমার চেয়ে যা খারাপ তাই নিয়ে এসো।' লোকটি দেখলো আমার চেয়ে আর কিছুই খারাপ নেই কেবল এক গু আছে। সে সেই গু আনতে গিয়েছে ওমনি গু তাকে বললে, 'আমাকে ছুঁও না, আমি দেবতাদের ভোগ্য বস্তু সন্দেশ প্রভৃতি জিনিস ছিলুম, তোমায় একবার ছুঁয়ে আমার এমনি অবস্থা হয়েছে যে, আমার কাছে লোক এলেই নাকে কাপড় দিয়ে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়, আবার তুমি আমায় ছুঁতে এসেছো? আবার যদি ছোঁও, না জানি আমি আবার কি হবো। আমাকে ছুঁও না।' লোকটি এই কথায় গুয়ের অধম ও দীনের দীন হয়ে গেলো। (ঠিক দীনভাব)

৪২৭ ঈশ্বরকে কি করে পাওয়া যায়? তীব্র বৈরাগ্য হলে তাঁকে পাওয়া যায়; প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেমন করে ভগবানকে পাবো?' গুরু বললেন, 'আমার সঙ্গে এসো এই বলে একটা পুকুরে নিয়ে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধরলেন, খানিকক্ষণ পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে বললেন, 'তোমার জলের ভেতর কি রকম হচ্ছিল?' শিষ্য বললে, 'আমার প্রাণ আঁকপাঁক করছিল, যেন প্রাণ যায় যায়।' গুরু বললেন দ্যাখ, ওইরূপ ভগবানের জন্য প্রাণ যখন আঁকপাঁক করবে, তখন তাঁকে লাভ করবি।

৪২৮ একটুও কামনা থাকলে তাঁকে পাওয়া যায় না, যেমন ছুঁচের ভেতর সূতো দেওয়া একটু রোঁ থাকলে হয় না।

৪২৯ সরল হলে ঈশ্বরকে সহজে পাওয়া যায়, সরল হলে উপদেশে শীঘ্র কাজ হয়; যেমন পাটকরা জমিতে কাঁকর থাকে না, বীজ পড়লেই গাছ হয় ও শীঘ্র ফল হয়।

৪৩০ তাঁকে লাভ করতে হলে ব্যাকুলতার সঙ্গে কাঁদা আর বিবেক বৈরাগ্য এলে যদি সর্বস্ব ত্যাগ করতে পারো তা হলে তাঁর সাক্ষাৎকার হবেই হবে।

৪৩১ ভগবান দর্শন করলে দেহাত্মা বুদ্ধি আর থাকে না। যেমন নারকেলের জল শুকিয়ে গেলে শাঁস আর খোল আলাদা হয়ে যায়, তেমনি বিষয়বুদ্ধি শুকিয়ে গেলে আত্মজ্ঞান হয়, তখন আত্মা ও দেহ আলাদা বোধ হয়। আত্মাটা তখন যেন দেহের ভেতর নড় নড় করে।

ফেসবুক বার্তা

পৌষ সংক্রান্তির শুভেচ্ছা

পিঠে-পুলি খেয়েছেন তো!!

শীতের আমেজের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শুরু হয়েছে পৌষপার্বণ উৎসব। বিভিন্ন দ্রব্যের তৈরি পিঠে–পুলি আবার এর বিশেষ আকর্ষণ।

অপরাধের আস্তাবলে বিপন্ন গণতন্ত্র

পর্ব ৭

সুস্বাগত বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশিষ্ট নোবেল জয়ী আইরিশ সাহিত্যিক জর্জ বার্নাড শ লিখেছিলেন রাজনীতি হল শয়তানের শেষ আশ্রয়স্থল। Politics is the last resort of the scoundrel. রাজনীতির সাথে কোনও নীতি বা মতাদর্শের সম্পর্ক যে নেই সেকথা জীবনের শেষ প্রান্তে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে কারাগারে বন্দী থাকার সময় একদা ফরাসী সাম্রাজ্যের সামান্য কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা অধিপতি নেপোলিয়ান বোনাপার্ট উপলব্ধি করে বলেছিলেন, রাজনীতি কোনও নীতির ধার ধারে না। নেপোলিয়ান রাজনীতি সম্পর্কে কেন এই রূঢ় বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন জানি না। তবে স্বাধীন ভারতে রাজনীতির ক্ষয়িষ্ণু চরিত্র আলোচনা করলে সহজে বোঝা যায় জাতীয়তাবাদী দক্ষিণপন্থী বামপন্থী আঞ্চলিকতাবাদী দলগুলি মতাদর্শের ঝুলি নিয়ে ভোট ভিক্ষা করে তা শুধুমাত্র ক্ষমতার মধুভান্ডে পৌঁছনোর জন্য। বিবেকানন্দ মার্কসবাদ–গান্ধিবাদ সুভাষবাদ–ক্ষমতা হাতের মুঠোয় এসে গেলে সব বাদ। একটাই মতবাদ লুঠে যাও, পকেট ভরো দেশনায়কের জন্মদিনে শুধু মালা পরানো। রাজ শাসন শোষণ মুক্ত করার যন্ত্রণা তোমরা তো ভোগ করছো। গণতন্ত্রের শাসনে–শোষণে আমাদের ভোগ বিলাস করতে দাও। তোমরা ছবি মূর্তি হয়ে দেখো। রাগ করো না আমাদের ভ্রষ্টাচারে।

গত কয়েক সংখ্যা ধরে তুলো ধরেছিলাম দেশের অর্থ লুণ্ঠনের ইতিকথা। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিলের ধারা চিহ্নিত ক্ষমতা হস্তান্তরকরণের উত্তরকালে বর্বর ভারত লুঠেরা। বামপন্থী যুবক কবি ব্ল্যাকমার্কেটের দেশের করুণ দশা আন্দাজ করেই বোধ হয় লিখেছিলেন 'স্বদেশ তুমি লুঠ হয়ে যাও প্রতিদিন প্রতি রাতে'। শ্বেত শুভ্র পোষাকে আচ্ছাদিত লুঠেরা শুধু লুঠ করে নি স্বদেশ, ক্ষমতার লালসায় মানুষ খুন–ধর্ষণ করে আহ্লাদিত হয়েছে। তাদের তো শাস্তির ভয় নেই। জেলখানা তাদের তো স্বর্গ। উপরি দিলে ভালো খাবার বিছানা মদ হুইস্কি এমনকি শরীরের বিলাস মর্দন সম্ভব। আইন তো তাদের রক্ষাকারী। আর বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। স্থানীয় আদালত থেকে সর্বোচ্চ আদালত বা সুপ্রিম কোর্টে মামলা দীর্ঘকালীন প্রক্রিয়া। বিচার শেষ হতে হতে চিত্রগুপ্তের খাতায় বিচারের নাম উঠে যাবে। খুন দাঙ্গায় যে নিরীহ মানুষ মরল তার অতৃপ্ত আত্মা অথবা পরিবারের স্বজনরা শুধু যন্ত্রণাই পাবে।

এদেশে গণতন্ত্রের নামে অপরাধকরণ চলছে। ৮০ দশক থেকে দেশের রাজনীতিতে অপরাধকরণ বা প্রবণতা যেভাবে বেড়ে চলেছে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সৎ আমলা মন্ত্রী প্রশাসক এমনকি বিচারপতিরা পর্যন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রাজনৈতিক অপরাধীকরণ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রাস করেছে। রাজনীতিক অপরাধিকরণ দেশের সংসদীয় গণতন্ত্রকে গ্রাস করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতিতে অপরাধীর প্রবেশের কথা প্রথম স্বীকার করে ১৯৯২ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সম্মেলনে। Ad–ministration of Criminal Justice in India' শীর্ষক আলোচনায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক উদ্বেগ প্রকাশ করে যে, অপরাধপ্রবণ রাজনীতিকরণের ফলে পুলিশ প্রশাসন জেল ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা কমেছে। রাজনীতিবিদ আমলা জেল বিচারপতিদের দায়ী করা হয়। রাজনৈতিক অপরাধকরণের অনুসন্ধানের জন্য এক কমিটি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব এন এন ভোরার নেতৃত্বে গড়ে তোলা হয়। ১৯৯৩ সালে ৩রা অক্টোবর এই কমিটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অপরাধ প্রবণতা সংক্রান্ত যে রিপোর্ট পেশ তাতে উল্লেখ করে সারা দেশের দাগী অপরাধীদের সাথে আমলা পুলিশ প্রশাসনের এক গোপন আঁতাত গড়ে উঠেছে। বিপুল অর্থের দ্বারা দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করছে। বিহার উত্তরপ্রদেশ–হরিয়ানা সহ দেশের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের রাজ্যগুলিতে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দাগী অপরাধী মাফিয়ারা নিরাপত্তা আশ্রয়ে থাকে। অপরাধীদের নিজস্ব সিন্ডিকেট আছে। এই সিন্ডিকেট থেকে নেতাদের প্রয়োজনে অর্থ পৌঁছে যায়। এমনকি বিচারপতিরাও মাফিয়াদের আর্থিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকেনি। অপরাধীরা সমান্তরাল প্রশাসন গড়ে তুলেছে। কংগ্রেস দলের একাধিপত্যের অবসান আঞ্চলিক দলের উত্তাল জোট রাজনীতি এবং আয়ারাম গয়ারাম রাজনীতির খেলা ম্যায় দল পাল্টানো ভারতীয় রাজনীতিতে দাগী অপরাধী জেল ফেরত আসামীদের রাজনীতিবিদ হয়ে উঠতে সুযোগ করে দিয়েছে। কংগ্রেস দলের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় বিধায়ক নির্বাচনে জেতার জন্য গুণ্ডা রাখত। ৫০–৬০–৭০ এর দশকে বিধান রায় প্রতাপ চন্দ্র চন্দ, বিজয় সিং নাহার, প্রফুল্ল সেন, সিদ্ধার্থ রায়রা নির্বাচন জেতার জন্য গুণ্ডাদের কাজে লাগত। কিন্তু তারা কখনোই প্রকাশ্য রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় নি। ৮০র দশকে গুন্ডা রাজনীতির পথ দেখাল বিহার। ৯০–এর দশক থেকে ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যে দাগী অপরাধী বিধায়ক সংসদ সদস্য নির্বাচিত হতে শুরু করল। ১৯৯৬ সালে তৎকালীন নির্বাচন কমিশন জিবিজি কৃষ্ণমূর্তি দেশের সাধারণ নির্বাচনে পরিসংখ্যান দিয়ে দেখালেন যে, ১,৩৭–৭৫২ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের মধ্যে ১৫০০ জন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ধর্ষণ খুন ডাকাতির অপরাধে অভিযুক্ত। কৃষ্ণমূর্তি আরও উল্লেখ করলেন যে, লোকসভার ৫৪৩ জন সদস্যের মধ্যে ৪০ জন সদস্য খুন ধর্ষণ ডাকাতি রাহাজানির মতন অপরাধে চার্জশিট প্রাপ্ত অপরাধী। এই সময় দেশের ২৫টি রাজ্যের ৪৭২২ জন বিধায়কের মধ্যে ৭০০ জনের বিরুদ্ধে একই ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত। ১৯৯৮ এবং ১৯৯৯ উপনির্বাচনে লোকসভায় ১৫% আসন দাগী অপরাধীদের জন্য একপ্রকার সংরক্ষিত থাকে। বিজেপি, কংগ্রেস, রাষ্ট্রীয় জনতা দল, সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টি, ডি এম কে, এডিএমকে এমনকি সিপিআইয়ের মতো বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী দল থেকেও ফৌজদারি অপরাধী প্রার্থী নির্বাচিত হয়।

স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে লোকসভায় নির্বাচনী সংস্কার কমিশন গড়ে তোলা হবে। যদিও এই সংস্কার রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয় নি। ২০০২ সালে অ্যাসোসিয়েশন কর ডেমোক্রেটিক রাইটস্ বনাম ভারত সরকার মামলায় সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন সংস্কার সংক্রান্ত রায় দানে সংবিধানের ১৯ (ক) ধারা অনুযায়ী মত প্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিটি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রার্থীর আয় সম্পত্তি দুর্নীতি অপরাধ সংক্রান্ত মামলা শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ নির্বাচন কমিশনকে দেয়। নির্বাচনী প্রার্থী এই সব তথ্য পেশ করতে অস্বীকার করলে তাঁর মনোনয়ন পত্র বাতিল করার নির্দেশ দেয়। তৎকালীন নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ রূপায়নে উদ্যোগ নিলে ভারত সরকারের আইন মন্ত্রক সর্বদলীয় বৈঠক ডেকে সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশ অনভিপ্রেত বলে উল্লেখ করা হয়। প্রতিটি দল 'ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে' এই অভিমত ব্যক্ত করে যে সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ব্যাখ্যা কর্তা। সংবিধান সংশোধনের এক্তিয়ার একমাত্র সংসদের আছে। যার ফলে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ কার্যত বাতিল হয়। তবে পরবর্তীকালে নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের তথ্যপঞ্জী লিপিবদ্ধ করাটা বিধিসম্মত করে নেয়।

ভারতের প্রতিটি রাজনৈতিক দল কখনোই চায়না সুষ্ঠু নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্বার্থে দুর্নীতি মুক্ত নিষ্কলুষ রাজনীতিবিদরা নির্বাচনে দিতে মন্ত্রী বা আইনসভার সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হোক। বিপুল অর্থের লুঠের খেলায় অপরাধী প্রার্থীরা নির্বাচিত না হলে তাদের স্বার্থ যেমন রক্ষিত হবে না তেমন জনগণ স্বার্থে আইন প্রণয়নের নামে অপরাধীদের স্বার্থকে রক্ষা করা যাবে না। ২০০৪ সালে দেশের সাধারণ নির্বাচনে চার্জশিট প্রাপ্ত অপরাধীর সংখ্যা যেখানে ছিল ৫৫ জন ২০০৯ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৭২ জন। সবচেয়ে বেশি দাগি অপরাধী ২০০৯ সালে বিজেপি থেকে নির্বাচিত হয়। ১৭ জন বিজেপির সাংসদ সদস্য ছিল দাগি অপরাধি।

কংগ্রেসের ১২ জন, সমাজবাদী পার্টির ৭ জন শিবসেনার ৩ জন। উত্তরপ্রদেশ থেকে ২২ জন, ২৩ জন বিহার অন্ধ্রপ্রদেশ বিহার গুজরাট রাজ্যের দাগী অপরাধী। ২০০৯ সালে দাগি অপরাধীদের সংখ্যা ছিল ১৫%, ২০১৪ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২১%। বর্তমানে ৭৬ জন দাগি অপরাধী লোকসভার প্রতিনিধিত্ব করছে। সারা দেশে ২০১৩ সালের হিসাব অনুযায়ী সারা দেশে ৪৮০৭ নির্বাচিত সংসদ সদস্য এবং বিধায়ক রয়েছে। তাদের মধ্যে ৬৮৮ জন মারাত্মক অপরাধের মামলা যে তাদের বিরুদ্ধে চলছে তা তাদের তথ্যপঞ্জীতে স্বীকার করে নিয়েছে।

ভারতের নাগরিকের মহান কর্তব্য ভোট দান করা। দেশের প্রজাতন্ত্রে ভোট দানের মাধ্যমে গণতন্ত্রে শক্তিশালী সরকার গড়ে তোলার বিজ্ঞাপনী প্রচার নির্বাচনের সময় ঢাক ঢোল পিটিয়ে নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা প্রচার করে। জনগণ ভোট দেয়। কিন্তু কাদের ভোট দেয়? গণতন্ত্রের দুটি স্তম্ভ শাসন ও আইন বিভাগ তো অপরাধী, জেল ফেরত কয়েদীর আশ্রয়স্থল। স্বচ্ছ সৎ মন্ত্রী মহাশয় এবং সংসদ সদস্য খুঁজে পাওয়া দুষ্কর গান্ধিজীর জন্মদিনে নরেন্দ্র মোদিজি ঝাঁটা হাতে রাস্তা সাফাই অভিযান করলেই কি অপরাধীদের মন্ত্রিসভা থেকে ঝাড়ু মেরে তাড়ানো যাবে? এই কারণেই বোধ হয় মহাত্মা গান্ধি সংসদ আইনসভাকে আস্তাবলের সাথে তুলনা করেছিলেন। আমাদের দেশে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কিন্তু সংসদ জনগণের সার্বভৌমত্বের পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারেনি।

বাংলার এক বিস্মৃত মহাত্মা প্রভু নিত্যানন্দ

নির্মল গোস্বামী

তিনি পুজিত কিন্তু বিস্মৃত। কজন বাঙালি জানে তাঁর জন্মস্থান, পিতা মাতার নাম? কেবলমাত্র কিছু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মানুষ নাম কীর্তনের মাধ্যমে তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত। এর বাইরে বৃহত্তর পরিসরে বাঙলার ইতিহাসে তিনি ব্রাত্যই রয়ে গেছেন। অথচ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পরবর্তী শতক ধরে বাংলার রাজনীতি সমাজনীতি, সংস্কৃতি ধর্ম প্রভৃতি মূলত তাঁকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত ও বিকশিত হয়েছিল। পাঠক নিশ্চয়ই বিস্ময় বোধ করছেন, কার কথা বলতে চাইছি তা শোনার জন্য নিশ্চয়ই ব্যাকুল হয়ে পড়ছেন? তিনি সেই সুমধুর সুরের সাধক, যে সুর তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশের ধনীর প্রাসাদ থেকে গরিবের পর্ণ কুঠির প্রাঙ্গন সন্ধ্যা সকালে মৃদঙ্গ সহযোগে মুখরিত হয়ে উঠত। ''ভজ গৌরাঙ্গ কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, যে জন গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।'' এই কথা এবং সুর সৃষ্টি করে ছিলেন আমাদের নিত্যানন্দ প্রভু। আরো সরল করে বললে নিতাই চাঁদ। মন্দিরে মন্দিরে মঠে মঠে গৌর চাঁদের পাশে বড় দাদার মতো যে নিতাই চাঁদের মূর্তি বা ছবি আমরা দেখি। পুজো করি, মঙ্গল কামনা করি আমি সেই নিতাই চাঁদেরই গল্প শোনাতে বসেছি।

বাঙালি তথা ভারতবাসীর স্মরণে মননে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের ১২ই জানুয়ারি দিনটি গ্রথিত হয়ে গেছে আধুনিক ভারতাত্মা বিবেকানন্দের জন্মের কারণে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম তারিখ সকলেরই জানা ১৮৯৩ খৃস্টাব্দে ১২ জানুয়ারি আর নিত্যানন্দ প্রভুর জন্ম ১৫৭৩ খৃস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারি। বিবেকানন্দের জন্মের ৩৯০ বছর পূর্বে যা ইতিহাসের কালস্রোতে বাঙালির স্মৃতি থেকে অতলে তলিয়ে গেছে। ''রাঢ় দেশে একচক্রা নাম গ্রাম ধন্য।
যাঁহি নিত্যানন্দ রাম হৈলা অবতীর্ণ।।''
(ভক্তিরত্নাকর, নরহরি চক্রবর্তী)

নিত্যানন্দের পিতার নাম মুকুন্দ ওঝা (হাড়াই পণ্ডিত নামে খ্যাত। শান্ডিল্য গোত্রজ ক্ষিতীশ নামক কনৌজ হতে আগত এক ব্রাহ্মণ এই বংশের আদি পুরুষ। মুকুন্দ ওঝা ২৩ তম পুরুষ। মাতার নাম পদ্মাবতী। বীরভূমের মৌয়ুরেশ্বরের রাজা মুকুট নারায়ণের একমাত্র কন্যা পদ্মাবতীর সঙ্গে মুকুন্দ ওঝার বিবাহ হয়। এই বিয়ে নিয়ে একটি গল্প প্রচলিত আছে।

রাজা মুকুট নারায়ণ তাঁর একমাত্র সুন্দরী গুণবতী কন্যার জন্য কিছুতেই আর উপযুক্ত সৎপাত্রের সন্ধান পাচ্ছিলেন না। এদিকে বিবাহের বয়সও পার হয়ে যেতে বসেছে। শেষে একদিন প্রতিজ্ঞা করলেন যে কাল প্রভাতে প্রথমে যার মুখ দেখবেন তাঁকেই কন্যা সম্প্রদান করবেন। রাজবাড়িতে হায় হায় পড়ে গেল। পদ্মাবতীর ভবিষ্যৎ নিয়ে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে এলো সেই প্রভাত। রাজা ঘুম থেকে উঠে বাতায়ন পথে দৃষ্টিপাত করে দেখলেন এক সৌম্য দর্শন ব্রাহ্মণ যুবক রাজারই ফুল বাগানে পুষ্প চয়ন করছে। পরে খোঁজ নিয়ে জানলেন ওই যুবক ময়ুরেশ্বর শিব মন্দিরের পুজারী। নাম মুকুন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতা একচক্রা নিবাসী সম্পন্ন পণ্ডিত মুরারী বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজা নিজে শিবের ভক্ত। তাই খুব খুশি মনে রাজা নিজে গিয়ে মুরারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। মহা ধুমধামের সঙ্গে এই বিয়ে সম্পন্ন হয়।

মুরারী পণ্ডিতের তিন চারটি পুত্র সন্তান ছিল। তাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান নিত্যানন্দ। ছেলে বেলায় ডাক নাম ছিল কুবের। পড়াশোনায় মেধাবী, সুব্যবহার ও দেবদুর্লভ চেহারার জন্য সকলেরই খুব প্রিয় ছিল কুরেব। কুবেরের বয়স যখন ৮ বৎসর তখন ঘটল এক অঘটন। একদিন তাঁদের বাড়িতে এক সন্ন্যাসীর আগমন ঘটে। মুকুন্দ পণ্ডিত ও পদ্মাবতী সন্ন্যাসী সেবার জন্য ব্যাকুল হলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তাঁদের সেবা নেবার জন্য একটি শর্ত দিলেন। তিনি বললেন আমি যা চাইব তাই দিতে হবে তবেই তোদের সেবা গ্রহণ করব। নৈষ্টিক ব্রাহ্মণ দম্পত্তি পাছে সন্ন্যাসী সেবা না নিয়ে যায় তাই সন্ন্যাসীর শর্তে রাজী হলেন। পরদিন বিদায় বেলায় সন্ন্যাসী বাড়ির বড় ছেলে কুবেরকে চেয়ে বসলেন। বর্জ্রাহত হলেও দম্পতি শর্ত অস্বীকার করতে পারলেন না। চোখের জলে বুক ভাঙা ব্যথা নিয়ে কুবেরকে সন্ন্যাসীর হাতে তুলে দিলেন। কি আশ্চর্য! কুবের কিন্তু হাসতে হাসতে সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে গেল। বোধ হয় দৈব নির্ধারিত বলেই। অনেকের মতে ওই সন্ন্যাসী ছিলেন নিমাইয়ের দীক্ষা গুরু ঈশ্বরপুরী।

যাইহোক কোন নিতাই চাঁদ এই বৃন্দাবনে বসবাস কালে তিনি প্রত্যাদেশ পায় যে বর্তমানে শ্রীকৃষ্ণ গৌরাঙ্গ অবতার হয়ে নদিয়ায় লীলা করছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি নদিয়ায় এলেন। কিন্তু সরাসরি নিমাই এর সঙ্গে দেখা করলেন না। তিনি নন্দন আচার্য্যের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করে রইলেন। এদিকে অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাঁর পার্ষদদের বললেন নবদ্বীপে এক মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে চলো আমরা তাকে বরণ করে আনি। সেই মিলন হল গৌর নিতাইয়ের।

গৌরাঙ্গের প্রেম ধর্ম কৃষ্ণনাম প্রচারে প্রসারে তাঁর সুচিন্তিত সাংগঠনিক ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আমরা প্রায় বিস্মৃত। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে নব জাগরণের প্রধান হোতা ছিলেন নিত্যানন্দ। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মহাপ্রভু চলে যান শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে দক্ষিণাত্য কাশী, বৃন্দাবন ভ্রমণ বাদ দিলে বাকি জীবনের ১৮ বছর তিনি গম্ভীরায় ভাবে বিভোর হয়ে থেকেছেন। ভ্রমণকালে তাঁর অলৌকিক ভক্তি প্রেমের প্রাবল্য, দেব দুর্লভও ত্যাগের মাহাত্ম্য ও গভীর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বহু বৈদান্তিক নিরাকারবাদ। গণজাগরণের গুরু দায়িত্বটা মহাপ্রভু দিয়েছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর উপর।

এক জগাই মাধাই উদ্ধার ''মেরেছ কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেবনা।'' এই বাণীতে আমরা এতো দিন মহাপ্রভুর বৈষ্ণব ধর্মের সহনশীলতার এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে জেনে এসেছি। কিন্তু ওই বাণী প্রথম নিত্যানন্দের মুখ দিয়েই নিঃসৃত হয়েছিল। নিত্যানন্দের রক্ত দেখে মহাপ্রভু কুপিত হয়েছিলেন, নিত্যানন্দ সেই সময় মহাপ্রভুকে শান্ত করেছিলেন। আবার চাঁদ কাজীর হরিনাম বন্ধের আদেশের বিরুদ্ধে যে গণ আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল যা ছিল আধুনিক গণ–আন্দোলনের পথ প্রদর্শক সেই আন্দোলন পরিচালনার গুরু দায়িত্বও নিত্যানন্দ বহন করেছিলেন। শুধু সৈন্য বল নয়, গণ–শক্তির সম্মতির উপরই রাজ শক্তির নির্ভরশীল। তাই গণশক্তির পরেই রাজশক্তিকে প্রভাবিত করতে এই বার্তাই মহাপ্রভু সেদিন চাঁদকাজীকে দিয়েছিলেন। আর সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু।

আমরা জানি ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর যুবক শিষ্যদের দেখভাল করার দায়িত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে গিয়েছিলেন। নরেনকে তিনি নেতার আসনে বসিয়ে দিলেন। ঠিক তেমনি ভাবে মহাপ্রভুর আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিশালী অনেক শিষ্য থাকা সত্ত্বেও তিনি গৌর ভজনার ছাড়পত্র দিয়ে যান নিত্যানন্দের হাতে। অর্থাৎ গৌরচাঁদের কৃপা পেতে গেলে আগে নিতাই চাঁদের কৃপা পেতে হবে।

মহাপ্রভু যখন গম্ভীরায় কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর হয়ে আছেন। কখনও রাজ্যজ্ঞান থাকে কখনও থাকে না। সেই সময় একদিন নিত্যানন্দকে বললেন, 'দেখ আমরা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী আমাদের সাধারণ মানুষ সম্ভ্রম করে কিন্তু একবারে কাছে পারে না। দূর থেকে প্রণাম করে নিজের লোক ভেবে সবকথা খুলে বলতে সাহস পায় না। গৃহী মানুষ গৃহীর কাছেই তাঁর অন্তরে অভাব অভিযোগের কথা বলতে পারে। তাই তুমি গৃহী হও। বিবাহ করে সংসারী হও। আদর্শ গৃহীর দৃষ্টান্ত স্থাপন

কর। কারণ আদর্শ গৃহী না হলে আদর্শ সন্তান হবে না। আর আদর্শ সন্তান না হলে দেশরক্ষী, সমাজরক্ষা, ধর্মরক্ষাও হবে না।

নিত্যানন্দ একজন অনুগত সৈনিকের মতো মহাপ্রভুর আদেশ শিরোধায্যকার প্রৌঢ় বয়সে কালনা নিবাসী সূর্য্য পণ্ডিতের দুই কন্যা গঙ্গামণি ও জাহ্নবীদেবীকে এক সাথে বিবাহ করেন–যা তৎকালীন সমাজে রীতি বহির্ভূত ছিল না।

মহাপ্রভু সমগ্র বাংলাদেশে নামধর্ম প্রচারের দায়িত্ব দিয়েছিলেন নিত্যানন্দের উপর। নিত্যানন্দ খড়দহে শ্রীপাঠ স্থাপন করে সমগ্র বাংলাদেশে (এখনকার সমগ্র বাংলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ আসাম, মনিপুর সহ) হরিনামের জোয়ার বইয়ে দিয়েছিলেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর আদর্শের শ্রেষ্ঠ প্রচারক ও সংগঠন তিনি। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের মতো ফলিত ধর্মের চর্চা করেছিলেন। অর্থাৎ ধর্ম শুধু মানুষের আত্মিক উন্নতির লক্ষ্যেই পরিচালিত হবে না প্রয়োজনে জৈবিক চাহিদা পূরণেও সমান গুরুত্ব সহকারে কার্যকরী ভূমিকা নেবে। এই কাজে তিনি ১২জন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন বৈষ্ণবকে সাক্ষী হিসাবে বেছে নিলেন। বৈষ্ণব সমাজে এঁরা দ্বাদশ গোপাল নামে খ্যাত ও পূজিত। (১) অভিরাম গোস্বামী (২) গৌরদাস পণ্ডিত (৩) সুন্দরানন্দ ঠাকুর (৪) নাগর পুরুষোত্তম (৫) ধনঞ্জয় পণ্ডিত (৬) মহেশ পণ্ডিত (৭) উদ্ধারণ দত্ত (৮) পুরুষোত্তমদাস ঠাকুর (৯) পরমেশ্বর দাস ঠাকুর (১০) কমলাকর পিপলাই (১১) কালাকৃষ্ণ দাস (১২) শ্রীধর পণ্ডিত। যেখানে শাস্ত্র চর্চা, কাব্য, ব্যাকরণ, দর্শন, জ্যোতিবিদ্যা, ভাস্কর্য, আয়ুর্বেদ, সুপবিদ্যা, চিত্র শিল্প পুষ্পপত্র শিল্প (আধুনিক নার্শারী), মৃৎশিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, চার্বাক শিল্প, আলপন তথা চন্দন সিস্টার ও কেশর মজ্জা বিভাগ, নাটক, অভিনয়, নাচগান, নৈবেদ্য প্রস্তুত প্রভৃতি নিয়ে সমূহ ছাড়াও কীর্ত্তনের অনুশীলন হতো। হতো পরিপাটি স্বাস্থ্যচর্চা ও আলোচনা সভা। এই বিশাল ব্যপ্ত কর্মযজ্ঞ সুচারু রূপে সম্পাদন করা কত পরিশ্রম সাধ্য তা সহজেই অনুমেয়। মধ্যযুগে বাংলায় এক কাজটাই নিজের নিরলস শ্রম মেধা, প্রেম ও সাংগঠনি প্রতিভাগুণে নিতাই চাঁদ সম্পন্ন করেছিলেন। মানুষে ভালবাসা সম্প্রীতি ঐক্য বজায় রাখার বাতাবরণের কাজ করত এই হরিসভাগুলি। নিত্যানন্দ প্রভু যখন যেখানে যেতেন সেখানে মানুষের ভিড় জমে যেতো। মানুষের অভিযোগ শুনে বিচারের রায় দিতে হতো প্রভুকে। প্রভু ছিলেন জনতার আদালতের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

পতি উদ্ধারের জন্যেই যদি চৈতন্যদেবের আর্বিভাব হয়ে থাকে তাহলে সেই কাজ নিত্যানন্দ প্রভু দশ শতাংশ সম্পন্ন করেছেন। একদল অনুগতকে নিয়ে তিনি দেশের এপ্রান্ত থেকে ও প্রান্ত তোলপাড় করে আলোড়ন তুললেন।

হিন্দু ধর্মগোষ্ঠীর বাইরে যারা অচ্যুৎ বলে পরিগণিত হত তাদেরও আপন করে নিলেন নিত্যানন্দ প্রভু। বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহের সেরপুর পরগণার উত্তরে অসভ্য পাহাড়িয়া গারো হাজাং প্রভৃতি নগ্ন উপজাতিরা নিত্যানন্দের সান্নিধ্যে এসে উদ্ধার হন। তিনি তাঁর অনুগত পাথর হাজাংকে সঙ্গী করে অসভ্য উপজাতিদের সুসভ্য মানবিকতার আলোকে নিয়ে এলেন। সমতলের আদিবাসীদের মধ্যেও নিত্যানন্দ প্রভুর আসন স্থায়ী হয়েছিল। এই গত ২৫শে ডিসেম্বর বেলপাহাড় যাবার পথে এক জায়গায় দেখলেন পথ অবরোধ করেছে সাঁওতালরা, আসামের গণহত্যার প্রতিবাদে। খোঁজ খবর করে জানতে পারি যে সারাবাংলা মাঝিমরক সংগঠনের পক্ষে নেতৃত্ব দিচ্ছে নিত্যানন্দ হেমব্রম। আদিবাসীদের মধ্যে এ নামের প্রচলনই প্রমান করে নিত্যানন্দ প্রভুর গ্রহণ যোগ্যতা। অতি দীনের পর্ণকুঠিরে তিনি যে সমাদৃত ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি গানে—'হোগলা বেড়া ভোগলা কইরা নিতাই আইলা ঘরে... পরান গৌর আইল ঘরে'' অর্থাৎ দরজা খোলা বা ডাকাডাকির কোন বালাই নেই। বেড়া ফাঁক করে ঠাকুর সরাসরি ঘরে প্রবেশ করছেন।

ভারতবর্ষের আধ্যাত্মিক জগতে এমন সার্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা আর কোন মহাপুরুষের আছে কিনা তা জানি না। বাংলার মধ্যযুগে গন–নায়ক যে দিন বাংলার মাটিকে পা রাখেন সেই দিন থেকেই মধ্যযুগের নবজাগরণের সূচনা হয়। দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর অতিক্রান্ত হয়েও আজও ঘরে ঘরে নয় যারা বিশ্বে প্রেম ধর্ম তথা নামধর্মের যে প্রসার আজও বর্তমান তার সূচনা করে গিয়েছিলেন নিত্যানন্দ প্রভু। তিনি মানুষের মনের মন্দিরে পূজিত কিন্তু ইতিহাস বোধহয় সুবিচার করেনি। তাঁর ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন হয় নি। ইতিহাসে তিনি ব্রাত্যই রয়ে গেছেন।

ক্যানিং হাসপাতালে মা ও শিশুদের জন্য নতুন শয্যা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং: বুধবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মা ও শিশুদের নতুন ৫০টি শয্যাসহ নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অসিতাভ পাইন, আর এস কে ঝুমা মন্ডল, সুদীপ্তা সরদার, শঙ্কু দাস প্রমুখ। বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও নির্দেশে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে মা–শিশুদের স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য নতুন ভবনের ৫০টি শয্যা চালু করা হল। ফলে সুন্দবনের ক্যানিং মহকুমাবাসী নয়, উত্তর ২৪ পরগনার সন্দেশখালির বহু রোগী উপকৃত হবে। এই হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সন্দেশখালি থেকে বহু রোগী চিকিৎসার জন্য আসে। বিধায়ক শ্যামল মন্ডল আরো বলেন ইতিমধ্যে ক্যানিংয়ে রাজ্যের প্রথম সর্প হাসপাতাল চালু হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে। সাপের কামড়ের রোগী হাসপাতালে মাত্র ২০ শতাংশ আনা হয়। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে আদর্শ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সর্প দংশনের আধুনিক চিকিৎসা এবং সর্প গবেষণা কেন্দ্র চালু হয়েছে। বিগত বাম সরকারের আমলে রাজ্যে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ভেঙে গিয়েছিল তা সকলের কাছে অজানা নয়। এই হাসপাতালে চালু হয়েছে ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকান। আগামী দিনে হাসপাতালে মর্গ বিভাগ চালু করা হবে। সে বিষয়ে বিভাগীয় দফতরে জানানো হয়েছে। এদিনে নতুন ভবনে মা শিশুরা ভর্ত্তি হয়। তারা শয্যা পেয়ে খুব খুশি হয়। রোগীদের সাহায্যে এগিয়ে আসে হাসপাতালের রোগী সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীরা।

২৩ তম সঞ্চিতা মেলায় বিবেক চেতনা ও ছাত্র যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১২ জানুয়ারি বিবেকানন্দের ১৫৩তম জন্মদিনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্যতম শিশু কিশোর উৎসব ও সঞ্চিতা মেলার ২০তম বর্ষের শুভ সূচনা হল। ঘোড়ার গাড়িতে বিবেকানন্দের প্রতিকৃতি নিয়ে ১৪ কিলোমিটার রোড রেসের মাধ্যমে মেলার সূচনা হয়। সঞ্চিতা মেলা প্রাঙ্গণ বাওয়ালি ফুটবল ক্লাবের মাঠে বজবজ ২ নং ব্লক বিবেক চেতনা উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় ওইদিন। বিবেকানন্দের ওপর সেমিনার, যোগাসন, প্রদর্শনীও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা হয়। কয়েকশ ছাত্র ছাত্রী এই উৎসবে যোগদান করে। ১৩–১৪ জানুয়ারি এই মেলা প্রাঙ্গণে ব্লক ছাত্র যুব উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ জানুয়ারি থেকে স্বমহিমায় সঞ্চিতা মেলা সেজে ওঠে। স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন, প্রাণীসম্পদ, রেল প্রভৃতি সরকারি স্টলে সেজে ওঠে মেলা প্রাঙ্গন। ১৮ জানুয়ারি প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী চন্দ্রাবলীরুদ্র দত্ত সঙ্গীত পরিবেশ করবেন। দঃ ২৪ পরগনা জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতরের সহযোগিতায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় তরজা, বাউল, পুতুল নাচের ব্যবস্থা করা হয়। মেলায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোকদের কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, অধ্যাপক গোপীনাথ দত্ত প্রমুখ। ১৩ জানুয়ারি মেলায় নোদাখালি থানা সমন্বয় কমিটির প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হবে অশ্রুসজল সামাজিক যাত্রা পালা সাত টাকার সন্তান। মেলার কর্ণধার স্বপন রায় সকলকে মেলায় আমন্ত্রণ জানান।

ক্যানিংয়ে জনধনযোজনায় ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রে বিজেপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনধন যোজনা কার্যকর করায় এ রাজ্যের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামগুলিতে ব্যাপক হারে সাড়া পড়েছে। বিশেষ করে সাড়া ফেলছে সুন্দরবনের ক্যানিং–১ ও ২, বাসন্তী, গোসাবা, কুলতলি, প্রমুখ ব্লকগুলিতে। ক্যানিং–১ ব্লকের রাইসমিল রোডে এসবিআই কিয়স্ক ব্যাঙ্কিং–এ জনধন যোজনা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলতে সাধারণ মানুষের লম্বা লাইন। ভিড়ের চাপ বাড়ায় মানুষের লম্বা লাইন। ভিড়ের চাপ বাড়ায় অনেক সময় সকাল থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত অ্যাকাউন্ট খুলতে তাদের কাজ করতে হচ্ছে। ক্যানিং–১ ব্লকের মাতলা ১ ও ২, বাঁশড়া, নিকাড়ীঘাটা, দিঘীর পাড়, 'হাটপুকুরিয়া, গোপালপুর, দাঁড়িয়া, তালাদি, ইটখোলা পঞ্চায়েতগুলিতে এবং ক্যানিং–২ ব্লকের আঠারো বাঁকী, মটের দিঘী, তাম্বুলদহ–১ ও ২, সারেঙ্গাবাদ, দেউলি–১ ও ২, কালিকাতলা, বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া, চড়াবিদ্যা, কাঠাল বেড়িয়া, উত্তর মোকাম বেড়িয়া প্রমুখ পঞ্চায়েতগুলিতে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে জনধন যোজনা। ক্যানিং রাইসমিল রোডে এসবিআই কিয়স্ক ব্যাঙ্কিংয়ে এই কয়েকদিন প্রায় ১২ হাজার নতুন অ্যাকাউন্ট হয়েছে। এছাড়া প্রতিদিন লম্বা লাইন। যতদিন বাড়ছে ততই লাইন লম্বা হচ্ছে। এই ব্যাঙ্কের কর্মচারী মিলন হালদার, কৃষ্ণা লায়েক প্রমুখরা বলেন যতদিন যাচ্ছে নতুন অ্যাকাউন্ট খেলার জন্য সাধারণ মানুষের ভিড় বাড়ছে। এমনকি প্রত্যন্ত এলাকা থেকে কৃষক, মৎস্যজীবী, কুম্ভকার, শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ এই অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এছাড়াও অসংখ্য গরিব মানুষ এবং সাধারণ মানুষ আসছে নতুন অ্যাকাউন্ট খোলার জন্য। প্রায় ১২ হাজার নতুন অ্যাকাউন্ট হতে চলেছে। এদিকে কৃষক প্রমোদ সরদার, মৎস্যজীবী বাবলু সরদার, কুম্ভকার শর্বাণী পাল, শ্রমিক বৃহস্পতি বোস প্রমুখরা বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির এমন ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানায়। সরকারি ব্যাঙ্কে সুযোগ সুবিধা এবং পরিষেবা পেলে মানুষ উপকৃত হবে। এমনকি চিট ফান্ডগুলি বন্ধ হয়ে যাবে। রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের যৌথ উদ্যোগে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা আরো ছড়িয়ে দিতে হবে।

দুষ্কৃতীদের আক্রমণে জখম তৃণমূল নেতা

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭–৩০ টায় হঠাৎই ৩ জনের দুষ্কৃতীদল ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারিভাবে কোপালে গুরুতর জখম হয় তৃণমূলের নেতা জালাল মোল্লা। ঘটনাটি ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং মহকুমার বাসন্তী থানার সোনাখালি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে সোনাখালি অঞ্চল সভাপতি তৃণমূলের জালাল মোল্লা এদিন সোনাখালি রোড দিয়ে বাজারের দিকে যাচ্ছিল। হঠাৎই এ জনের দুষ্কৃতীদল ধারালো অস্ত্র নিয়ে এলোপাথারি কোপাতে থাকে জালাল মোল্লাকে। জালালের চিৎকার শুনে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। তারা দুষ্কৃতীদের তাড়া করে ১ জনকে হাতে নাতে ধরে ফেলে। বাকি ২ জন চম্পট দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তারা বাসন্তী থানায় খবর দেয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে বিশাল পুলিশ বাহিনী। জনগণ ১ জন দুষ্কৃতীকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এদিকে জখম জালাল মোল্লাকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। গোসাবা কেন্দ্রের তৃণমূলের বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর বলেন ৩ জন দুষ্কৃতী তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি জালাল মোল্লাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে

কোপালে গুরুতর জখম হয়। এখন সে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। জনগণ ১ জন দুষ্কৃতীকে হাতে নাতে ধরে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। এই ঘটনার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। পুলিশ প্রশাসনকে বলা হয়েছে অবিলম্বে ছোটদের গ্রেফতার করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পুলিশ জানান দুষ্কৃতীদের আক্রমণে এক ব্যক্তি জখম হয়। ১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং: সোমবার সকালে স্বামী বিবেকানন্দর ১৫৩ তম জন্ম দিবসে ক্যানিং–১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে রক্তদান উৎসব আয়োজন হয় ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, স্বামী দেবাশীষ রাণা মহারাজ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস, ভারতের প্রাক্তন ফুটবলার গৌরাঙ্গ ব্যানার্জী প্রমুখ। স্বেচ্ছায় ৩৭৫ জন রক্তদান করেন। এদের মধ্যে ৯৫ জন মহিলা রক্তদান করেন। সাংস্কৃতিক মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় স্বামী বিবেকানন্দ বিষয়ে আলোচনা। সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, বাউল প্রমুখ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

মহানগরে

পুরভোটের প্রস্তুতি শুরু বামেদের

শ্যামলকুমার সাহা: প্রায় ২০ বছর পর দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর আঞ্চলিক কমিটির (সিপিআইএম) এলসিএসের পরিবর্তন হলো। যিনি আগে এই পদে ছিলেন তিনি চেতলার বাইরের মানুষ। এতদিন এই দায়িত্ব সামলিয়েছেন মূলত আশপাশের নেতাদের মুখে ঝাল খেয়ে। কারণ এছাড়া চলার কোনও উপায় ছিলনা। এর ফলে পার্টির সমর্থক দরদি বাড়ানো যায়নি (দীর্ঘদিন প্রায় কলকাতার অনেক এলসিতে একই অবস্থা) এই অঞ্চলে ২০১১ সালের পর তা আরো কমতে কমতে একেবারে তলানিতে ঠেকেছে। কতদিন গেছে মিছিল হবে বলে এলসি থেকে নির্দেশ দিয়েও তা হয়নি। গণশক্তি নেওয়ার মানুষ কমে গেছে। পার্টি অফিসে ভিড় হয় না। এই অবস্থা গত পাঁচ বছর আগে থেকে হয়ে আসছে।

যা হোক এলসিএ পরিবর্তন হলো ১৩ জনের কমিটি থেকে একজনের নাম প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই নামের বিপক্ষে ১১টা ভোট পড়েছিল পরে অন্যজনকে ঠিক করা হয়, প্রথম জনের গ্রহণযোগ্যতা যেমন পার্টির মধ্যে নেই তেমন অঞ্চলের মানুষের কাছেও নেই। বর্তমানে যিনি এলসিএস হয়েছেন যুবক, শিক্ষিত, আইনজীবী মানুষের সঙ্গে মিশতে পারে। আগামী পুর ভোটের কথা মাথায় রেখে এই পরিবর্তন। যদিও এই ৮২ ওয়ার্ডে দীর্ঘ কয়েকটা নির্বাচন বামেদের হাতের বাইরে এই অবস্থা শুধু ৮২ ওয়ার্ড কেনও আশেপাশের ৫০টা ওয়ার্ডের বামেদের দেখা পাওয়া যাবে না। কিছু কিছু ওয়ার্ড আছে যেখানে হাইপাওয়ার দূরবীন দিয়েও বামেদের দেখা পাওয়া যাবে না। ববি হাকিম ৮২ ওয়ার্ডের ভূমিপুত্র । ববির দৌলতে বামেদের সংগঠন একেবারে দফারফা হয়ে গেছে।

একটাও ইস্কুল পরিচালন কমিটি বা একটাও ক্লাব সংগঠন নেই বামেদের হাতে। ববির কাজের প্রশংসা বোবা কালা অন্ধ খোঁড়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী নারী পুরুষ সকলেই করেন। পতিতা মানুষের বিপদে আপদে রাতে বিরাতে ডাকলেই (পড়ুন স্মরণ করলে) ববিকে পাওয়া যায়। ববি কাউকেই বঞ্চিত করেন না। পানীয় জল, নিষ্কাশনী, রাস্তা ঘাট, আলো, জঞ্জাল সাফাই, রেশন কার্ড, বার্ধক্য ভাতা, বিধবা ভাতা, হাসপাতাল, শ্মশান ঘাট, স্কুল সব ব্যাপারেই ববি উন্নত পরিষেবা দেয়। এখন কয়েক মানুষকে দেখা গেছে দীর্ঘদিন বামপন্থী করেছেন। হঠাই অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অর্থের অভাবে চিকিৎসা করাতে পারথেন না মৃত্যুই তাদের একমাত্র পথ। ববি তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন।

তারা বর্তমানে সুস্থ হয়ে বামপন্থি করছেন। বন্ধ দাদাগিরি, চুরি ছিনতাই, চোলাই ঠেক, সিন্ডিকেট ব্যবসা পয়সা তোলা, এই পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত পুর প্রতিনিধির কাজের মূল্যায়ন হত। ববি অনায়াসে প্রথম সারিতে থাকত। সেই ববিকে হারানো খুব সহজ কাজে নয়। ববি না দাঁড়িয়ে পুর নির্বাচনে অন্য যে কেউ দাঁড়ালে ববির একটু সমর্থন পেলে চোখ বুজে জিতে যাবেন। যদিও প্রচার মাধ্যম একটা জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন যে বিজেপি আসছে। যা তৃণমূল এই ঘোটালায় জড়িয়েছে সেই ঘোটালায় জড়িয়েছে ইত্যাদি। বিজেপির বিজয় রথ এই বঙ্গে বিশেষ কিছু করতে পারবে না কলকাতায় তো একদম নয় বড় জোর ৮/১০ সিট পেতে পারে আগামী পুর নির্বাচনে। তাও উত্তরে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে।

বাম শরিকরা ১০টার মধ্যে ১টা বা ২টা পাবে। পূর্ব মধ্য আর দক্ষিণ বিজেপির তেমন সম্ভাবনা নেই। দিল্লিতে বিজেপি এমন কিছু কাজ করেনি এই কয়েক মাসে যা মানুষের নজরে পড়বে। অর্থাৎ তৃণমূল ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। কংগ্রেস সাইন বোর্ড হয়ে গেছে। রাজ্যের একটাকা ওয়ালা মোমবাতির মতন টিমটিম করে জ্বলছে। বিজেপির ঘুন পোকায় ধরেছে সব শেষে বলছি আমার এই লেখা পড়ে মনে করার কোন কারণ নেই যে আমি তৃণমূলের হয়ে প্রচার করতে ব্যস্ত। শুধু যা বাস্তব তাই লিখলাম।

পুর 'বিনোদিনী রেপার্টরি' নিয়ে সংশয়

বরুণ মন্ডল, কলকাতা : 'নাট্যস্বজনে'র (কলকাতা ও গ্রাম–মফস্বল বাংলার নাট্যদল ও নাট্যকর্মী বন্ধুদের সংগঠনটি বছর আড়াই আগে গড়ে ওঠে) পতন হওয়ায় কলকাতা পুরসভার বার্ষিক সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ বিষয়টির ভবিষ্যৎ নিয়েও গভীর সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, কলকাতা পুরসভা উত্তর কলকাতার পাইকপাড়াস্থিত পুরসম্পত্তি 'মোহিত মৈত্র মঞ্চে' 'বিনোদিনী রেপার্টরি' গড়তে বার্ষিক সাড়ে ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। পুর সূত্রে জানা যায়, দরপত্র আহ্বান করে নিয়ম মেনেই 'নাট্যস্বজন'কেই ওই দায়–দায়িত্ব দেওয়া হয়। কলকাতা শহরের চার–পাঁচটি নাট্য সংস্থা 'বিনোদিনী' রেপার্টরি' বিষয়ে কাজের জন্য দরপত্র (টেন্ডার) জমা দিয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যায় 'নাট্যস্বজনে'র দুই স্তম্ভ রাজ্যের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও লোকসভার তৃণমূল সাংসদ অর্পিতা ঘোষ দায়িত্ব পান। কিন্তু যাদের কাজের বহর দেখে পুরকর্তৃপক্ষ এতো বড়ো মাপের একটা কাজের দায়িত্ব অর্পণ করলো নেই 'নাট্যস্বজন'ই গত ৮ জানুয়ারি ক্ষমতার আস্ফালন ও অন্তঃকলহে ভেঙে পড়ল। সংগঠনের সভাপতি ব্রাত্য বসু ও সচিব অর্পিতা ঘোষ পদত্যাগ করলেন। আর তাতেই পুরসভার বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা বিষয়ে 'বিনোদিনী রেপার্টরি' নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। প্রসঙ্গত, নাট্যব্যক্তির মনীশ মিত্রের পর গত ৬ জানুয়ারি নাট্যস্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেন আরেক 'পরিবর্তনপন্থী' নাট্যব্যক্তিত্ব দেবেশ চট্টোপাধ্যায়। এদিকে নাট্যমহল সূত্রে খবর। যাঁরা বর্তমানে 'নাট্যস্বজনে' রয়েছেন, তাঁরাই ওই রেপার্টরির ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববেন। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার আগে 'মিনার্ভা রেপার্টরি' চালাত।

শীতে আর্মিজারিসের দাপট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : 'আর্মিজারিস সাবলবেটাস' এটা আবার কী? এটা হল শীতকালীন এক ধরনের মশা। কলকাতা শহরে আগত পরিযায়ী পাখিদের আগমনের মতো শীতকালে 'আর্মিজারিস সাবলবেটাস' (বিজ্ঞানসম্মত নাম) নামক একধরণের সান্ধ্যকালীন মশার আগমন ঘটে। অন্যান্য বছরের সঙ্গে এ বছরের তফাৎটা হলো, কলকাতা পুর প্রশাসনের একাংশের বক্তব্য, আর্মিজারিসের কামড়ে রোগ না ছড়ালেও শহরবাসীদের বিরক্তি ঘটাতে এদের জুড়ি নেই। এই মশার উপদ্রব নিয়ন্ত্রণে আনতে উপায় হল শহরের বাড়িগুলির 'সেপটিক ট্যাঙ্কে'র প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। পুর সূত্রে খবর, শহরের বেশ কিছু জায়গায় দুপুর তিনটে থেকে সন্ধে সাতটা, চার ঘন্টা কী সাড়ে চার ঘন্টা এই সাবলবেটাসের দাপট চলে। সাড়ে সাতটার পর থেকে অদ্ভুত রকম ভাবে এর দাপট উধাও হয়ে যায়। মোটামুটিভাবে মশা–শাসনে পুরসভা নাজেহাল। পুরসভার বরো কার্যালয় ও কেন্দ্রীয় পুরভবনে বরো–১০ (ওয়ার্ড নম্বর : ৮১, ৮৯, ৯১–১০০)যাদবপুরের বরো–১১ (ওয়ার্ড নম্বর : ১০৩–১০৪, ১১০–১১৪), বেহালার ১২৪–১৩২ নম্বর ওয়ার্ড এবং টালি নালার দু'পাশ সহ (ওয়ার্ড নম্বর : ১১৫ ইত্যাদি) শহরের একাধিক জায়গা থেকে এ বিষয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে। পুরসভার মুখ্য পতঙ্গ বিশারদ দেবাশিস বিশ্বাস জানান, কিউলেক্স মশার উপদ্রব কমলেও শহরের বিবিধ জায়গায় আর্মিজারিসের দৌরাত্ম্য দেখা যাচ্ছে।

কিষাণ বাজারের স্বপ্ন

একের পাতার পর

বহু বিল বিধান সভা থেকে চলে যায় সিলেক্ট কমিটিতে। সেখানে রিভিউ হয়ে ফিরে আসে বিধানসভায়। অনেকে বলবেন এ আবার নতুন কি? ঠিক তাই এতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু সন্দেহ দানা বাঁধছে রাজনৈতিক নেতাদের আচরণ নিয়ে। প্রতিদিন গন্ডা গন্ডা নেতা চ্যানেলে চ্যানেলে গলা ফাটাচ্ছেন নানা বিষয়ে। কাউকে কিষাণ বাজার নিয়ে একটি কথাও বলতে শুনেছেন? কেন? সিলেক্ট কমিটির পিছনে বসে ফড়েদের সঙ্গে রাজনৈতিক দালালদের কোন লেনদেন চলছে নাকি? সর্বহারার দল যারা কৃষকের কাস্তে দেখিয়ে নিজেদের গরিব দরদি বলে প্রচার করে তারা আজ কোথায়? কৃষি মান্ডি নিয়ে তারা চুপ কেন? এসি গাড়ি, পাট করা ধুতি পাঞ্জাবী হারাবার ভয়ে? শাসক দলের নেতারাও কিষাণ বাজার নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন। তারাও আজ ফড়েদের খপ্পরে নয় তো? না হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের প্রকল্প নিয়ে উৎসাহ নেই কেন? কয়েক সপ্তাহ আগে সাগরে কৃষি মান্ডি তৈরির সূচনা করলেন বিধায়ক বঙ্কিম চন্দ্র হাজরা। বঙ্কিম বাবু কৃষকদের অনেক স্বপ্ন দেখালেন। তারপর? এ রাজ্যে বিজেপি সক্রিয় হয়ে উঠেছে ক্ষমতা দখলের জন্য। তারা নাকি ভালোকে ভাল মন্দকে মন্দ বলতে ভয় পায় না। তারা কোথায়? চারিদিকে কিন্তু একটা দুর্নীতির পাঁকের গন্ধ ভেসে আসছে। বাংলার কৃষকরা তা পাচ্ছেন কি? গন্ধ আরও ছড়াবার আগে সাবধান হোন। একযোগে যেকোনও অস্ত্র আঁতাত প্রতিহত করে বাংলার কৃষিতে নতুন ভোর আনতেই হবে। কাস্তে কুড়ুল নিয়ে তৈরি হোন।

পালস্ পোলিও

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী ১৮ জানুয়ারি ২০১৫ জাতীয় পালস্ পোলিও দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক সকল পিতা–মাতা ও অভিভাবকদের অনুরোধ জানিয়েছেন যে, তাঁরা যেন ০ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত সমস্ত শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানোর জন্য স্টেশন সংলগ্ন পোলিও বুথে ১৮ থেকে ২৪ জানুয়ারির মধ্যে টিকাকরণের জন্য নিয়ে আসেন। ইতিমধ্যেই দেশ জুড়ে পালস্ পোলিও অভিযান যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। মানুষকে ওয়াকিবহাল করতে পথে নেমেছেন বিভিন্ন জগতের বিশিষ্টরাও।

Government of West Bengal
Office of the Child Development Project Office
Bishnupur II ICDS Project
South 24 Parganas

NOTICE

Sealed Tenders are hereby invited form bonifide Tenders, Contractors, Whole sellers, S.S.I. Units, and Cooperative Societies for :-

1. Storing of Foodstuff and other Basic Equipments and Utensils for Bishnupur II ICDS Project, South 24 Parganas with a maximum sanctioned strength of 287 Anganwadi Centres.

2. Carrying of foodstuff and other basic Equipments and Utensils to 287 Anganwadi Centres within the jurisdiction of Bishnupur II ICDS Project, South 24 Parganas covering 11(eleven) Gram Panchayats.

The Tender Contract would generally remain valid for a period of 1(one) year from the date of execution of the agreement contract extendable if necessary or as per any Government Order. The Authority may cancel part or whole of the Tender without assigning any reasons whatsoever at any point of time.

TENDER SCHEDULE

1. TENDER PAPERS :- Applications are to be made in prescribed Tender forms along with terms and conditions format of which would be available on application at the Office of the Child Development Project Officer, Bishnupur II ICDS Project, South 24 Parganas on any working day from 2nd February, 2015 to 19th February, 2015 between 12 noon to 3 pm.

2. DATE OF SUBMISSION :- Tender Applications duly and completely filled in the prescribed format along with signed copy to terms and conditions and other relevant documents are to be submitted in sealed envelope super scribing the category in the Tender Box lying at the office of the Sub Divisional Officer, Alipore, Sadar Sub Division, South 24 Parganas on 20th February, 2015 between 11am to 12 noon.

3. DATE OF OPENING :- 20th February, 2015, at 1 pm at the office of the Sub Divisional Officer, Alipore, Sadar Sub Division, South 24 Parganas.

4. INFORMATION :- Details of any other information in this regard can be obtained from the Office of the Child Development Project Officer, Bishnupur II ICDS Project, South 24 Parganas on any working day from 2nd February, 2015 to 19th February, 2015 between 12 noon to 3 pm.

Sd/-
Child Development Project Officer
Bishnupur II ICDS Project
South 24 Parganas

66(2)/ জে.ত.স.দ/দঃ ২৪ পরগনা, ১৪/০১/১৫

শকুনের শোকে এখন আর গরু মরে না

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়

সদস্য আজীবন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

ও বম্বে ন্যাচেরাল হিস্ট্রি সোসাইটি

ছোটবেলায় মৃত কোন গবাদী পশু পরে থাকলে অদ্ভুত দর্শন শকুনিগুলো দূর থেকে লুব্ধ দৃষ্টিতে মৃতদের দিকে তাকিয়ে থাকতো। সেই লুব্ধ দৃষ্টি কোথায় হারিয়ে গেল বলুন তো? কোথাও চোখে পরছে না।

চারিদিকে শুধু মরা মাছের মত চোখ। সেই তীক্ষ্ণ ভেদ করা দৃষ্টি কোথায়? তাদের তো আশেপাশে দেখতে পাচ্ছি না। না না রুঢ় বাস্তব চাই না। কি বললেন? এরা সব হারিয়ে যেতে বসেছে! ওদের জন্য আলাদা সংরক্ষণের জায়গা হয়েছে। ওদের নামে পার্ক হয়েছে।

কেন কি দরকার এসব আদিখ্যেতামোর। বেশ তো তুমি আর আমি আর আমাদের সন্তান এই আমাদের পৃথিবী নিয়ে দিব্যি আছি।

তা ওদের কথায় আসি, সাধারণত যে সব শকুন পাওয়া যেত রঙ পাটকিলে, লম্বাটে গলা, ঠোঁট। হালকা থেকে গাঢ় পাটকিলে রঙের ওপরটা লম্বা গলা শকুন Gyps Indicus/Bengalencis King Vulture তার রাজকীয় মেজাজের জন্য। অন্য শকুনদের মতো ঝগড়াও করেনা। মৃতদেহটা একাই সাবাড় করবো আর কাউকে দেবনা–এরকম ভাবে নয় ভদ্র সভ্য majestic দেহে কোন ক্ষমতা ধরে স্রেফ ডানার জোড়ে ওপরে উঠে যায়। এর কেতাবী নাম টরগন কলভাস এদের গোত্র(ACCIPITRIDAE) অ্যাক্সিপিটেট্রী।

একে একে নিভিল দেউটি এখন এরা বিপন্ন (ENDANGERED SPECIES) আমাদের সর্বগ্রাসী লোভ আর অন্য জীবের প্রতি অনিহা এদের এই জায়গায় নিয়ে এসেছে।

পার্শীদের টাওয়ার অফ সাইলেন্স তো অনেকে জানেন। পার্শীরা তাদের মৃতদেহ শকুনের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত উঁচু জায়গায় নিবেদন করতো এখন তো সেখানে শকুনের দেখা মেলা ভার। যে জায়গা দফনকা ব্যাকট্রিয়া অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। একটা কালচারের মৃত্যু।

এই বেশিদিন নয় বছর চল্লিশেক আগেও আমাদের ছোট বেলায় দেখেছি কোনও ফাঁকা বাগান বাড়িতে লোকালয়ের পাশে নারকোল গাছের মাথায় এদের বাসা বাঁধতে। সত্যি বলতে কি নারকোল

গাছগুলোকে কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগতো। ওদের মল ও মূত্রের জন্য আশেপাশে গাছগুলোও effective হতো নিশ্চয়।

আস্তে আস্তে শহর তো গ্রামকে গ্রাস করেছে; এই নগরায়নের জন্য অনেক নারকোল গাছ কাটা পড়েছে। আর ওদের বাসাও অদৃশ্য হয়েছে।

ওভার হেডের তার লেগেও বেশ কিছু শকুন মারা যেত। আপনি বলবেন কই অন্য পাখিদের ওভাবে মরতে দেখিনা তো? ঠিকই ধরেছেন। অন্য পাখিদের তো দেখবেন না। কেন? কেন আবার যত বড় ডানাওয়ালা পাখি তত তড়িতাহত হবার সম্ভাবনা। আমরা শুধু আমাদের নিয়েই ব্যস্ত। ব্যাপারটা আণুবীক্ষণ করার সময় আছে।

আগে শহর বা গ্রামের এক প্রান্তে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ভাগাড়ে গরু, মহিষ, কুকুর, বেড়াল বিভিন্ন প্রাণীদের মৃতদেহ ফেলতে দেখা যেত। শুনবেন শকুনের থেকে লোভী প্রমোটারকুল সে ভাগাড়েও ভরাট করে ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলেছে। কোনও এক ফালি জমি নেই যেখানে তেচোখো মাছ, ছোট মাছ, ফড়িংরা খেলা করতো। খালি সর্বগ্রাসী ক্ষিধে নিয়ে বসে আছে প্রমোটার চক্র আর তার সাথে আছে কিছু রাজনীতির ক্ষুধিত মানুষ তাতে মোটামুটি নরক গুলজার করে ছেড়েছে। এবার আমার আপনার পালা সাবধান।

মৃত প্রাণীর চামড়া থেকে মায় হাড়ের গুড়ো পর্যন্ত বিকোচ্ছে। হায় শকুন! খাদক এখন সভ্যতার খাদ্যে পরিণত।

এছাড়া আছে পজিটিভ সাইড এফেক্স ORGANO PHOSPHATE, ORGANO CLORINATED, যা কিছু মৃত শকুনের পেটে পাওয়া গেছে আর আছে heavy metal এছাড়া বিমানের গায়ে ধাক্কা লাগার ভয়ে বিমান বন্দর থেকে ওদের তাড়ানো হয়েছে— একেবারে কোনঠাসা।

আর শেষ পেরেকটা মেরেছে NSAID DRUG বুঝলেন না।NON WSTROIDIAL ANTI INFLAMATORY DRUG একটি DICLOPHEWIC SODIUM CAPSULE গবাদী পশুর ব্যাথা বা জ্বর কমানোর জন্য সস্তা ব্যাথা নিরামক ওষুধ এই ডাইক্লোফেনিক সোডিয়াম। তার সাথে শকুনের কি যোগ মশাই? আছে আছে। সেই ওষুধ খেতে অভ্যস্ত প্রাণীগুলো মারা গেলে তাদের হাড় চেবাবার জন্য তো ছিল মৃত মাংসজীবী শকুনের পাল। আহা সেই বিষাক্ত ওষুধের রেমিডিউ থাকতো হাড়ে মাংসে সেগুলো খেয়ে অন্যদিকে কিডনি ফেইলিওর আলটিমেটলি একটি শকুনের মৃত্যু।

এরা মৃতদেহ খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে সাফ করে ফেলে শুধু কঙ্কালটা পরে থাকে। তাতে রোগ ছড়াতে পারে না। বিশেষ করে ক্রসব্রিডিয়ামও পুসো ব্যাকট্রিয়াকে একদম শেষ করে দেয় ফলে গ্যাস্ট্রীয়ও ধনুস্টংকার হতে পারে না। পচাগলা মাংসের জীবাণু তো আগেই শেষ করে। ওদের মূত্রের মধ্যে জীবাণু নামক গুণ আছে। আর আমরা বসে আছি সর্বগ্রাসী ক্ষিধে নিয়ে, তাই শকুনের কোন পরিভাস নেই। Ultimate Recyclar দেরও শেষ করে ফেলেছি প্রায়।

গঙ্গাসাগরের সমসাময়িক প্রাচীন রায়পুর স্বদেশী মেলা

কুনাল মালিক

'রায়পুর স্বদেশী মেলা' দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী গ্রামীণ সংস্কৃতি ও মহামানবের মিলনক্ষেত্র। প্রাচীনত্বের দিক থেকে গঙ্গাসাগর মেলার পরবর্তী আসনে এই মেলাকে বসালে হয়ত অত্যুক্তি হবে না। লোক সংস্কৃতির ইতিহাসে এই মেলা জাতের মেলা নামে বিখ্যাত। অবশ্য একদা মানুষ এই মেলাকে গঙ্গাকালীর মেলা নামেই জানত। একদিকে শিল্পাঞ্চল বিড়লাপুর, অন্যদিকে ধীবর পল্লী গদাখালী — এই দুই গ্রামের মাঝে অধুনা মধ্য রায়পুরের গাঙ্গেয় তটে এই ঐতিহাসিক মেলার অবস্থান। প্রতি বৎসর পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যতিথিতে শ্রী শ্রী গঙ্গামায়ের পূজা ও মহোৎসব এবং সাধারণত মাঘমাসের প্রথম শনিবার সারারাত্রীব্যাপী মহাশক্তি শ্রী শ্রী কালীমায়ের আরাধনার মাধ্যমে এই মেলার শুভ সূচনা হয়। আজ থেকে ঠিক ২০০ বৎসর পূর্বে এই মেলার সুত্রপাত। এ বছর ২১৫তম মেলার সূচনা হল মকরসংক্রান্তিতে।

হিমালয়ের বুক চিরে নেমে আসা পুণ্যতোয়া গঙ্গাধারার সঙ্গে এই মেলার সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। তাই এই মেলাকে একটু ভালভাবে জানতে আসুন আমরা আদিগঙ্গার আড়াইশ–তিনশ বছরের ঐতিহাসিক কাহিনি তরঙ্গে ভেসে যাই। ভগীরথের আদিগঙ্গা আড়াইশ–তিনশ বছর আগে পর্যন্তও নিম্নবঙ্গে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার কালীঘাট; বারুইপুর, জয়নগর ইত্যাদি পথে বঙ্গোপসাগরে মিশত। নবাব আলিবর্দী খাঁর আমলে (১৭৪০–'৫৬) নিম্ন ভাগীরথী এবং সরস্বতীর উচ্চপ্রবাহ মজে যায়। নবাব তখন এই দুই নদী সংযুক্ত 'বেতোড় সাঁকরাইল' প্রাচীন খালটির সংস্কার করেন। ফলে ভাগীরথী নিম্ন সরস্বতীপথে প্রবহমান হয় এবং সরস্বতীর অস্তিত্ব হারিয়ে যায়। তখন থেকে ভাগীরথী ইউরোপীয় এবং এদেশীয় বণিকদের কাছে কলকাতা, চন্দননগর হয়ে উত্তর ভারত যাওয়ার প্রধান জলপথ হয়। সে সময় কলকাতা নগরীর গুরুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। ১৭৫৭ সালে ইংরাজরা নবাবের কাছ থেকে কলকাতার দক্ষিণ অংশের জমিদারী পায়। তার পরবর্তী পঞ্চাশ বছর কলকাতা সহ অন্যান্য অঞ্চলের বিপুল উন্নতি ঘটলেও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়।

বুড়ুল–রায়পুর অঞ্চলে হুগলী নদীর বিস্তার ২ কিমি এবং মোহনা মুখ ২০ কিমি, আকৃতি অনেকটা কাঁপার মত। এই কাঁপার মত আকৃতি হওয়ায় ভাদ্রমাসের ভরা বর্ষায় এই নদীতে সাড়াসাড়ি বাণ ডাকা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর হত। সে সময় আবার নদীতে বাঁধ ছিল না। ১৭৭০ খ্রীস্টাব্দের ভয়ঙ্কর বন্যায় দামোদর বেহুলা গতিপথ ত্যাগ করে বুড়ুলের বিপরীতে হাওড়ার গড়চুমুকে হুগলী নদীতে মেশে। ফলে বন্যা এই অঞ্চলে একটি বার্ষিক অভিশাপ হয়ে দাঁড়াত। হুগলী নদী ও তার শাখা নদীগুলি প্রচুর পরিমাণে পলি বহন করে আনত। এইসব পলি নদীতীর বরাবর জোয়ারে উঠে আসত। এর ফলে নদীতীর বরাবর কলকাতা পর্যন্ত এক বিশাল মগ্নচরের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশ রাজত্বে ইউরোপীয় বণিকরা পালতোলা জাহাজে করে যখন আসা যাওয়া করত তখন তারা এই মগ্নচরের হদিশ জানত। জানা যায় এইসব মগ্নচরে তখন অনেক জাহাজডুবি হয়েছে। যাইহোক সেকালে রায়পুরের গাঙ্গেয় তটে যে মগ্নচর জেগে উঠেছিল তার বিস্তৃতি ছিল প্রায় দেড় মাইল। কালক্রমে এই মগ্নচর বাবলা, শেওড়া ও হোগলাবনের জঙ্গলে পরিণত হয়। তখন অবশ্য যদিও একদা রায়পুরের বুকে এই উত্থিত মগ্নচরের অস্তিত্ব বা চিহ্ন আজ আর নেই, সবটাই নদীগর্ভে চলে গেছে। আছে কেবল সরকারী প্রচেষ্টায় বাঁধানো একচিলতে জমি। এখানেই বসে প্রতি বছর রায়পুরের 'জাতের মেলা'।

মেলার সূচনা : ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোনার কথা। সাম্রাজ্যবাদী শাসক লর্ড ওয়েলসলী (১৭৯৮–১৮০৫ খ্রীঃ) তখন এদেশে রাজত্ব করছেন। এই সময় বাংলার এক ভয়াবহ বন্যা হয়। বন্যায় মেদিনীপুরের ব্যাপক অঞ্চল ডুবে যায়। হাজার হাজার মানুষ, গরু ছাগল, ঘর–বাড়ি জলে ভেসে যায়। একটি বিরাট খড়ের গাদা মেদিনীপুর থেকে এসে রায়পুরের চরে আটকে যায়। ওই খড়ের গাদার মধ্যে একটি মেয়ে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিল। স্থানীয় বাসিন্দারা এটি লক্ষ করেন। তারা মেয়েটিকে খড়ের স্তূপ থেকে উদ্ধার করেন। জানা যায় মেয়েছি ছিল বিবাহিতা ও অন্তঃসত্বা। তখন এতদঞ্চলের একজন প্রভাবশালী ও ধনীব্যক্তি ছিলেন মহেন্দ্র কর্মকার। মহেন্দ্রবাবু মেয়েটিকে বাড়ি নিয়ে আসেন। কিছুদিন পর মেয়েটি একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দেয়, তার নাম রাখা হয় বনমালী। বনমালীর মা পুরুষদের যাবতীয় কাজ—জ্বালফেলা, জ্বালবোনা, চাষাবাদ সবই করতে পারত। ছোট্ট বনমালী দিনে দিনে বড় হতে তাকে। মহেন্দ্রবাবুর বাড়িতে অনেক গরু ছিল। বনমালী একটু বড় হলে গরুগুলি চড়াতে থাকে।

প্রতিদিন বনমালী রায়পুরের চড়ায় আসত গরু নিয়ে। এরই ফাঁকে সে গরু ছেড়ে দিয়ে নদীতীরে থেকে মাটি তুলে পুতুল তৈরি করত এবং শিশুমনে পুতুল খেলা করত। এটাই ছিল তার একমাত্র খেলা। সেজন্য সবাই তাকে 'পাগলাটে' বলত। এইভাবে দিন যায়। একদিন বনমালী পুতুল গড়ছে। হঠাৎ তার নজরে পড়ল একটি গরু হোগলা বনে ঢুকে পড়েছে। গরুটাকে সেখান থেকে আনতে সেও প্রবেশ করল হোগলা বনের ভিতর। হঠাৎ এই বনমধ্যে তার চোখে পড়ল একটি বাক্স। বাক্সটি খুলে দেখল তার ভিতর কিছু রঙীন কাগজ। আসলে সেগুলি সবই ছিল একশ টাকার নোট। বনমালী টাকা চিনত না। নিতান্তই সাধারণ রঙীন কাগজ ভেবে সেগুলিকে খেলার উপকরণ হিসাবে নিল। তাই সে সেগুলি পুতুলের গলায়, গরু শিং–এ ও গাছের ডালে সাজিয়ে খেলা করতে লাগল। অতঃপর সন্ধ্যায় সে গরু নিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়িতে গরুর গলায় একশ টাকার নোটের মালা দেখে মহেন্দ্রবাবুর তো চক্ষুস্থির। তারপর মহেন্দ্রবাবু চরে গিয়ে অবশিষ্ট টাকাগুলি নিয়ে এলেন। মহেন্দ্রবাবু ভাবলেন এই টাকা মা গঙ্গা তাকে দিয়েছেন তাই তিনি চরের একাংশ পরিষ্কার করে মা গঙ্গার পূজা আরম্ভ করলেন। পরবর্তীকালে স্থানীয় বাসিন্দারা বিশেষ করে রায়পুর বাজারের ব্যবসায়ীরা অমঙ্গলের আশঙ্কায় এখানে রক্ষা কালীপূজা প্রচলন করেন, কারণ জায়গাটি ছিল মূলত শ্মশান।

সেকালের মেলার বর্ণনা : লোকস্মৃতিতে সেকালের মেলার এক বিশাল বর্ণাঢ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। জানা যায় বর্তমান খেয়াঘাট থেকে তখন মেলা শুরু হত। মেলায় একাধিক তোরণ হয়। তোরণের উপরে বাজত নহবত। ২৪ ঘন্টাই মেলার দোকানপাট খোলা থাকত, কেনা–বেচা চলত। ঠাকুর ঘর হত সুরকির। যাত্রাঘর, সাজঘর, মেলার সমস্ত দোকান হোগলা দিয়ে ছাওয়া হত। মেলার প্রয়োজনে ও বিক্রীর জন্য কয়েকমাস পূর্ব থেকে হোগলা বোনা হত। রাতে গ্যাসের আলো দেড়লাইটের আলোয় হাজার হাজার মানুষের কোলাহলে মেলা জমজমাট হয়ে উঠত। আশপাশের আট থেকে দশ মাইল দূর গ্রাম থেকে মানুষজন, ব্যাপারী পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ি চড়ে মেলায় আসত। আর বনেদী ঘরের মেয়েরা সাধারণত মেলায় আসত দিনের বেলা। মেদিনীপুর হাওড়া জেলার মানুষেরা রূপনারায়ণ, দামোদর নদ দিয়ে হুগলী নদী পেরিয়ে আসত মেলায়।

সেকালে রায়পুরের 'জাতের মেলা' মানে একটা ব্যাপক অঞ্চলের মানুষের কাছে সারাবছরের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে নেওয়ার মস্ত বড় বাজার। মেলায় এত বেশি নানা ধরনের দোকান বসত যে মেলা কমিটি বিভাগীয় বিপণন ব্যবস্থায় দোকানগুলি সাজাতেন। বিরাট বিরাট আকারের সাত থেকে আটটা মুদিখানা, ১৫ থেকে ১৬টা ময়রা দোকান, আট থেকে দশটা খাবারের দোকান, ১৮ থেকে ২০টা বাদামের দোকান, সাত থেকে আটটা মাদুর দোকান একসারিতে বসত, এমনিভাবে জামাকাপড় মনোহারী, বটতলার বই, চা দোকান ইত্যাদি সারিবদ্ধভাবে বসত। থাকত কাঁচা আনাজ, ফল ও মাছের বাজার। কামারেরা আসত কোদাল, কুড়ুল, কাস্তে, কাটারী, বেড়ি খুন্তী নিয়ে। থাকত হাঁড়ি, কলসির দোকান। বেতের ধামা, কুলো, বাঁশের ঝোড়া, চুপড়ি সবই মেলায় কেনা বেচা চলত। আমোদপ্রমোদের জন্য সার্কাস, ম্যাজিকশো, পুতুলনাচ, কেষ্টযাত্রা ইত্যাদি হরেক রকম মজার আসর বসত। প্রতিদিন সারারাত্রীব্যাপী যাত্রানুষ্ঠান হত। সে যুগে আর্য অপেরা, গণেশ অপরো, রঙ্গনা অপেরা, নট্টকোম্পানী প্রভৃতি পেশাদার দল এই মেলায় বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। একটিমাত্র অ্যামেচার দল ছিল 'উত্তরপাড়া'র। দুটি সার্কাস বসত—রেমণ্ড সার্কাস ও কৃষ্ণ সার্কাস। সার্কাসের টিকিট মূল্য ছিল—গ্যালারী চার আনা ও মাটিতে তিন আনা। মহেন্দ্রবাবু যে মেলার ভিত্তি রচনা করেছিলেন সেই ঐতিহ্যকে অটুট রাখতে যোগ্যতার সঙ্গে মেলা পরিচালনা করে গেছেন যথাক্রমে যোগেন্দ্রনাথ জানা, কিশোর মোহন জানা, মাণিকলাল মণ্ডল, ঘনশ্যাম পাত্র, বেচারাম জানা, পাচু ভৌমিক, কালীপদ মান্না, তারাপদ আদক, গোপাল কয়াল এবং বর্তমানে দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিক। দেবেন্দ্রনাথ ভৌমিকের সময়কালকে স্বদেশী মেলায় আধুনিক যুগ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আজ থেকে ২৫ বৎসর আগে মেলা সম্পাদকের দায়িত্ব অর্পিত হয় তাঁর হাতে। তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান আরো ১৮ জন মাতৃভক্ত। গঠিত হয় ১৯ জন সদস্য বিশিষ্ট 'স্বদেশী মেলা কমিটি'। সম্পূর্ণ শূন্য হাতে তাঁরা মেলাকে নিজেদের কাঁধে তুলে নেন। তখন রায়পুর বিদ্যুৎ সদস্যরা ও সহৃদয় গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে মেলাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সাহায্য করেন। । প্রখ্যাত জননেতা বুড়ুল নিবাসী প্রভাস চন্দ্র রায়ের আন্তরিক প্রচেষ্টায় এই মেলা কিছু সরকারী অনুদান পায়। ফলে সরকারী প্রচেষ্টায় মেলা প্রাঙ্গণটি পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ১৯৯৬ সালে ২৩শে জানুয়ারি স্বর্গীয় প্রভাসচন্দ্র রায়ের আবক্ষ মর্মর মূর্তি স্থাপন করে বর্তমান মেলা কমিটি। আজকে যদিও এই অতীতের এই বর্ণাঢ্যতা বা বিশালতা, যদিও নেই সার্কাস, নেই যাত্রা, নেই পুতুল নাচ তবুও এক প্রাচীন ঐতিহ্য ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছে এই মেলা। রায়পুর বিদ্যুৎসংঘ পূর্ণ সহযোগিতার প্রশ্নে এই মেলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে দীর্ঘদিন যুক্ত। স্বেচ্ছাসেবক ছাড়াও রাতের প্রহরীরূপে আজও বিদ্যুৎসংঘ তার দায়িত্ব পালন করে আসছে সামাজিক কর্তব্য মনে করে।

অতীতের বিশাল বর্ণাঢ্যতা আজ বিস্মৃতি হলেও আজও এই মেলায় জন জোয়ারে এতটুকু ভাটা পড়েনি। বিশেষত কালীপূজার রাত্রে হাজার হাজার মানুষ সমাবেশ ও কলতানে মেলা প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এক মহান তীর্থক্ষেত্র। সারারাত মহাধুমধামের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অতীতের ধারা ধরে আজও এখানে মানসিক গন্ডি কাটা, ধুনা পোড়ান চলে। এছাড়াও হয় বলিদান— প্রথমে লাউ, আখ পরে পাঁঠা। বর্তমানে এই মেলার সুস্বাদু ঘুগনী, তেলেভাজা, এগরোল, চাউমিন, মিষ্টি প্রভৃতি বিখ্যাত আকর্ষণ। এ প্রসঙ্গে কেষ্টোর ঘুগনী, বাসুদেব মাজীর তেলেভাজা, পরেশবাবুর শাঁখা, কালী মান্নার মিষ্টি, গোরাচাঁদ মণ্ডলের মণিহারী, নিমাইদার এগরোল উল্লেখযোগ্য। স্বদেশী মেলায় নেমে কেষ্টোর ঘুগনী না খেয়ে ফিরে গেছেন এমন লোকের সংখ্যা মনে হয় খুবই কম। এই মেলার জিলিপি ও বাদাম খুবই বিখ্যাত। এছাড়াও বসে অসংখ্য ফুচকা দোকান। চিত্তবিনোদনের জন্য এখানে চলে রাসবিহারী পুরকাইতের ব্যবস্থাপনায় পৌরাণিক কাহিনীকে নিয়ে যান্ত্রিক পুতুল নাচ প্রদর্শন ও প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী চলচ্চিত্র প্রদর্শন। আজও এই মেলায় প্রথম দিকে ২০০ পয়সার বিনিময়ে চলচ্চিত্র দেখানো হয়। বর্তমান মেলা কমিটি মেলা চালিয়ে তিলে তিলে যে অর্থ সঞ্চয় করেছিল তা নিয়ে শ্রী শ্রী গঙ্গামাতা ও শ্রী শ্রী কালিমাতার মন্দির নির্মাণকল্পে ব্রতী হয়। বহু সুহৃদয় মানুষ মন্দির নির্মাণে মুক্ত হস্তে দান করেছেন। সকলের সহযোগিতায় আজ অসম্ভব দ্রুততায় এই মন্দিরের কাজ মোটামুটি শেষ হয়েছে। তবে এর মধ্যেই ঘটেছে অসামান্য কারুকার্যের সমন্বয়। সাধারণ মানুষের কাছে, সকল ভক্তবৃন্দের কাছে এটাই বর্তমান মেলা কমিটির সবচেয়ে বড় উপহার। সকল ধর্ম ও রাজনীতির উর্ধ্বে এই স্বদেশীমেলা। এখানে নেই বিশেষ কোন ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, নেই কোন রাজনৈতিক সংকীর্ণতা—আছে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের অবাধ আগমন ও স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা। এটাই রায়পুর স্বদেশী মেলার সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব। এই ধর্মীয় উদারতা; রাজনৈতিক সমন্বয়তা এবং সাধারণ মানুষের আন্তরিকতাই মেলার সবচেয়ে বড় সম্পদ। মেলার কর্মকর্তা রাজকুমার পরামাণিক জানালেন, এবারের মেলা আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

এ সপ্তাহের মুখ

'হিজড়ে' কথাটা পৃথিবীর মানবজাতির লজ্জা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

পাশ্চাত্যের উন্নত দেশগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞানে অনেকদিন আগেই সাফল্য অর্জন করেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রাচ্যের উন্নয়নশীল যেসব দেশগুলি চিকিৎসাশাস্ত্রে সফলতা লাভ করছে, তার মধ্যে অন্যতম ভারত। আর দেশেরই এক অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে এই রাজ্যের যে সব চিকিৎসকরা সুনাম অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের বাসিন্দা এই চিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা জীবনে অজস্র সংকটজনক অস্ত্রোপচার করেছেন। জেনারেল সার্জারি থেকে শুরু করে ল্যাপারোস্কপিক সার্জারি, পিডিয়াট্রিক সার্জারি সবেতেই সমান সিদ্ধহস্ত। বিশেষ করে পিডিয়াট্রিক সার্জারি অর্থাৎ শিশু শল্যচিকিৎসায় ডা. তপনজ্যোতিকে ধন্বন্তরী বলে মানেন বহু চিকিৎসকই। তাঁকে নিয়েই 'আলিপুর বার্তা'র এ সপ্তাহের মুখ।

শিশু শল্যচিকিৎসক ডাঃ তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা এম বি বি এস, এম এস, এম সি এইচ। প্রায় ৩৩ বছরের ডাক্তারি জীবনে তিনি চিকিৎসা করেছেন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নীলরতন সরকার হাসপাতাল, ডা বি সি রায় চিলড্রেন হাসপাতাল সহ কল্যাণীর জওহরলাল নেহরু হাসপাতালে। শিশু শল্য চিকিৎসক (পিডিয়াট্রিক সার্জেন) হিসেবেই তিনি এইসব হাসপাতালে চিকিৎসা করেন। বর্তমানে ইনস্টিটিউট অফ চাইল্ড হেল্‌থ–এর শিশু শল্য চিকিৎসা বিভাগে সহ অধ্যাপক পদে নিয়োজিত আছেন। এছাড়াও তিনি 'পিডিয়াট্রিক এন্ডোস্কপিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এইসঙ্গে অ্যাপেলো গ্লিনিগল্ হাসপাতাল ও সল্টলেকের এম আর আই হাসপাতালে ভিজিটিং সার্জেন হিসেবে কাজ করেন। বারাসতের কেয়ার এন্ড কিওর হাসপাতালে শল্য চিকিৎসকের কাজ করছেন প্রায় ২০ বছর। পিডিয়াট্রিক ল্যাপারোস্কপিক–এ সমগ্র উত্তর–পূর্ব ভারতে এক অন্যতম ধন্বন্তরী চিকিৎসক হলেন ডা. তপনজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি অ্যাডাল্ট ল্যাপারোস্পপিক, অ্যাডভান্স ল্যাপারোস্কপিক–এও সমান দক্ষ। একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে জানান, কিছুদিন আগেই তিনটি শিশুর প্যানক্রিয়াসের মাথা ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার করেন। তারা সকলেই সুস্থ আছে, বলে দাবি করেছেন। এছাড়াও বহু ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার করেছেন এ পর্যন্ত। যার মধ্যে আছে কোলোনিক ক্যান্সার, পাকস্থলী ক্যান্সার, ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রভৃতি। সম্প্রতি মাত্র ২৮ দিন বয়সের এক নবজাতকের সফল 'নিওনেটাল' সার্জারি করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

মাল্টিপল পলিপোসিস থেকে কোলনকে বাদ দেওয়া

শিশুর প্রস্রাবের রাস্তা নিচে, সফল অস্ত্রোপচার দ্বারা তাকে স্বাভাবিক স্থানে প্রতিস্থাপন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চলতি শতাব্দীর প্রায় জন্মলগ্নে হরমোন ঘটিত একটি সমস্যার সফল অস্ত্রোপচার চিকিৎসা জগতে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। নদিয়া জেলার এক দম্পতির কন্যাসন্তান সুজাতার বয়স বাড়ার সাথে সাথে ছেলে সুলভ আচরণ পরিলক্ষিত হতে থাকে। ওই দম্পতি ডা. তপনজ্যোতির শরণাপন্ন হন। এক অভিনব ও সফল অস্ত্রপচারের মাধ্যমে সপ্তম শ্রেণীর সুজাতাকে সুজিত–এ অর্থাৎ ছেলেতে রূপান্তরিত করেন। জানালেন, এরপর প্রায় আরও গোটা ছয়েক এরূপ অপারেশন করেছেন। প্রত্যেকটিই সফল। 'হিজড়ে' শব্দের ঘোর বিরোধী ডা. তপনজ্যোতির বক্তব্য, 'হিজড়ে' শব্দটা পৃথিবীর মানবজাতির লজ্জা। কোনও দিন নিজের সন্তানকে গোপনে হিজরে কমিউনিটির হাতে তুলে দেওয়া উচিৎ নয়। কারণ চিকিৎসা শাস্ত্রে এর সম্ভাব্য সমাধান আছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই সমস্যাকে বলা হয়, 'ইন্টার সেক্স প্রবলেম'। অস্ত্রপচারের মাধ্যমে এদের স্বাভাবিক জীবনের ফেরানো সম্ভব।' তাই তাঁর প্রশ্ন, কেন সাধারণ মানুষ এদের অন্য চোখে দেখবে? কেনই বা এরা সাধারণের মত বড় হবে না, শিক্ষা পাবে না? আর কেনই বা তারা ভিক্ষাবৃত্তি করবে? তাঁর মতে, হিজড়েদের পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি ঠিক নয়। আগে চিকিৎসা বিজ্ঞান পিছিয়ে থাকার কারণে এ ধরণের অস্ত্রোপচার সম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে চিকিৎসাশাস্ত্র অনেক উন্নত। তাই এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রয়োগবিধির সাহায্য না নিয়ে স্বাভাবিক জীবন থেকে এদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা শুধুমাত্র সমগ্র পৃথিবীর মানবজাতির লজ্জাই নয়, এক মানবিক অপরাধও বটে, বলে মনে করেন এই বিশিষ্ট শল্য চিকিৎসক।

মাঙ্গলিকী

পশ্চিম পুটিয়ারি সাহিত্য সংগঠনের মাসিক সভা

সম্প্রতি একটি সভায় ২৭ জন কবি, লেখক, সঙ্গীত শিল্পী যোগদান করেন দেবাশিস মল্লিকের সুনির্বাচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত (কি শোনাবো) দিয়ে 'আসরের সুন্দর শুরু হল। তাঁর সঙ্গে প্রদীপ গুপ্ত গলা মেলালেন সবাই এভাবে। এছাড়াও এদিন আসরে গান শুনিয়েছেন সুরেশ চন্দ্র বৈদ্য। যাঁদের কবিতা/ছড়া এদিন সকলের মন ছুঁয়ে গেলো তাঁরা হলেন কানন পোড়ে, নিতাই মৃধা, বিধান সাহা, প্রবীর নন্দী, অনিমা বিশ্বাস, শান্তনু মিত্র, দেবাশিস মল্লিক, মধুসূদন কর, স্বপন শী, উদয় চক্রবর্তী প্রমুখ।

যথাযথ রম্য রচনায় আসর জমিয়েছেন সুকুমার মন্ডল। পরিবেশ দূষণের উপর ভিত্তি করে ভালো গল্প শুনিয়েছেন অভয় গাঙ্গুলি। মজাদার বড় মাপের রঙিন ছবি জাদু দেখালেন অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সাহিত্যসভার আহ্বায়ক সুকুমার মন্ডলের আহ্বানে শেফালি সরকার আসর সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন–শ্রীমতী সরকারকে অভিনন্দন তাঁর সুষ্ঠু সঞ্চালনা কাজের জন্য।

ওয়েবসাইটে বোস লিগাসি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের দুই অগ্রণী যোদ্ধা নেতাজি

সুভাষ চন্দ্র বসু ও তাঁর অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুর কর্মজীবনের যাবতীয় তথ্যাদি এখন www.TheBoseLegacy.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাঁদের অবদান, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে তাঁদের বক্তৃতা, তাঁদের বিভিন্ন রচনাদি, জেলখানার রোজনামচা, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রাদি, ডায়েরি, ছবি ইত্যাদি এই ওয়েবসাইটে আছে। আছে এখনও পর্যন্ত অজানা, অপ্রকাশিত বহু তথ্য—সব মিলিয়ে একটি বিশেষ ও বিশাল সংগ্রহশালা। গবেষক ও সাধারণ পাঠক সকলেরই কাজে লাগবে এই নতুন ওয়েবসাইট। এর বৃহদাংশই শরৎচন্দ্র বসুর পুত্র অমিয়নাথ বসুর সংগ্রহ থেকে নেওয়া।

এই ওয়েবসাইটে পাঠকরা নেতাজির দুই বিখ্যাত বই Indian Struggle এবং An Indian Pilgrim–এর বঙ্গানুবাদ 'মুক্তি সংগ্রাম' ও 'ভারত পথিক' পড়তে পারবেন। শেষোক্ত বইটির প্রচ্ছদ এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়।

১২ই ডিসেম্বর, ২০১৪ ওয়েবসাইটটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত। উদ্বোধনী সভায় ছিলেন এবং বক্তব্য রাখেন পশ্চিমবঙ্গ হিউম্যান রাইট্স কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যানঅবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গাঙ্গুলি, 'আউটলুক' পত্রিকার সম্পাদক কৃষ্ণ প্রসাদ এবং বিশিষ্ট সাংবাদিক শান্তনু সান্যাল।

ওয়েবসাইটটি চালু করেছে 'টিম বোস লেগাসি' সংস্থা। উদ্দেশ্য—শরৎ ও সুভাষ দুই ভাই সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করা।

ঝুপড়ির মেয়েটি শিক্ষক হতে চেয়েছিল

দীপককুমার বড় পণ্ডা

দীপঙ্করবাবু বললেন, ওইদিকটায় একটু যাবেন? একটা কথা বলব। বললাম, আজ নয়। পরে যাব। দীপঙ্কর নাছোড়বান্দা। অগত্যা ঠাকুরপুকুর থ্রি–এ বাসস্ট্যান্ডের উল্টোদিকে গেলাম। এখান থেকেই মহাত্মা গান্ধি রোড শুরু। এই রাস্তাটা টালিগঞ্জে উঠেছে। রাস্তাটায় খানিকটা গিয়ে দীপঙ্কর দাঁড়ালেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে কেমন যেন আনমনা হলেন। বললাম, এতটা এলেন কেন? বললেন, একজনের কথা মনে পড়ছে খুব করে। ওর কথা বলার জন্যই আপনাকে এত করে ডাকলাম। বললাম, চটপট বলুন, আর ভনিতা করতে হবে না। উনি বললেন, কিন্তু আপনার তো দেরি হবে। খানিকটা শাসনের ভঙ্গিতে শুধালাম, 'আরে বলুন না, অত কথা বলতে হবে না।' 'জানেন, এই যে বাড়িটা দেখছেন, ১৯৯১ সালে এখানে অনেকগুলো ঝুপড়ি ছিল। ওখানে একটি বিহারী পরিবার থাকত। পরিবার মানে, স্বামী স্ত্রী আর তাঁদের এক মেয়ে। পুরুষ মানুষটা কলকাতা কর্পোরেশনের গ্রুপ ডি পোস্টে চাকরি করতেন।'

এবার আবার চুপ করেন দীপঙ্কর। বলেন, 'কিছু খাবেন?' খুব বিরক্ত লাগে। বলি, বলুন না যা বলছিলেন। 'শুনবেন আপনি?' উনি জানতে চান। বলি, না শুনে উপায় আছে? আপনি ছাড়বেন নাকি! দীপঙ্কর বলতে থাকেন। ওঁর কথা মন দিয়ে শুনতে থাকি। হাওড়া জেলার আমতার এক গ্রামের ছেলে দীপঙ্কর উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে কলকাতায় আসে কলেজে পড়তে। বাবা নেই, যেভাবেই হোক দাঁড়ানোর স্বপ্ন বুকে নিয়ে কলেজে ভর্তি হয়। কিন্তু পড়াশোনার, থাকা–খাওয়ার খরচ চলবে কী করে? একজন শুভানুধ্যায়ীর চেষ্টায় দুটি টিউশন জুটে যায় কপালে। তার একটি ছিল এই ঝুপড়িতে। মেয়েটি ক্লাস সিক্সে পড়ত। তাকে সব সাবজেক্ট পড়াতে হত। মাঝারি মানের পড়াশোনা করা মেয়েটির স্বপ্ন ছিল শিক্ষিকা হওয়ার। এরজন্য সে খুব মন দিয়ে পড়ত। কিন্তু ওর শরীরটা সাথ দিত না। মাঝে মাঝেই ওর জ্বর হত। মেয়েটি ক্রমশ রুগ্ন হয়ে যাচ্ছিল।

মেয়েটিকে ওর মা খুব উৎসাহ দিতেন। মেয়ের যাতে পড়ার কোনো অসুবিধা না হয়, এরজন্য সংসারের কোনো কাজ মা তাকে করতে দিতেন না। কোনো কোনোদিন ভদ্রমহিলা এসে 'মাষ্টারমশাই'–এর কাছে জানতে চাইতেন, ও কেমন পড়ছে? কিন্তু ভদ্রমহিলার শরীরটাও ভালো যাচ্ছিল না। কয়েকদিন অন্তর রোগে ভুগতেন। একদিন ওঁর যক্ষা রোগ ধরা পড়ল। যক্ষার চিকিৎসা শুরু হল। তাও মাকে বাঁচানো গেল না। মায়ের মৃত্যুর পর মেয়েটি এবং তার বাবার যক্ষা পরীক্ষা হল। দেখা গেল, তাদেরও যক্ষা ধরেছে। 'পড়াতে যেতাম, আমার দিদি বলেছিল সাবধানে থাকবি। মেয়েটি খুক খুক করে কাশত। ধীরে ধীরে সেটা বাড়ল। কাশতে কাশতে চোখ–মুখ দিয়ে জল বেরিয়ে যেত। তাও পড়া ছেড়ে উঠে যেত না। বসে থেকে পড়া বোঝার চেষ্টা করত। আগে বাবা পড়ার কোনো খবর নিতেন না। পরে দেখতাম, ভদ্রলোক এসে দাঁড়িয়ে দেখতেন, ও কেমন পড়ছে। দু–এক মাস দেখলাম, মাসের বেতনটা দেওয়ার সময় কেমন একটা করছেন। একটা যেন অস্বস্তি। যেন, এটা একটা বাজে খরচ, এই আর কি!' দীপঙ্কর বুঁদ হয়ে বলে যাচ্ছেন। অন্য কোনোদিকে তাঁর মন নেই।

'এইভাবে একদিন মেয়েটাকে পড়িয়ে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। সেদিন বেতনের দিন। মেয়েটির বাবা ঘরের বাইরে এলেন। বললেন, মাষ্টারমশাই, মাইনার টাকাটা আজ দিতে পারছি না। পরশু যখন আসবেন, তখন দিয়ে দেব। এটা শুনে চলে আসতে পারলাম না। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম। কারণ, আমিও তখন ভাবছি বাড়িওয়ালাকে গিয়ে কী বলব? ওঁকে সেদিন টাকা দেব বলেছি। মুদিখানায়ও কিছু টাকা দেওয়ার কথা। এইসব ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকি।' নির্দ্ধারিত দিনে ছাত্রীর বাড়ি গেছিলেন দীপঙ্কর। দেখলেন, মেয়েটির বাবা ঘরের বাইরে দাঁড়িয়েছেন, খানিকটা দূরে। ঘরের ভেতর কেউ নেই। বইপত্র সব এলোমেলোভাবে ছড়ানো ছিটানো। সাধারণত, এসময় মেয়েটি ঘরের ভেতর বইপত্র নিয়ে বসে থাকে। আমার জন্য অপেক্ষা করে। আজ কেন ও নেই? তবে কি কোথাও গেছে? 'তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোকের চোখে জল। উনি কাঁদছেন। একটু অবাক হলাম। ভদ্রলোক বললেন, রাখি আর নেই। ও আজ সকালে চলে গেল। আপনার কথা খুব বলছিল। মাষ্টারমশাই, আপনার বেতনটা নিয়ে যান। কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খাই। ওদের এক প্রতিবেশী এগিয়ে আসেন। বললেন, এইতো কিছুক্ষণ আগে আমরা ওকে কেওড়াতলা শ্মশানে দাহ করে এলাম।'

সেদিন দীপঙ্কর আর দাঁড়াতে পারেননি সেখানে।চলে এসেছিলেন। বাড়িতে এসে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যেভাবে হোক শিক্ষক হতে হবে। 'রাখি শিক্ষক হতে চেয়েছিল। মনে হয়েছিল, শিক্ষক হয়েই ওর অপূর্ণ ইচ্ছা পূরণ করব।' এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন শিরাকোল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপঙ্কর চক্রবর্তী। মেয়েটির বাবা পরে পাগল হয়ে গেছিলেন। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন। চেনা কাউকে দেখলে জিজ্ঞেস করতেন, 'আমার রাখিকে দেখেছ?' এবারে ব্যাগে হাত গলান দীপঙ্কর। বার করে আনেন একটা ফুলের মালা। বলেন, 'আজ রাখির মৃত্যুদিন। সকাল থেকে ওকে খুব মনে পড়ছে।' সেইসময় এক উন্মাদ জরাজীর্ণ চেহারার মানুষ আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান।

যাওয়া আসার পথে পথে

উল্টোপাল্টা

জীবন যে রকম

সুকুমার মণ্ডল

জীবন আজ কী রকম তা আপনি নিজে ছাড়া আর কে ভালো বোঝে। বেঁচে থাকার আনন্দ–স্ফূর্তি হাতের আঙুল গলে হুস্‌হাস করে উধাও হয়ে যাচ্ছে, আর এই যাচ্ছেতাই জীবনে পড়ে থাকছে বঞ্চনা, হতাশা আর একরাশ অবসাদ। আহা... জীবনটা যদি একটানা সুখের হতো, তাহলে কেমন হতো! আমার হা–হুতাশে জল ঢেলে বহুদর্শী এক প্রবীণা জানালেন, অমনটা সত্যি সত্যি হলে জীবনে ঘেন্না এসে যেত। শুধু একটানা সুখ একঘেঁয়ে লাগবে, রোজ রসগোল্লা খেলে মুখে আর স্বাদ লাগবে না, একটানা দিন কারো ভালো লাগে না। দিনের পরে রাত্রি চাই–ই চাই। ফের সুখের আশায় উন্মুখ হওয়ার জন্যে দুঃখের পর্বটাও তাই খুব জরুরি। কবি তো কবেই বলে গিয়েছেন বিপদে আমি না যেন করি ভয়। আর দেখুন কাণ্ড, বিপদের প্রথম রাউন্ডেই আমরা ভয়ে কেঁচো হয়ে কত রকম উদ্ভট কাণ্ডই না বাঁধিয়ে বসি! কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য যে মানসিক দৃঢ়তা দরকার সেই শিক্ষাটুকুও আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে ঠিকঠাক দিচ্ছি না। ফলে জীবন–ছন্দের এতটুকু পতনেই ওরা মানসিক ভাবে কুপোকাত হয়ে পড়ছে।

কিন্তু এই সব তত্ত্ব কথায় কান দিতে কারই বা মন চায়। দুঃখ–কষ্টে যাঁরা জেরবার তাঁরা এই স্তোতবাক্যে মোটেও খুশি হবেন না। রোজকার সমস্যা কিংবা রোজগার সমস্যা, ঝামেলা আমাদের জীবনে সদা হাজির, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকার জো নেই। কিছু সমস্যা আমাদের ঘাড়ের ওপর টপাত করে এসে পড়ে কুপোকাত করে ফেলে, এবং তার পিছনে সাধারণত আমাদের কোনও হাত থাকে না। কিন্তু আমাদের বেশির ভাগ সমস্যা পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষভাবে আমাদের নিজেদের দোষে ঘটে থাকে। অথচ মজা এই যে, সেই দিকটা দিব্যি আড়াল করে আমরা ভাগ্যের ওপর ক্ষোভ উগরে দিই। আত্ম–সমালোচনার মতো নিকৃষ্ট কাজে নিরুৎসাহ থাকি।

কষ্টের দিনগুলো কীভাবে মোকাবিলা করা যেতে পারে সেই দিকের উপায়গুলোকে খুঁজে বের না করে অনেকেই সমস্যার জ্বালা ও উদ্বেগ থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য সহজ রাস্তা বেছে নিচ্ছেন আজকাল। কারণ অকারণে কিংবা সামান্য কারণে মানুষ আজ ফটাফট্ আত্মহনন করে বসছে। স্কুলে মাস্টারমশাই কিংবা দিদিমণি বকেছেন বা মেরেছেন, বাবা–মা বকেছে, মোটরসাইকেল কিংবা মোবাইল কিনে দেওয়ার বায়না মেটেনি, স্বামী কিংবা স্ত্রী–র সঙ্গে অবনিবনা হয়েছে, একগাদা ঋণ নিয়ে ফেলেছেন এখন পাওনাদারেরা পিছু নিয়েছে, প্রেমের মেয়েটি না করে দিয়েছে কিংবা অন্যত্র বিয়ে করে ফেলেছে, অফিসে বস্ বকাঝকা কিংবা অসভ্য ইঙ্গিত করেছে, রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ছেলে বা মেয়ে পরিত্যাগ করে গিয়েছে কিংবা অসহায়ভাবে ধর্ষিতা হয়েছেন—নিজের জীবনটাকে শেষ করে দেওয়ার জন্য এমন সব বিচিত্র বিভীষিকাময় কার্যকারণ রোজ মানুষকে উসকে চলেছে।

আজকাল কিশোর–কিশোরীরা দুমদাম আত্মহত্যা করে বসছে, সেটা সামাজিক দিক দিয়ে ভয়াবহ প্রেক্ষাপটের ইশারা বহন করছে। মাত্র বারো–চোদ্দো বা ষোলো–আঠারো বয়সেই এতো অভিমান, হতাশা কিংবা গোঁয়ার্তুমি ওদের মগজে সেঁটে যাচ্ছে কি ভাবে! কোনও পরীক্ষায় কম নম্বর পেয়ে বসলেই জীবনটা অন্ধকার ভবিষ্যতের মধ্যে সেঁধিয়ে যাবে এমন ভয় ওদের কে দেখাচ্ছে বলুন তো? চারপাশের চাকচিক্য ওদের মাথা ঘুরিয়ে দিচ্ছে, নাকি অভিভাবকরা ছোট্টবেলা থেকে তাদের ছেলে বা মেয়েকে চাহিদা–মাত্র আবদার পূরণ করে করে ওদের প্রত্যাশার অভ্যাসটাই নষ্ট করে দিয়েছেন। এই দুনিয়ায় চোখ–ধাঁধানো জিনিসের অভাব নেই এবং হয়তো আপনার প্রাণপ্রিয় সন্তানকে সে সব কিনে দেওয়ার মতো রেস্ত–ও আপনার পকেটে রয়েছে। তাই আপনি ছেলে বা মেয়েকে বায়নামতো নামি–দামি মডেলের মোবাইল–জামা–জুতো–রোদ–চশমামায় মোটর সাইকেল বা স্কুটার অবলীলায় যুগিয়ে যাচ্ছেন। তা না হয় হলো, কিন্তু ভেবে দেখেছেন কি, যদি কোনও দিন চাহিদামাফিক কোনও বস্তু ওকে কিনে না দেন কিংবা আপনার সাধ্যাতীত হয়, সেটুকু অপ্রাপ্তি বরদাস্ত করতে আপনার আত্মজ আদৌ প্রস্তুত কি না!

কলকাতায় আত্মহত্যার খরচও কম, মাত্র পাঁচ টাকার একটি টিকিট কেটে মেট্রো রেলের লাইনে টুপ করে টপকে গেলেই হল। পরপারে যাওয়ার এতো সস্তার টিকিটের সন্ধান পাওয়া মাত্র সেটি জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। খোঁজ নিয়ে দেখুন, কলকাতায় সারা বছর যতগুলো আত্মহত্যার ঘটনা ঘটছে তার সিংহভাগ কৃতিত্বই মেট্রো রেল–এর দখলে। হয়তো অন্যান্য চিরাচরিত বস্তা পচা পদ্ধতিতে ঘেন্না ধরে গিয়েছে মানুষের। যার নেহাত–ই কপাল খারাপ (!), তার ঠিক সামনে এসে ট্রেন ব্রেক করে থেমে যায়, মাঝখান থেকে রেল লাইনে পড়ে গিয়ে বেচারিকে হাড়–গোড় ভাঙা দ হয়ে বিছানা–বন্দি থাকতে হয়। আর তার পর বিস্তর পুলিশি ঝামেলা পিছু নেবে, তখন বেচারীর আরও আক্ষেপ হতে থাকে, ছিঃ ছিঃ, এর চেয়ে মরে গেলেই...। তবে আত্মহত্যা–প্রত্যাশীরা ইদানিং হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন। আত্মহত্যা এখন আর আইনের চোখে অপরাধ নেই, জীবনের জ্বালা জুড়িয়ে সফল আত্মহত্যা করলে, পুলিশ আপনার পরিজনদের পরে জ্বালাবে না, অতএব যান, নির্ভয়ে মরুন গে!

আগমার্কা পৌষালি বৃষ্টিতে চাষিরা কাঁদছে : নেতারা নাচছে

শক্তিভূষণ সরকার

'যদি বর্ষে পৌষে, রাজা বিকায় তুষে'–এই খনার বচনটি সবারই জানা। পৌষ মাসে এ সময়ের বৃষ্টি চাষিদের কাছে কোনদিনই কাম্য নয়। কাম্য নয় কোনো বাঙালিরই। শুধু নেতাদের কাছেই এটা কাম্য। কারণ নেতারা চায় না চাষি তথা দেশের মঙ্গল। তাই সরকার প্রায় আট হাজার কোটি টাকা খরচা করে বর্ষাকালের বৃষ্টি বাতিল করে পৌষের পৌষালি বৃদ্ধি ঘটিয়ে মহানন্দে মৌসুমি খুনের সাফল্যের ধ্বজা তোলার বিরুদ্ধে কোনও দলের কোনও নেতা একটুও টু ফ্যা না করে মহাখুশীতে চায়ের পেয়ালায় তুফান তুলে মহানন্দে বুঁদ হয়ে আছে। পৌষে বৃষ্টিতে কাটা ধান যারা তুলতে পারে নি তাদের পাকা ধানে মই হয়েছে। সবজি ও আলুতে বিশাল অঙ্কের লোকসান হয়েছে।

সরকার মরু চাষের মারফৎ মরুভূমির জোরালো নিম্ন চাপকে মধ্য ভারতে যত্র তত্র ছড়িয়ে দেওয়ায় মৌসুমীর অপমৃত্যু হয়েছে। তাই বায়ু প্রবাহের নির্দিষ্ট পথ ও গতি ভারসাম্য হারিয়েছে। এ কারণে ভারতের জলবায়ুতে এসেছে অভিনব ব্যাপক পরিবর্তন। এ পরিবর্তনে চাষিদের চাষবাসে লালবাতি জ্বলজ্বল করছে। আলিপুর বার্তা ৩২ বছর ধরে সাবধান বাণী শুনিয়ে আসছে। কিন্তু নেতারা দেশভক্ত নয়–এটা প্রমাণ করার জন্য যে সাবধান বাণী অত্যন্ত সযত্নে ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করেছে।

পৌষে যাতে বাংলার বৃষ্টি না হয় তার জন্য প্রকৃতির দেওয়া নিম্নচাপের কেন্দ্র বিন্দু রাজস্থানের থর এলাকা থেকে সরিয়ে দাক্ষিণাত্যে স্থাপন করতেন। গরমকালে অতি গরমে মরুভূমি বক্ষে গরম করে দখিনা বাতাস টানার প্রক্রিয়ায় বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে শীতের মরসুমে। এ সময় সূর্য বেশিক্ষণ থাকে দক্ষিণ মেরুর দিকে। তা উত্তর বা উত্তর পশ্চিম অপেক্ষা দাক্ষিণাত্যে তাপমাত্রা বর্দ্ধিত হয়। ফলে নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু স্থান বদল করে। অর্থাৎ L থাকে দক্ষিণে আর H থাকে L–এ বায়ু তাড়িত হয়। তাই শীতে দখিনা বাতাস থাকে না, থাকে উত্তরের বাতাস।

উত্তরের বাতাস শুষ্ক ও শীতল। তাই উত্তরের বাতাস প্রবাহে থাকে না জলীয় বাষ্পের দাপট, সর্বদাই থাকে শুষ্কতার ঠাণ্ডা গতিবিধি। H–এর চাপ জোরালো থাকে। সেই চাপে জন্য মৌসুমী গ্রীষ্মকালে যে পথ বেয়ে আসত, শীতে

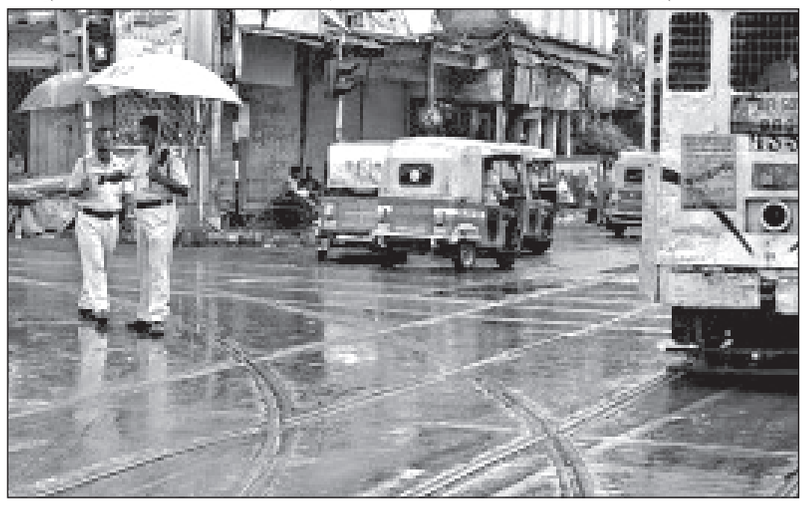

সে পথ ধরে ক্রমশ পিছু হটে দাক্ষিণাত্যের দিকে ছুটে যায়। উত্তরের বায়ুর গতি জোরালো থাকায় সাগর থেকে দামাল দক্ষিণা বাষ্পের মেঘেরা বাংলার দিকে ধেয়ে আসত পারে না। তা পৌষর বাংলা থাকে সম্পূর্ণ বৃষ্টিমুক্ত অঞ্চল। অপরদিকে দাক্ষিণাত্যের দিক বৃষ্টি আছড়ে পড়ে। এখন সরকার প্রকৃতি বিজ্ঞানীর কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে মরু চাষ করে চলেছে। তাই নিম্নচাপের কেন্দ্রবিন্দু (L) শুধু আর দাক্ষিণাত্যেই ঠাঁই গেড়ে বসে নেই। ভারতের মধ্যাঞ্চল জুড়েই রয়েছে বিক্ষিপ্ত দাপট। এ কারণে মধ্যভারত জুড়ে রয়েছে বহুমুখী টান। তাই বায়ুর চলনের গতিপথে রয়েছে নানা বাঁধা। এর ফলে কখনো দক্ষিণ থেকে খাবলা মেঘেরা দলবল নিয়ে ঢুকে পড়ে। দখিণা বাতাস মানেই গরমের আধিক্য। উত্তরের বাতাস মানই ঠাণ্ডার আমেজ। ঠাণ্ডা গরমের দড়ি টানাটানিও শীতের আবহাওয়ায় তেমন জমে ওঠেনি। পৌষে বহু জায়গায় বহু সময় গরমভাব দেখা দেওয়ায় ফ্যান চালাতে হয়েছে। দখিনের টানে ছুটে আসা মেঘেরা জমাট বেধে ঘটিয়েছে বৃষ্টি। প্রকৃতি দেবী এ বৃষ্টি চান না। এ বৃষ্টিতে বাংলার কৃষি কাজে ব্যাপক বিপর্যয় সৃষ্টি হয়। শীতকালে প্রকৃতি দেবী যে বৃষ্টির ব্যবস্থা করেছেন তা মাঘে হয় পশ্চিমী ঝামেলার আশীর্বাদে। ঐ বৃষ্টি গম চাষের অনুকূল। মাঘের সব চাষেই বাংলা আশীর্বাদের পরশ পায়। তাই খনার বচন যদি নামে মাঘের শেষ, ধন্য রাজার পুণ্য দেশ, নেতারা দেশের কল্যাণ চায় না। তাই মরু চাষ বন্ধ হয়নি। প্রকৃতি দেবীও তাই আজ রুষ্ঠ। ফি বছরই অকল্যাণের বৃষ্টি হবেই হবে।

সারা বাংলা সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা – ২০১৫

পরিচালনায়: মাঙ্গলিকী (নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক শাখা)

তারিখ : ১২ই জানুয়ারী – ২৩শে জানুয়ারী ২০১৫
স্থান : সামালী, মনসাতলা, দঃ ২৪ পরগণা

২৩শে জানুয়ারী, ২০১৫

সকাল ১১টা বিষয়-বসে আঁকো

বিভাগ–ক (৬বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–খ (৬এর উর্দ্ধে ৯ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–গ (৯এর উর্দ্ধে ১২ বৎসর পর্যন্ত)
বিভাগ–ঘ (১২ এর উর্দ্ধে ১৬ বছসর পর্যন্ত)

প্রতিযোগিতার বিষয় প্রতিযোগিতার দিন জানানো হবে। শুধু মাত্র কাগজ সরবরাহ করা হবে।

নিয়মাবলী

প্রয়োজনে জন্ম সার্টিফিকেট দিতে হবে। বিচারকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। প্রতিযোগিতায় কোন প্রবেশ মূল্য নেই।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২৩শে জানুয়ারী ২০১৫ বৈকাল – ৪টায়।

নাম দেওয়া যাবে কোথায়

আলিপুর বার্তার সম্পাদকীয় দপ্তর,
সুধীর নন্দী
সামালী বিবেক নিকেতন –২৪৯৫৯১৪৮/ ৮০১৩৫২৩০৯৫
বিশ্বজিৎ পাল – ক্যানিং – ৯৪৭৫৮০১৪৬৪
মেহবুব গাজী – ডায়মণ্ডহারবার – ৯৮০০৫৭১৯৬৯
কাশীনাথ সিংহ, বাখরাহাট – ৯৯০৩৬২৭৭০৫
রাজকুমার পরামানিক, রায়পুর – ৯০৫১১৩৩৪১৩
অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার – বারুইপুর – ৯৭৪৮১২৫৫৭০
আলিপুর বার্তা, সিটি অফিস –৫৭/১এ চেতলা রোড, কলকাতা–২৭, (০৩৩) ২৪৭৯৮৫৯১

প্রতিযোগিতা সম্পর্কে যে কোন কিছু জানার জন্য যোগাযোগ করুন
কুনাল মালিক (৯৮৩০৮৫৪৯৮৯)

নিখিল বঙ্গ কল্যাণ সমিতি

পরিচালিত

৫১তম বার্ষিক উৎসব ও স্বামীজী–নেতাজী জন্মোৎসব উদ্‌যাপন

১২ই জানুয়ারী, সোমবার :–
স্বামীজীর জন্মোৎসব ও বালক ভোগ বিতরণ
১৩–১৪ই জানুয়ারী, মঙ্গল ও বুধবার :–
সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা
১৭ই জানুয়ারী, শনিবার :–
আলোচনাসভা
১৮ই জানুয়ারী, রবিবার :–
স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির
সহযোগিতায়–বালানন্দ ব্রহ্মচারী হাসপাতাল
১৯শে–২২শে জানুয়ারী, সোমবার :–
আলোচনা সভা
২৩শে জানুয়ারী, মঙ্গলবার :–
পতাকা উত্তোলন, নেতাজীর জন্মসময় পালন, দরিদ্র নারায়ণ সেবা, বস্ত্র বিতরণ, পুরস্কার বিতরণী ও নানান অনুষ্ঠান সঙ্গে ম্যাজিক (জাদুকর বনানী বন্দ্যোপাধ্যায়)।

পথনির্দেশ : ঠাকুরপুকুর বাজার থেকে বাস, অটো যোগে মনসাতলা স্টপেজ।

মিডিয়া পার্টনার – আলিপুর বার্তা, দৈনিকের সঙ্গে আজও পাল্লা দেয়

ক্রিকেট থাক, অন্য খেলার দিকেও একটু নজর দিতে হবে

কমল নস্কর

খেলাধূলার ইতিহাসে ভারতের সুনাম নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রধানত ক্রিকেট নিয়েই চর্চা বেশি হয়ে থাকে। কারন ক্রিকেটকে এদেশে ধর্মের মতো পুজো করা হয়। অথচ ক্রিকেটের বাইরে এমন কতগুলি খেলা রয়েছে যাতে ভারতের সুনাম জগৎ জোড়া। কিছু ক্ষেত্রে সেই সুনাম ফিকে হয়ে গেলেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয় সেইসব ক্রীড়ায় এদেশের দক্ষতা। তাও যেহেতু কুলীন পর্যায়ের খেলা নয়, তাই সেসব নিয়ে হেলদোল করতে দেখা যায় না সদস্য-সমর্থকদের। আবার কিছু খেলা যেমন ধরুন ফুটবলে ভারতের অতীত গৌরব সমৃদ্ধশালী হলেও এখন পিছতে পিছতে তা নেপথ্যে চলে গিয়েছে। তাও মাঝেমধ্যে অবাক-বিস্ময় জাগে যখন আইএসএলের মঞ্চ থেকে ঘোষিত হয় ভারতের বিশ্বকাপ আনা নিয়ে।

সত্যি কথা বলতে ভারতের এই বিশ্বকাপ অভিযানের ব্যাপারটা এতো তমসাচ্ছন্ন যে ভুলেও কেউ ফুটবল বিশ্বজয়ী হিসেবে ভারতকে গণ্য করে না। হ্যাঁ, অতিবড় ভারতীয় সমর্থক স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেন না ভারত বিশ্বজয়ী হয়েছে। এরাই আবার ক্রিকেট বিশ্বকাপের আগে দেশের কল্যাণার্থে গলা ফাটান। ফুটবলে ভারত তখনই গিয়ে খানিকটা মানসম্মান পাবে যখন তারা বিশ্বকাপে অন্ততপক্ষে

যোগ দেওয়ার সুযোগ পাবে। নচেৎ ভারতীয় ফুটবল নিয়ে আকাশকুসুম চিন্তাভাবনাই খালি থেকে যাবে। এই দেখুন ফুটবল নিয়ে এত আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, ভারত একসময় হকির দুনিয়াতেও শাসনকার্য চালাত। হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদও এখানকার মাটিতে বেড়ে উঠেছেন। অলিম্পিকসে এবং এশিয়ান গেমসে ভারতীয় হকি দল বহুবার পদক এনে দিয়েছে।

সেই নৌকাতেও ফুটো দেখা দিয়েছে। তাই হকিতে ক্রমশ জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, হল্যান্ডস এমনকি পরশী পাকিস্তানের কাছে পর্যন্ত পিছু হটতে হয়েছে ভারতকে। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য ভারতীয় হকি কিছুটা হলেও তার সেই মানমর্যাদা ফিরে পেতে লড়াই দিতে শুরু করেছে। যার ফল মিলেছে অচিরেই। তবে অস্ট্রেলিয়া, জার্মানদের হারালেও ফের সেই পাকিস্তান কালঘাম ছুটিয়ে দিয়েছে ভারতীয় হকি দলের। ফলে বিসর্জন হয়েছে এই অগ্রগতির। যদিও খুব একটা বেশি দিন ভারতীয় হকি দলকে দমিয়ে রাখা যাবে না বলে বিশ্বাস বিশেষজ্ঞদের। কারণ ভারতীয় হকি কিছুটা হলেও মূলস্রোতের আধারে ফিরতে শুরু করেছে।

এর পাশাপাশি টেনিস এবং ব্যাডমিন্টনে ভারতের একটি সুপরিচিত ঘরানা আছে। হালফিলে যাকে আরও মজবুত করে তুলেছেন টেনিস সুন্দরী সানিয়া মির্জা এবং ব্যাডমিন্টনের সাইনা নেওয়াল। তবে ভারতীয় টেনিসের অগ্রগতিকে লিয়েন্ডার পেজ-মহেশ ভূপতি, এবং ব্যাডমিন্টনে প্রকাশ পাড়ুকোনরা কম যান না কোনো মতেই। কুস্তি, বক্সিংয়ের মতো শারীরিক কসরত যেখানে প্রাধান্য পায় সেখানেও ভারত কম যায় না।

তবে যে খেলাকে দীর্ঘদিন জাতীয় খেলার মর্যাদা দিয়ে আসা হচ্ছে সেই কবাডির গণ্ডি সারা বিশ্বেই বড্ড সীমাবদ্ধ। আর একটা খেলাকে এড়িয়ে যাওয়া কোনওভাবেই সমীচিন নয়। হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন। বিশ্বনাথন আনন্দ কিংবা ঘরের ছেলে দিব্যেন্দু বড়ুয়া, সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়রা পিছিয়ে থাকেন না কারো থেকেই। তাই ক্রিকেট ম্যানিয়ান না হয়ে উঠে ভারতীয় ক্রীড়ামোদীদের উচিত অন্য খেলাকেও সমান উৎসাহ প্রদান করা। তবেই বিশ্বমঞ্চে ফের আসন ফিরে পাবে প্রিয় ভারতবর্ষ।

রাজ্য যোগ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিল হুগলি জেলা

মলয় সুর

বাঁশবেড়িয়া অভিযাত্রী সংঘের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হল ২২তম রাজ্য যোগাসন চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতা। গত ১১ জানুয়ারি শনিবার এই যোগ চ্যাম্পিয়নশিপের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের শ্রম দপ্তরের সচিব ও সপ্তগ্রাম বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত। এতে ১৬টি জেলার ১০০০ জন প্রতিযোগি অংশ নেয়। ১৪টি বালক ও বালিকার বয়স ভিত্তিক গ্রুপ থাকে। এছাড়া প্রতিবন্ধীরাও এবং ৫০ বছরের উর্ধ্বে প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। রবিবার সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় মহিলা হকি কোচ সন্ধ্যা চক্রবর্তী, বাঁশবেড়িয়া পুরসভার উপ পুরপ্রধান অমিত ঘোষ, মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবলার সত্যজিৎ ঘোষ প্রমুখরা। এদিন ১১২ জন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। হাওড়ার কেশব বাগ, যোগকুমার নির্বাচিত হন। তাকে পুরস্কার স্বরূপ নগদ ২০০০ টাকা, উইনার্স ট্রফি, যোগ মুকুট, মানপত্র দেওয়া হয়। এরই পাশাপাশি কলকাতার অঞ্জলি চক্রবর্তী যোগকুমারী হয়। তাকে একই পুরস্কার প্রদান করা হয়। পরিচালনায় ছিলেন ওম অষ্টাঙ্গ যোগাফিজিক এ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল। এই প্রতিযোগিতায় হুগলি (৩৯ পয়েন্ট পেয়ে) দলগত ভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে হাওড়া ১৮ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স পজিশন হয়। এখানে প্রতিবন্ধী বিভাগের কৃতী মেদিনীপুরের সমাদ্রিতা পাল। ওম অষ্টাঙ্গ যোগার হুগলির সম্পাদক মনোজ কুমার পাল বলেন, এখানকার রাজ্য যোগা প্রতিযোগিতা থেকে ১১২ জনের বাংলা দল নির্বাচিত করা হল, আগামী এপ্রিল মাসে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। বাঁশবেড়িয়ার ঐতিহাসিক হংসেশ্বরী মন্দির রোডে অভিযাত্রী সংঘ ক্লাব। এবারই প্রথম এই যোগা প্রতিযোগিতার আসর এই ক্লাবে অনুষ্ঠিত হল। সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক গৌতম রায় চৌধুরী বর্তমানে স্বাস্থ্যরক্ষায় যোগব্যায়ামের উপকারিতা বিষয়ে বিভিন্ন মত দেন।

ক্যানিংয়ে সুইমিং-পুল হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, ক্যানিং : রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনের ক্যানিং থানার ডেভিড

সেশুন হাই স্কুল মাঠে স্বস্তিকা সংঘের আয়োজনে চাঁদমুনি দাস ও বিহারীলাল স্মৃতি ট্রফি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন গড়িয়া বিবেকানন্দ স্পোর্টিং ক্লাবকে স্মৃতি ট্রফি এবং ৬০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশরাম দাস।

রানার্স বাঙ্গুর স্পোর্টিং ক্লাবকে স্মৃতি ট্রফি এবং ৪০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন মাতলা-২ প্রধান উত্তম দাস। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পরেশ রাম দাস বলেন ক্যানিংয়ের প্রত্যন্ত এলাকার ছেলে মেয়েদের খেলাধূলার মান উন্নয়নে ক্যানিং-১ পঞ্চায়েত সমিতি এবং মাতলা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এগিয়ে এসেছে। আগামী দিনে এখানকার প্রতিভাবানরা এই খেলাধূলার মাধ্যমে শুধু সুন্দরবন নয়, বাংলা তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তিনি আরো বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্স মাঠে স্টেডিয়ামের কাজ চলছে। খুব শীঘ্রই ক্যানিংয়ে আর্ন্তজাতিক মানের সুইমিং পুলের কাজ শুরু হবে সাঁতারুদের জন্য। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী, মাতলা-১ প্রধান তপন সাহা, ক্যানিং-১ পূর্ত কর্মধ্যক্ষ শিবু চক্রবর্তী প্রমুখ।

আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে সাতে নেমে গেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদেশের মাটিতে ক্রমাগত খারাপ ফলের জেরে আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে তলিয়ে গেল ভারত। আইসিসি টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারত নেমে গেল সাত নম্বরে। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে ভারতের পিছনে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজ, বাংলাদেশ, জিম্বাবোয়ে। টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই, তিন, চারে যথাক্রমে অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, পাকিস্তান। ভারতের আগে আছে নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা। সদ্য সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজে দুটো ম্যাচ ড্র করলেও র‍্যাঙ্কিংয়ে অবনমন বজায় থাকল টেস্ট জয়ের অভাবে।

তবে টেস্টে ব্যাটসম্যানদের র‍্যাঙ্কিংয়ে তিন ধাপ এগিয়ে বিরাট কোহলি থাকলেন ১২ নম্বরে। মহম্মদ সামি বোলারদের তালিকায় ৩১ নম্বরে।

এদিকে ভারতীয় বোলিং বিভাগের খোলনোলচে বদলে ফেলার পরামর্শ দিলেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সুনীল গাভাসকর। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে ব্যর্থ হয়েছে ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ সামি সমৃদ্ধ ভারতের বোলিং বিভাগ। কোনও ম্যাচেই অস্ট্রেলিয়ার ২০টি উইকেট নিতে সফল হননি ভারতের বোলাররা। তাই সানির মতে এবার নতুন বোলারদের সুযোগ দেওয়ার সময় এসেছে। সিডনি টেস্টের পর বিরাট কোহলিও বোলিং বিভাগে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।

মনের খেয়াল

জেনে রেখো

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জন্ম : ২৩ জানুয়ারি, ১৮৯৭

মুক্তিযুদ্ধের অগ্রাধিনায়ক ও বীরশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী। সিভিল সার্ভিসের লোভনীয় পদ পরিত্যাগ করে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদান করেন। বিবেকানন্দ ও দেশবন্ধুর ভাবভূমিতে ভূমিষ্ঠ চিন্তানায়ক সুভাষচন্দ্র কলকাতা পুরসভার চিফ একজিকিউটিভ অফিসার এবং পরে মেয়র পদ অলংকৃত করেন। আটবার তিনি কারারুদ্ধ এবং একবার বর্মায় নির্বাসিত হয়েছিলেন। তিনি ফরোয়ার্ড ব্লক দল গঠন করেন।

শহিদ অমলেন্দু ঘোষ, মৃত্যু : ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৭

বিপ্লবী শহিদ। ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে ময়মনসিংহের ছাত্রগণ ভিয়েতনাম দিবস পালন করে। ওই সময় পুলিশের নির্যাতনের প্রতিবাদে আদালত প্রাঙ্গণে ছাত্রগণ সমবেত হয়।

বিপ্লবী নরেন মহারাজ (সেন), মৃত্যু : ২৩ জানুয়ারি, ১৯৬১

বিপ্লবী জননেতা। ছাত্রাবস্থায় পুলিন দাস ছিলেন তাঁর গৃহশিক্ষক। নরেন্দ্রনাথ তাঁর কাছে বিপ্লবকর্মের দীক্ষা নিয়ে ঢাকায় অনুশীলন দলে যোগ দেন। ১৯১৪ সালে তিন আইনে তিনি কারারুদ্ধ হন। পরবর্তীকালে তিনি সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করেন।

দেশভক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, মৃত্যু : ১৮ জানুয়ারি, ১৯৫১

উত্তরবঙ্গের জননেতা। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে রাজশাহী কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হন। বগুড়ায় শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত থেকে 'গণমঙ্গল' নামে সংগঠনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শিক্ষার সম্প্রসারণে আত্মনিয়োগ করেন। 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে তিনি দুবছর কারারুদ্ধ হন।

বামনচন্দ্র চক্রবর্তী, মৃত্যু : ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৪

প্রথম যৌবনেই জড়িয়ে পড়েন বিপ্লবী কাজকর্মের সঙ্গে বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাসের অনুপ্রেরণায় ঘর ছেড়ে বের হন। যুগান্তর বিপ্লবীদলের এক প্রধান নেতা বিজয় চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে আসেন। ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন। পরেও নানা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে কারাদণ্ড ভোগ করেন।

প্রফুল্লকুমার চট্টোপাধ্যায় (টেনাবাবু), মৃত্যু : ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৯

ছাত্রাবস্থায় রাজপুরুষদের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করে স্কুল থেকে বিতাড়িত হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে সত্যাগ্রহে অংশ নেন। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে যুববিদ্রোহ সংঘটিত হলে টেনাবাবু গ্রেপ্তার হলেন। প্রায় সাত বছর জেলে থাকার পর মুক্তিলাভ করেন।

রসময় শূর, মৃত্যু : ২৪ জানুয়ারি, ১৯৮৪

বিপ্লবী জীবনের শুরু ঢাকাতে। তিনি রাইটার্স অভিযানের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। সুভাষচন্দ্র আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী থাকাকালীন তিনি উকিল হিসাবে মামলার ব্যাপার নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন ও এই সুযোগে বাইরের খবর তাঁকে দিয়ে সে বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সংগঠনের কাছে পৌঁছে দিতেন।

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

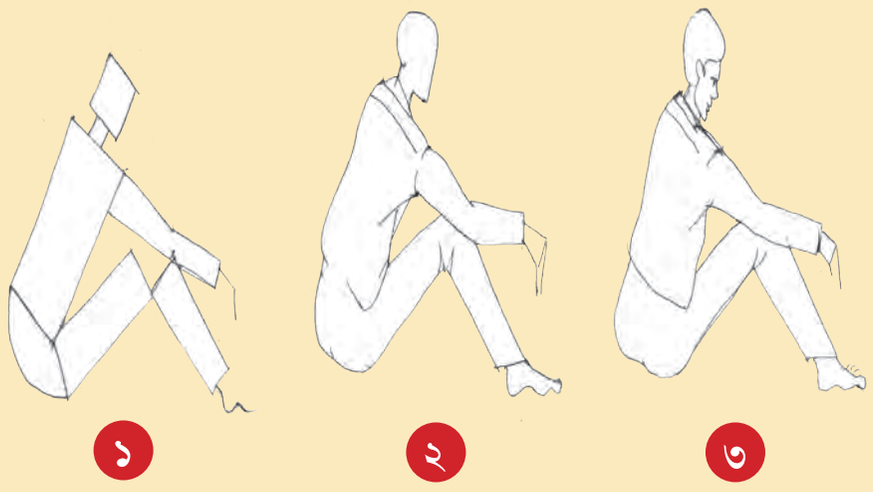

১ ২ ৩

কিছুই ফেলনা নয়

নেতাজীর অন্তর্ধান রহস্যের সমস্ত তথ্য অবিকৃত অবস্থায় দ্রুত প্রকাশের দাবীতে অরাজনৈতিক গণসংগঠনগুলির ডাকে

অনশন, অবস্থান ও আলোচনা সভা

২০শে জানুয়ারী, ২০১৫ মঙ্গলবার

Y-চ্যানেল, ধর্মতলা

সময় ঃ সকাল ৭ টা হইতে বিকাল ৫ টা

আপনার উপস্থিতি ও সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

বন্ধুগণ, আপনারা জানেন ১৯৪৫ সালের ১৮ই আগষ্ট দেশনায়ক নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস এর অন্তর্ধানের পর থেকে নেতাজী সম্পর্কিত যেসব তথ্য সরকারীভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা হচ্ছেতা সবই বিকৃত, অসত্য এবং দেশনায়ক নেতাজীর প্রতি অপমানজনক - এরই প্রতিবাদে অনশন, অবস্থান।

আমাদের দাবী ঃ-

☛ নেতাজী সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য গোপন রাখা চলবে না। দেশবাসীর সত্য জানার অধিকার আছে।

☛ ২৩শে জানুয়ারী জাতীয় ছুটি ও জাতীয় সংহতি দিবস হিসাবে ঘোষণা করতে হবে।

☛ নেতাজীর অন্তর্ধানের অসম্পূর্ণ তদন্ত - নিরপেক্ষ দৈতীয় ও আর্ন্তজাতিক বিচারপতিদের দিয়ে সম্পূর্ণ করতে হবে।

☛ আজাদ হিন্দ ফান্ডের কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি স্বাধীন ভারতে লুণ্ঠন করল কারা তা তদন্ত করতে হবে।

☛ হাজার হাজার আজাদি সেনা শহীদদের রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিতে হবে।

রাজধানী দিল্লীতে আজাদ হিন্দ্ স্মারক সৌধ ও আজাদ হিন্দ্ সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে হবে।

আয়োজক সংগঠনসমূহ ঃ- ★ নেতাজী সুভাষ মিশন ★ ভারতীয় সুভাষ সেনা ★ নেতাজী চেতনা মঞ্চ ★ শ্রী শ্রী ঠাকুর বালক ব্রহ্মচারী মহারাজের সন্তান দল ★ বিবেকানন্দ সেন্টার ফর সোস্যাল সার্ভিস ★ আজাদ হিন্দ্ স্বেচ্ছাসেবক পরিষদ ★ ভারতী দেশাত্মবোধক মুক্তি মঞ্চ ও ভারতী পত্রিকা ★ হিন্দ সংঘ ★ স্বামীজী নেতাজী আইডিয়াল ইয়ুথ সোসাইটি

নেতাজী সুভাষ মিশনের পক্ষে সৌমেন রায় কর্তৃক প্রচারিত, ফোন ঃ ৯৮৩১২২৩১৮২
মুদ্রণে ঃ এম.বি. গ্রাফিক্স, শিয়ালদহ - ৯৮৩০৯৮৬৯১৭

Owner: Nikhil Banga Kalyan Samiti. Printer & Publisher Sudhir Nandi. Published from 57/1A, Chetla Road,Kolkata- 27 and printed from Nikhil Banga Prakasani, Bibek Niketan, Samali, Bisnupur, South 24 Parganas. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri. Fax No. 033-2479-8591, Email: alipur_barta@yahoo.co.in, alipurbarta1966@gmail.com

সত্বাধিকারী ঃ নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি। প্রকাশক ও মুদ্রকঃ সুধীর নন্দী। নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, সামালি, বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন - ২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক ঃ ড. জয়ন্ত চৌধুরী। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ ৫৭বি১এ, চেতলা রোড, কলকাতা - ৭০০ ০২৭, ফ্যাক্স নং ঃ ০৩৩-২৪৭৯-৮৫৯১, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in, সহ সম্পাদক ঃ কুণাল মালিক।